

উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা ম্যানুয়াল  
(শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ উপকরণ হিসাবে ব্যবহার্য)



Upazila Integrated Capacity Development Project (UICDP)  
Japan International Cooperation Agency (JICA)

## সূচিপত্র

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
সূচিপত্র .....	i
চিত্রের তালিকা .....	ii
সারণীর তালিকা .....	ii
আদ্যক্ষর এবং শব্দসংক্ষেপসমূহ.....	iii
ভূমিকা.....	১
অধ্যায় একঃ উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র, ফলাফল ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা এবং পিডিসিএ চক্রের ধারণা .....	৪
১.১ উন্নয়ন পরিকল্পনার মৌলিক নীতিসমূহ .....	৪
১.১.১ উন্নয়ন পরিকল্পনা কি .....	৪
১.১.২ উন্নয়ন পরিকল্পনা কেন গুরুত্বপূর্ণ.....	৪
১.১.৩ উন্নয়ন পরিকল্পনা কিভাবে প্রণয়ন করা হয় .....	৪
১.১.৪ কাদের সাথে নিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে .....	৪
১.১.৫ উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের ধারণা .....	৫
১.২ ফলাফল ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কি? .....	৫
১.২.১ পরিকল্পনা কী.....	৬
১.২.২ পরিবীক্ষণ কী? .....	৭
১.২.৩ মূল্যায়ন কী? .....	৭
১.৩ ফলাফল-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা- পরিকল্পনা প্রণয়ণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কে চক্রাকারে সম্পাদন .....	৭
১.৪ Plan-Do-Check-Act (PDCA)- পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, যাচাই এবং যথাযথ ব্যবস্থা সাপেক্ষে কর্মকাণ্ড গ্রহণ- চক্র কি?.....	৮
অধ্যায় দুইঃ বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা, উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার আইনি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো .....	১০
২.১ বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা .....	১০
২.২ উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা কি? .....	১১
২.৩ বাংলাদেশে উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য আইনি কাঠামো.....	১২
২.৩.১ উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার বিস্তারিত আইনি কাঠামো নিম্নরূপ.....	১২
২.৩.২ উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য পরিকল্পনা এবং নির্দেশনাসমূহ.....	১৩
২.৪ উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো.....	১৪
অধ্যায় ৩: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন.....	১৬
৩.১ পটভূমি .....	১৬
৩.২ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ.....	১৬
৩.৩ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চক্রের সময়সূচি .....	৩২
অধ্যায় ৪: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন.....	৩৪
৪.১ পটভূমি .....	৩৪
৪.২ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ .....	৩৪
৪.৩ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন.....	৪২
৪.৪ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা .....	৪৩
৪.৪.১ উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের উদ্দেশ্য.....	৪৩
৪.৪.২ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ .....	৪৪
পরিশিষ্ট: .....	৪৯

সূত্র ১- অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটির সদস্য ও তাদের কার্যাবলী.....	৫০
সূত্র ২- পরিকল্পনা সংক্রান্ত কারিগরি দল (টিজিপি) সদস্য ও তাদের কার্যাবলী.....	৫১
সূত্র ৩- প্রকল্প নির্বাচন কমিটির সদস্য ও তাদের কার্যাবলী .....	৫২
ফরম্যাট ১: উপজেলার জনসংখ্যা, অবকাঠামো ও আর্থ-সামাজিক মৌলিক তথ্য ও উপাত্ত .....	৫৩
ফরম্যাট ২: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণের নমুনা ফরম্যাট.....	৫৫
ফরম্যাট ৩: বিভিন্ন উৎস থেকে উপজেলার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা/ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার উন্নয়ন কার্যক্রম (সম্পদ চিত্রায়ণ) .....	৫৬
ফরম্যাট ৪: পঞ্চবার্ষিক/বার্ষিক বাজেট.....	৫৭
ফরম্যাট ৫: পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচকসহ ফলাফল.....	৫৮
ফরম্যাট ৬: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ফরম্যাট.....	৫৯
ফরম্যাট ৭: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন .....	৬০
ফরম্যাট ৮: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণের নমুনা ফরম্যাট.....	৬১
ফরম্যাট ৯: পরিমাপযোগ্য সূচকসহ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং অভীষ্ট .....	৬২
ফরম্যাট ১০: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকল্প সারসংক্ষেপ .....	৬৩
ফরম্যাট ১১: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকল্প (স্কীম) প্রস্তাবনাঃ ফ্যাক্ট শীট .....	৬৪
ফরম্যাট ১২: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন .....	৬৫
ফরম্যাট ১৩: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার কর্ম সম্পাদন প্রতিবেদন .....	৬৬

## চিত্রের তালিকা

চিত্র ১: RBM চক্র.....	৮
চিত্র ২: উন্নয়ন পরিকল্পনার PDCA চক্র .....	৯
চিত্র ৩: বিভিন্ন প্রকার উন্নয়ন পরিকল্পনা .....	১২
চিত্র ৪: অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা.....	১৪
চিত্র ৫: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ.....	১৬
চিত্র ৬: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে সম্পর্ক .....	২৯
চিত্র ৭: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রণয়নের মূল ধাপ.....	৩৬
চিত্র ৮: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে চিহ্নিত বিষয়াদি.....	৪৩
চিত্র ৯: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ এবং প্রতিবেদনে কর্মপ্রবাহ.....	৪৭

## সারণীর তালিকা

সারণী ১: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্মপরিকল্পনা.....	১৭
সারণী ২: বিভিন্ন উৎস থেকে উপজেলায় উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য উপলব্ধ সম্পদ.....	১৯
সারণী ৩: উপজেলার সম্পদ চিহ্নিতকরণের একটি সারসংক্ষেপ .....	২২
সারণী ৪: উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং কৌশল এর যৌক্তিক সংযোগের উদাহরণ.....	২৭
সারণী ৫: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংক্রান্ত কার্যক্রমের সময়সূচী .....	৩২
সারণী ৬: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্ম পরিকল্পনা.....	৩৫
সারণী ৭: বাজেটের সার-সংক্ষেপ .....	৩৭
সারণী ৮: বিভিন্ন উৎস থেকে উপজেলার উন্নয়ন কার্যক্রম.....	৩৮
সারণী ৯: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সময়সূচী এবং পর্যালোচনা চক্র.....	৪৭

আদ্যক্ষর এবং শব্দসংক্ষেপসমূহ

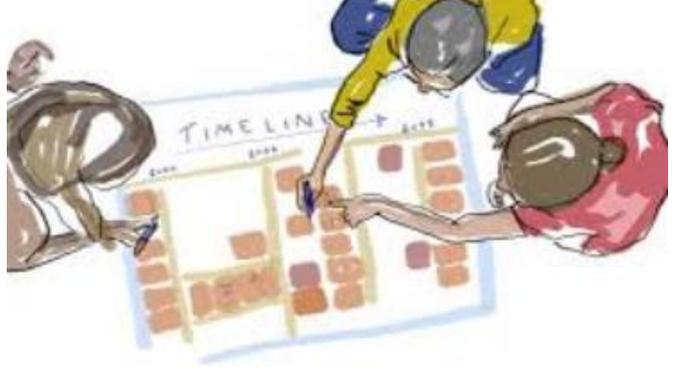
সংক্ষিপ্ত রূপ	ইংরেজি পূর্ণরূপ	বাংলা পূর্ণরূপ
ADP	Annual Development Program	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী
AP	Annual plan	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা
CSO	Civil Society Organization	সুশীল সমাজ সংগঠন
DC	Deputy Commissioner	জেলা প্রশাসক
DDLG	Deputy Director, Local Government	উপ পরিচালক, স্থানীয় সরকার
DLG	Director, Local Government	পরিচালক, স্থানীয় সরকার
FY	Fiscal year	অর্থ বছর
FYP	Five-year plan	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
GOB	Government of Bangladesh	বাংলাদেশ সরকার
LGI	Local Government Institutions	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান
LGD	Local Government Division	স্থানীয় সরকার বিভাগ
MDG	Millennium Development Goals	সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা
M&E	Monitoring and Evaluation	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন
MoLGRD&C	Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
MP	Member of Parliament	জাতীয় সংসদ সদস্য
NGO	Non-governmental organization	বেসরকারি সংস্থা
NILG	National Institute of Local Government	জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট
PSC	Project Selection Committee	প্রকল্প বাছাই কমিটি
PDCA	Plan-Do-Check-Act	পরিকল্পনা-বাস্তবায়ন-পরিবীক্ষণ-পদক্ষেপ
SDG	Sustainable Development Goals	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা
TGP	Technical Group for Planning	পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি দল
TLD	Transferred Line Department	হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ
TLCC	Town Level Co-ordination Committee	টাউন লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি
UDCC	Union Development Co-ordination Committee	ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি
UCFBPLRM	Upazila Committee on Finance, Budget, Planning and Local Resource Mobilization	অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা এবং স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি
UNO	Upazila Nibrabi Officer	উপজেলা নির্বাহী অফিসার
UP	Union Parishad	ইউনিয়ন পরিষদ
UZP	Upazila Parishad	উপজেলা পরিষদ

## ভূমিকা

‘উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার ম্যানুয়াল’ (পরবর্তিতে ‘ম্যানুয়াল’ নামে বিধৃত) এর উদ্দেশ্যে হচ্ছে বাংলাদেশের উপজেলা পর্যায়ে সামগ্রিক ও সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সুস্পষ্ট ধারণা লাভে সহায়তা করা। ২০২১ সালের উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক নির্দেশিকার (যাকে ‘নির্দেশিকা’ বলা হয়) সাথে সঙ্গতি রেখে এই ম্যানুয়ালটি প্রস্তুত করা হয়েছে, যা ২০১৪ সালের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকার আলোকে উপজেলা পর্যায়ের বর্তমান প্রয়োজনকে বিবেচনায় নিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে।

উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধারণাটি অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের। বাংলাদেশের সংবিধানে (অনুচ্ছেদ ৫৯, ৬০) স্থানীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। সংবিধানের নির্দেশনার আলোকে পরবর্তীতে জাতীয় সংসদে এই সংক্রান্ত আইন জারির মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করার বিষয়ে আইনি বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়। এতদসত্ত্বেও স্থানীয় সরকার এর কোনো স্তরেই উন্নয়ন পরিকল্পনার আইনি বাধ্যবাধকতার বিষয়টি খুব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়নি। জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা প্রণয়নকারী সংস্থা সমূহের পাশাপাশি সরকারের সকল উন্নয়ন ও পরিষেবা প্রদানকারি সংস্থা সমূহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিকল্পনা ও সেবা সংক্রান্ত আদেশকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়নি। এ কথা অনস্বীকার্য যে উপজেলা সহ তৃণমূল পর্যায়ে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পুনরুজ্জীবিত করার জন্য একটি উপযুক্ত পাঁচ বছর মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এর কার্যকর বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই। স্থানীয় সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের এটাও অনুধাবন করতে হবে যে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে, উপজেলা পরিষদের কাঠামোগত বৈচিত্র্য, কার্যাবলীর ধরণ ও এখতিয়ারের স্বাতন্ত্র্যের বিবেচনায় উপজেলা পর্যায়ে নিজস্ব পরিকল্পনা প্রণয়ন এখন এক অপরিহার্য বাস্তবতা। বর্তমানে উপজেলা পর্যায়ে অংশীজনদের তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ সম্পর্কিত দিকনির্দেশনা প্রদানের কোন ম্যানুয়াল নেই। এই প্রেক্ষাপটে, এই ম্যানুয়ালটি সেই অভাব যে বহুলাংশে পূরণে সমর্থ হবে একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার নির্দেশিকার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের উপজেলা পর্যায়ে সামগ্রিক ও সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করা। এক্ষেত্রে ক) প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ এবং আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (উদাহরণস্বরূপ, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) সাধারণ কৌশলগত উন্নয়ন নির্দেশনাসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা যথাযথভাবে সমন্বয় করা এবং খ) খাতভিত্তিক এবং উপজেলার পাশাপাশি ইউনিয়ন এবং পৌরসভার উন্নয়ন চাহিদা ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা চিহ্নিতকরণ ও মূল্যায়ন এবং একই সাথে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা যথাযথভাবে সমন্বয় নিশ্চিত করা। এই নির্দেশিকাটি প্রণীত হয়েছে স্থানীয় পর্যায়ে কার্যরত এবং স্থানীয় উন্নয়নের সুফলভোগী সকল উন্নয়ন অংশীদারদের (যেমন এনজিও, সুশীল সমাজ সংগঠন, এবং স্থানীয় জনগণ) কার্যক্রমকে সহজতর করার জন্য যাতে তারা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাধারণ কৌশলগত স্থানীয় উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে এবং অবদান রাখতে পারে।



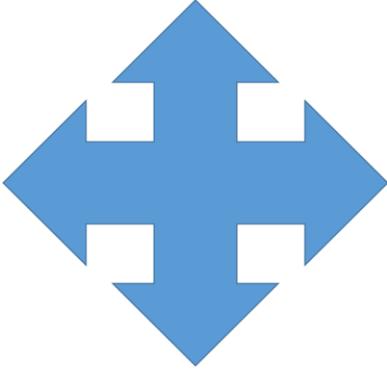
স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত উক্ত নির্দেশিকাটি পর্যায়ক্রমে পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে আরও উন্নত এবং ব্যবহারকারী-বান্ধব করার সুযোগ রাখা হয়েছে। প্রয়োজনমত নির্দেশিকাটি সংশোধন ও করা হবে। একই প্রক্রিয়ায় এই ম্যানুয়ালটিতে ও উক্ত নির্দেশিকায় আনা পরিবর্তন এর সাথে সংগতি রেখে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন/ সংশোধন করা হবে।

### উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার ম্যানুয়ালের প্রয়োজনীয়তা

নির্দেশিকার সাথে সামঞ্জস্য রেখে উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য এই ম্যানুয়ালটি ডিজাইন করা হয়েছে। ম্যানুয়ালটির সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সমূহ নিম্নরূপ:

- ক) উপজেলার যে সকল অংশীজন উন্নয়নমূলক উদ্যোগে অংশগ্রহণ করেন এবং অবদান রাখেন, তাঁদের জন্য প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য এবং প্রশিক্ষক বান্ধব করা;
- খ) উন্নয়ন পরিকল্পনার মৌলিক নীতিসমূহ এবং উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের [উদাহরণস্বরূপ প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন (M&E) ও রিপোর্টিং] সামগ্রিক এবং সমন্বিত কাঠামোর বিষয়সমূহ ম্যানুয়াল ব্যবহারকারীদের কাছে স্পষ্ট করে তোলা;
- গ) ম্যানুয়াল ব্যবহারকারীদের ফলাফল-ভিত্তিক (Result-Based) ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আরও ভালভাবে বুঝতে সহায়তা করা- যাতে উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ আরো বেশি ফলাফল ভিত্তিক, পরিমাপযোগ্য এবং জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা যায়;
- ঘ) উপজেলা পর্যায়ের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সামগ্রিক ধারণা ও নীতিসমূহ এবং সেই সাথে বিদ্যমান আইনি কাঠামোর আলোকে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের মূল বিষয়বস্তু, পদক্ষেপ এবং প্রক্রিয়াসমূহের সাথে ব্যবহারকারীদের পরিষ্কার ধারণা প্রদান;
- ঙ) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে টেকসই একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরির মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন ও রিপোর্টিং পর্যায়ে ম্যানুয়াল ব্যবহারকারীদের জন্য অনুসরণীয় কিছু বাস্তব পদক্ষেপ তাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরা।

উপজেলা পরিষদ মধ্যম স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিধায় এই ম্যানুয়াল বিশেষতঃ উল্লম্ব (Vertical) এবং অনুভূমিক (Horizontal) সংযোগ এবং কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সহযোগিতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করবে। উল্লম্ব সংযোগ



(Vertical Linkage) বলতে উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনাকে শুধুমাত্র সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়ন কৌশলের নির্দেশনা, খাত ভিত্তিক উন্নয়ন লক্ষ্য এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনার সাথে সংযোগকেই বুঝায় না, পাশাপাশি ইউনিয়ন ও পৌরসভার উন্নয়ন পদক্ষেপসমূহের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়াকেও বোঝায়। এটা উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনাকে অন্যান্য পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য বিধানে অবদান রাখে। অনুভূমিক সংযোগ বলতে উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে সংযোগকে বোঝায় (যেমন: জাতীয় উন্নয়ন হতে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের (TLDs) মাধ্যমে অন্যান্য উন্নয়নমূলক সম্পদ, পৌরসভা, ইউনিয়ন, এনজিও, এবং বেসরকারি খাত)। ধারণা করা হয় যে, উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত উন্নয়ন তহবিল ঐ উপজেলার উন্নয়নে বার্ষিক ভিত্তিতে ব্যয়িত সমুদয় সম্পদের মাত্র ৫ থেকে ৭ শতাংশ। তাই, উপজেলা পরিষদ ও জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় অর্থায়নকৃত

উদ্যোগসমূহের মধ্যকার দ্বৈততা (Duplication) এড়াতে এবং সর্বাধিক সমলয়ন (Synergy) সৃষ্টি করতে এটা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। উপজেলা পরিষদের সাথে হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের ঘনিষ্ঠ এবং কার্যকর সমন্বয় বৃদ্ধি করার মাধ্যমে এটা করা যেতে পারে।

বেসরকারি সংস্থা (এনজিও), সুশীল সমাজ সংগঠন (সিএসও), বেসরকারি খাত এবং সাধারণ নাগরিক সহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথেও আনুভূমিক সংযোগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এই ম্যানুয়াল ফলাফল ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে যাতে করে পরিকল্পনাটি প্রত্যাশিত অভীষ্ট (Targets) ও ফলাফল (Outcomes) অর্জন করার মাধ্যমে মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অর্জন নিশ্চিত করতে পারে। এটা মনে রাখতে হবে, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের অগ্রগতি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করার সময় নির্ধারিত পরিমাপযোগ্য সূচকসমূহের বিপরীতে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

#### “উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার ম্যানুয়াল” কারা ব্যবহার করবে?

উপজেলা ম্যানুয়ালের মূল ব্যবহারকারী হবে উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ এবং উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ। নিম্নে ম্যানুয়াল ব্যবহারকারী বিভিন্ন শ্রেণীর বিবরণ দেয়া হলো:

- ক) উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস- চেয়ারম্যান, পৌরসভা মেয়র এবং ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সহ উপজেলা পরিষদের সদস্যবৃন্দ;
- খ) উপজেলা নির্বাহী অফিসারবৃন্দ (UNOs);
- গ) উপজেলা কমিটির সদস্যবৃন্দ, অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা এবং স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি (UCFBPLRM), পরিকল্পনা সংক্রান্ত কারিগরি দল (TGP)<sup>১</sup> এবং প্রকল্প নির্বাচন কমিটি (PSC);

<sup>১</sup> পরিকল্পনা সংক্রান্ত কারিগরি দল (TGP) সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকার পৃষ্ঠা ৭ দেখুন।

- ঘ) হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তাবৃন্দ (TLDs);
- ঙ) উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টা হিসেবে, মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ (MPs);
- চ) জেলা পর্যায়ে কর্মরত উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার (যারা উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত সকল নির্দেশনা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত);
- ছ) স্থানীয় সরকার বিভাগ (LGD) যা প্রশাসনিক সহায়তা ও কারিগরি পরামর্শের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত;
- জ) অন্যান্য মন্ত্রণালয় যারা উপজেলা পর্যায়ে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের মাধ্যমে খাত ভিত্তিক উন্নয়ন বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত;
- ঝ) জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (NILG) এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ফ্যাসিলিটের এবং প্রশিক্ষকবৃন্দ, যারা স্থানীয় সরকার এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশল এর উপর স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা, বেসরকারি খাত, এনজিও/ সিএসও এবং সাধারণ জনগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

নির্দেশিকাটি অন্যান্য অংশীজন-ও (Stakeholders) ব্যবহার করতে পারে, যেমন:

- ঞ) সুশীল সমাজ সংগঠন (CSO), বেসরকারি সংস্থা (NGO), ধর্মীয় সংস্থা এবং সমাজভিত্তিক সংস্থা;
- ট) বেসরকারি খাত ও উদ্যোগ (Enterprises) যারা তাঁদের কর্মকাণ্ড স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় করে পরিচালনা ইচ্ছুক;
- ঠ) নাগরিক যারা পরিকল্পনার প্রাথমিক ধাপে অংশগ্রহণ করে এবং যাদের চাহিদাই হল স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার মৌলিক ভিত্তি;
- ড) উন্নয়ন অংশীজন, যারা উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিচালনা এবং বাস্তবায়ন করছে।

### ম্যানুয়ালটি কিভাবে সাজানো হয়েছে?

উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্দেশিকার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই ম্যানুয়ালটি নিম্নের অধ্যায়সমূহে ভাগ করা হয়েছে:

**প্রথম অধ্যায়:** এই অধ্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা, উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র এবং ফলাফল ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক ধারণা প্রদান করা হয়েছে। উন্নয়ন পরিকল্পনা কি, কেন তা প্রণয়ন করতে হবে, কিভাবে তা করতে হবে এবং কারা এই প্রক্রিয়ার যুক্ত থাকবেন ইত্যাদি মৌলিক তথ্যও এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

**দ্বিতীয় অধ্যায়:** এই অধ্যায়ে বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকার উন্নয়ন পরিকল্পনার বর্ণনা এবং উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে তাঁদের সম্পর্ক ও পরিপূরকতা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে উপজেলা পর্যায়ে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ আইনি ও নীতি কাঠামোর উপর ভিত্তি করে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। বর্তমান আইনি কাঠামোতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে উপজেলা পরিষদের ভূমিকা ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে। এছাড়াও এই অধ্যায়ে উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দেয়া হয়েছে।

**তৃতীয় অধ্যায়:** এই অধ্যায়ে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়বস্তু, গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া, সময়সীমা এবং কর্ম পরিকল্পনা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে উপজেলা পরিষদের সাথে উল্লম্ব এবং আনুভূমিক সম্পর্ক এবং সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে সুপারিশকৃত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়াও, এখানে অন্যান্য বিষয় যেমন উপজেলা পরিষদের পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ, প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (M&E), এবং প্রতিবেদনসহ উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের ব্যবস্থাপনা সমুন্নত রেখে কিভাবে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায় তা বর্ণনা করা হয়েছে।

**চতুর্থ অধ্যায়:** বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য এর বিষয়বস্তু, মূল ধাপসমূহ, প্রক্রিয়া এবং সময়সূচি বর্ণনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। এখানে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার (এপি) প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে যাতে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের ব্যবস্থাপনা সহজে করা সম্ভব হয় (যথা: বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদন)।

এছাড়াও, এই ম্যানুয়ালের শেষে ব্যবহারকারীকে প্রশিক্ষণের সময় এবং প্রকৃত উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রে ব্যবহারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু ফরম্যাট এবং উদাহরণ সংযুক্ত করা হয়েছে।

## অধ্যায় এক: উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র, ফলাফল ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা এবং পিডিসিএ চক্রের ধারণা

এই অধ্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র এবং ফলাফল ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মৌলিক ধারণা ও নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার এবং উপজেলা পর্যায়ে জনসাধারণের জন্য উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন তুলনামূলকভাবে নতুন একটি কার্যক্রম। তাই উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পূর্বে এর মূল ধারণা এবং নীতি ও কৌশল সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা জরুরী।

### ১.১ উন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত মৌলিক বিষয়সমূহ

যেহেতু সংবিধান ও উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০০৯, ২০১১ এবং ২০১৫) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে উপজেলা পরিষদ তাঁর নিজের উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত, সেহেতু উপজেলা পরিষদের নিজস্ব উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা বাধ্যতামূলক। এই প্রেক্ষিতে, উন্নয়ন পরিকল্পনার মূলনীতি সম্পর্কে জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জাতীয় পর্যায়ে উন্নয়নের মৌলিক নীতিসমূহ কি, কেন, কিভাবে এবং কার সাথে সংশ্লিষ্ট তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো। এই নীতিসমূহ উপজেলা পরিষদ সহ স্থানীয় সরকারের প্রত্যেকটি স্তরের জন্য এখনও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং প্রযোজ্য।

#### ১.১.১ উন্নয়ন পরিকল্পনা কি

সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Decision Making) এবং সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াকলাপ (Action) বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকেই প্রচলিত ভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলা হয়- যা নির্দিষ্ট একটি সময়ে একটি ভূখণ্ডের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সম্ভাবনা নির্ধারণ (Determine) ও নিয়ন্ত্রণ (Regulate) করে।

উপজেলা পর্যায়ে এই নীতি সমূহ একই ভাবে উপজেলার উন্নয়ন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সে সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াকলাপ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া কে বুঝায় যা নির্দিষ্ট একটি সময়ে উপজেলা এবং উপজেলায় বসবাসরত জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত সামগ্রিক উন্নয়নের ধারা সম্পর্কিত দিক-নির্দেশনা প্রদান করে।

#### ১.১.২ উন্নয়ন পরিকল্পনা কেন গুরুত্বপূর্ণ

উন্নয়ন পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ কারণ, এটি জাতিকে একটি রূপকল্প প্রদান করে; যার মাধ্যমে সরকার দেশ ও জনসাধারণের জন্য উন্নয়ন লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে।

একই ভাবে উপজেলা পর্যায়ে এই উন্নয়ন পরিকল্পনা উপজেলার জন্য একটি রূপকল্প প্রদান করে যা এর বিভিন্ন অংশীজনদের মধ্যে কার্যকর উল্লম্ব (Vertical) ও আনুভূমিক (Horizontal) সংযোগ স্থাপন নিশ্চিত এবং পারস্পরিক সহযোগিতা (Collaboration) বৃদ্ধির মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ এর জনগণের জন্য উক্ত রূপকল্প অর্জনে অব্যাহত ভাবে চেষ্টা করতে পারে।

#### ১.১.৩ উন্নয়ন পরিকল্পনা কিভাবে প্রণয়ন করা হয়

একটি দীর্ঘমেয়াদী রূপকল্পের উপর ভিত্তি করে, একটি দেশের সুস্পষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা হিসাবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এর মাধ্যমে সরকার তার উন্নয়ন কৌশল তৈরি করতে পারে এবং মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জনের জন্য আর্থিক ও মানব সম্পদ সর্বাধিক কার্যকরভাবে এবং দক্ষতার সাথে বণ্টন করতে পারে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে কোনো নির্দিষ্ট অর্থবছরের জন্য একটি করে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যেতে পারে।

উপজেলা পর্যায়ে পঞ্চবার্ষিক এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করার ক্ষেত্রেও উপরোক্ত ধারণা সমূহ মনে রাখা জরুরী।

#### ১.১.৪ কাদের সাথে নিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে

উন্নয়ন পরিকল্পনা গণমুখী হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং, উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রণয়নের পূর্বে এবং প্রণয়নকালীন সময় অবশ্যই নাগরিকদের সাথে পরামর্শ করতে হবে। এরূপ পরামর্শ গ্রহণ প্রক্রিয়ার উপস্থিতি উক্ত পরিকল্পনা সমূহের ক্ষেত্রে নাগরিকদের ফিডব্যাক (feedback) বা মতামত ও সমর্থন পেতে সহায়তা করবে। জনগণের কাছে উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ে এমন অনুমোদন চাওয়া এবং প্রদান করার বিষয়টি নিশ্চিত করা গেলে জনগণ পরিকল্পিত উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখতে অনুপ্রাণিত বোধ করবে। আর ঠিক এই কারণে নাগরিকগণ পরিকল্পনার ফলাফল

(Outcome) পরিবীক্ষণ, ফলাফল মূল্যায়ন এবং পরিশেষে এর প্রভাব মূল্যায়নে (Impact Assessment) স্বতঃস্ফূর্তভাবে দায়িত্ব নিতেও অধিকতর আগ্রহী হবে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ জনগনের খুব কাছে থেকে কাজ করে এবং এ বিবেচনায় উপজেলা তার অবস্থানগত সুবিধা কাজে লাগিয়ে এর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে পারে- যেখানে উপজেলার জনগনের উন্নয়ন চাহিদা এবং স্থানীয় চ্যালেঞ্জগুলির প্রতিফলন নিশ্চিত করা সহজতর হবে।

### ১.১.৫ উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের ধারণা

উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশলের একটি সাধারণ লক্ষ্য হলো জনজীবনে উন্নয়ন সাধন। উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলে তা বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন এবং নির্ধারিত লক্ষ্য ও সূচকের বিপরীতে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। এই প্রক্রিয়ায় শিখন সমূহ পরবর্তী উন্নয়ন পরিকল্পনায় ব্যবহার করা যাবে। তাই, উন্নয়ন পরিকল্পনা একবারের অনুশীলনের বিষয় নয়, বরং এটি একটি চক্রাকার প্রক্রিয়া যাতে রয়েছে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং পরবর্তী পরিকল্পনার জন্য ফিডব্যাক (Feedback) যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র ব্যবস্থাপনার জন্য পর্যাপ্ত অর্থসম্পদ ও মানবসম্পদ সহ ভালো একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে উল্লেখ্য যে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের ধারণাটি বহুল প্রচলিত ফলাফল ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (RBM) এর সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। নীচে ফলাফল ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (RBM) এর বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হল।

### ১.২ ফলাফল ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (RBM) কি

একটি আদর্শ উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং সে পরিকল্পনা অর্জনের জন্য গৃহীত উন্নয়ন কৌশল<sup>২</sup> নিশ্চিতভাবেই দৃশ্যমান ও কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ফলাফল লাভের ক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারে। তাই "উন্নয়ন ফলাফলের ব্যবস্থাপনা", প্রকৃতপক্ষে "ফলাফল-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা" এর মৌলিক ধারণাসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত; যেমন- সঠিক পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, শিখন পরিকল্পনার ফিডব্যাক (Feedback) বা মতামত প্রদানেরসুযোগ রাখা ইত্যাদি।

উন্নয়ন ফলাফলের ব্যবস্থাপনার ধারণাটি আসলে সম্পদ কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, কি ফলাফল অর্জিত হয়েছে এবং এই ফলাফল স্থানীয় উন্নয়নে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে যথোপযুক্ত কিনা ইত্যাদি বিষয়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জনগণের ক্রমবর্ধমান দাবির পরিপ্রেক্ষিতেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এটি উন্নয়ন সহযোগীদের অংশিদারিত্ব বৃদ্ধি ও পারস্পারিক সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করে কাজ করার প্রতি জোর দিতে উৎসাহিত করে যা তাদের কাজের মধ্যে বৃহত্তর সামঞ্জস্য নিশ্চিত করতে পারে। একইভাবে, এটা গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনা, উন্নয়ন কৌশল এবং এর ফলাফল ব্যবস্থাপনার বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে জনগনের মালিকানা (Ownership) বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

কার্যতঃ উন্নয়ন ফলাফলের ব্যবস্থাপনা মানেই হচ্ছে ফলাফল ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (RBM) এর সক্রিয় উপস্থিতি। এটি শুধুমাত্র যে একটি দেশের বাহ্যিক পরিবেশ এবং ঐ দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন ফলাফল অর্জনের সাথেই সংশ্লিষ্ট তা নয়; বরং এটি একটি দেশের জনগনের কর্মদক্ষতা (Performance) এবং জীবিকার পরিবর্তনের (Changes in Livelihood) সাথেও সম্পর্কযুক্ত।

এ কথা অনস্বীকার্য যে বাস্তবে উন্নয়ন ফলাফল অর্জনকে যতটুকু কঠিন বলে ধারণা করা হয় প্রকৃত প্রস্তাবে বিষয়টি তার চেয়েও কঠিন। উন্নয়ন ফলাফল অর্জন করার জন্য এবং মানুষের জীবনযাত্রার মানে পরিবর্তন আনার জন্য সরকারকে বিভিন্ন রকম পরিকল্পনা, কৌশল, কর্মসূচি এবং প্রকল্প হাতে নিতে হয়। এগুলির মধ্যে রয়েছে:

- একটি জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা অথবা দারিদ্র দূরীকরণ কৌশল
- খাত-ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা
- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (M&E) কাঠামো এবং মূল্যায়ন পরিকল্পনা
- উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনার কর্ম কৌশল

<sup>২</sup> উন্নয়ন কৌশল বলতে বুঝায় একটি প্রতিষ্ঠান বা এলাকার নির্ধারিত উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য কিভাবে বা কোন পথে এগুবে তার যৌক্তিক বিবরণ যেমন লক্ষ্য অর্জনে কি কি স্কিম/প্রকল্প নেয়া হবে, কিভাবে তা নেয়া হবে, কবে এবং কারা বাস্তবায়নে জড়িত থাকবে ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্যাদি।

- অফিস এবং ইউনিটের জন্য নির্ধারিত পরিকল্পনা
- প্রকল্প সংক্রান্ত ডকুমেন্ট এবং বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা

এখানে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে সঠিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ, বৃহৎ কর্মসূচি বা প্রকল্প গ্রহণ বা প্রচুর আর্থিক সম্পদের লভ্যতা ও উন্নয়ন ফলাফল নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। এই ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের চাবিকাঠি হল পরিকল্পনা, কর্মসূচি এবং প্রকল্পসমূহের গুণগতমান এবং কিভাবে সম্পদের ব্যবহার করা হচ্ছে- এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলোর দিকে দৃষ্টি দেয়া।

এছাড়াও এই সাফল্যের সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য, কর্মসূচি বা পরিকল্পনাসমূহের দুর্বলতার সাধারণ ক্ষেত্রগুলির প্রতি নজর দিতে হবে। নীচের চারটি বিষয়ে বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হবে:

- ১। **পরিকল্পনার পরিধি/পরিকল্পনা সংক্রান্ত ধারণাসমূহ:** যখন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, কৌশল এবং পরিধি সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় তখন এর সফলতার সম্ভাবনা অনেক বেশি বেড়ে যায়। এটা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময়কার সম্ভাব্য বাধাসমূহ কমিয়ে ফেলার ক্ষেত্রে সহায়তা করে।
- ২। **অংশীজনের অংশগ্রহণ:** পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নাগরিক, অংশীজন এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সর্বোচ্চ এবং ব্যাপক অংশগ্রহণ পরিকল্পনার সফলতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
- ৩। **যোগাযোগ ও তথ্যের প্রচারনা:** পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগ কৌশল নির্ধারণ এবং তথ্য আদান-প্রদান নিশ্চিত করা গেলে তা অংশীজনের মধ্যে বন্ধনকে শক্তিশালী করে এবং পরিকল্পনার বিষয়ে তাদের সমর্থন আদায় করাও তখন সহজতর হয়। এছাড়াও একটি যথার্থ যোগাযোগ কৌশলের উপস্থিতি পরিকল্পনার ক্ষেত্রে জনগণের প্রত্যাশা, ভূমিকা এবং কর্তব্যসহ কাজের অগ্রগতি এবং কর্মদক্ষতা সংক্রান্ত তথ্যসমূহের বিশেষ আমাদের ধারণার স্পষ্টতা বৃদ্ধি করে। আর ধারণার এই স্পষ্টতা সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।
- ৪। **পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন (M&E):** পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের উপাদানগুলো প্রকল্পকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করে। এছাড়াও, এর ফলে সমস্যাগুলি দ্রুত চিহ্নিত করা সহজতর হয় যার ফলশ্রুতিতে অর্থ ও সময় অপচয়ের সম্ভাবনাও কমিয়ে দেয়।

কার্যকর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নসহ সঠিক পরিকল্পনা, উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি ও প্রকল্পের কার্যকারিতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সঠিক পরিকল্পনা উপজেলাসমূহের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ফলাফল অর্জনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে- যা তাদেরকে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে পূর্ববর্তী সফলতা ও চ্যালেঞ্জগুলো থেকে শিখতে সাহায্য করে এবং এটা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উদ্যোগগুলোর সমন্বয় ঘটিয়ে তথ্যবহুল/তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে যা পরবর্তীতে জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও তাদের পছন্দের পরিধি বিস্তার এ (Expand the Choices) অবদান রাখে।

### ১.২.১ পরিকল্পনা কী?

পরিকল্পনাকে লক্ষ্য নির্ধারণ, লক্ষ্য অর্জনের জন্য কৌশল প্রণয়ন, বাস্তবায়নের রূপরেখা নির্দিষ্টকরণ এবং নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে সম্পদের বন্টনের একটি পারস্পরিক সম্পর্ক যুক্ত প্রক্রিয়া হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। এটা উল্লেখ করা জরুরী যে পরিকল্পনার বিভিন্ন ধাপ রয়েছে।

- অর্জিতব্য রূপকল্প, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সনাক্তকরণ
- রূপকল্প ও লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় কৌশল প্রণয়ন
- রূপকল্প ও লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় সম্পদের (আর্থিক ও অন্যান্য) লভ্যতা নির্ধারণ ও বন্টন
- বাস্তবায়নের রূপরেখা নির্দিষ্টকরণ যাতে রূপকল্প এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য সঠিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের অগ্রগতির বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে

একটি প্রাচীন প্রবাদ রয়েছে যে “পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যর্থতা মানেই হলো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবার পরিকল্পনা করা” (Failing to Plan is Planning to Fail)। যদিও এটা সবসময় সত্য নয় যে যারা পরিকল্পনা করতে ব্যর্থ হয় তারা পরবর্তীতে কাজের ক্ষেত্রে সবসময় ব্যর্থ হবে, তবে এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে পরিকল্পনা করে অগ্রসর হলে কাজের ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকর ও ফলপ্রসূ হওয়া সম্ভব। যেকোন অফিস, কর্মসূচী কিংবা প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা না থাকলে অনেকটা নকশা ছাড়া বাড়ি নির্মাণের শামিল অর্থাৎ, বাড়িটি দেখতে কেমন হবে, কত খরচ পড়বে, নির্মাণ করতে কত সময় লাগবে, নির্মাণ করতে কী কী সম্পদের প্রয়োজন হবে এবং পরিশেষে মালিকের চাহিদা পূরণ করতে পারবে কী না- সেটা সঠিক নকশা তৈরি না করলে অনুমান করা অত্যন্ত কঠিন। মোদা কথা হল, উপজেলার জন্য পরিকল্পনা একই

রকম গুরুত্বপূর্ণ। সংক্ষেপে বলতে গেলে, পরিকল্পনা উপজেলাকে সংগঠন হিসেবে এর নিজের পরিকল্পনা অথবা প্রকল্পের অর্জিতব্য লক্ষ্য নির্ধারণ এবং তা কিভাবে অর্জন করা যায় সে বিষয়ে বিশদভাবে ধারণা লাভে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে সাহায্য করে।

### ১.২.২ পরিবীক্ষণ কী?

পরিবীক্ষণকে একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে যার মাধ্যমে উন্নয়ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে হালনাগাদকৃত অগ্রগতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অংশীজনগণ নিয়মিত ফিডব্যাক (Feedback) লাভ করতে পারেন। অপরদিকে অনেক সংজ্ঞায় পরিবীক্ষণকে কেবল বাস্তবায়নামূলক কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনার হাতিয়ার হিসেবে দেখান হয়েছে। এই নির্দেশিকায় ব্যবহৃত সংজ্ঞাটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা ফলাফল অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। অন্যভাবে বলা যায়, এই নির্দেশিকায় পরিবীক্ষণ শুধুমাত্র এই প্রশ্নের সাথে সম্পর্কিত নয় যে “উপজেলা কি সেই গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডগুলো সম্পাদন করেছে যগুলো উপজেলা করবে বলে পূর্বে সম্মত হয়েছে?” বরং এখানে মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে “উপজেলা যে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ফলাফল অর্জন করবে বলে পরিকল্পনা করেছিল তার বিপরীতে কতটা উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছে?”। এখানে উল্লেখ্য যে এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্যটা উপলব্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে বা বিবেচনায় পরিবীক্ষণ কে উপজেলার প্রকল্প ও সম্পদ ব্যবহারে নজরদারী সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড হিসেবে দেখা যেতে পারে। আবার ব্যাপক অর্থে, এই পরিবীক্ষণ হলো সরাসরি অংশীজন বা অন্য কারো দ্বারা গৃহীত কর্মকাণ্ড (Action) ও কৌশল (Strategy) অনুসরণ (Track) করা এবং গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন ফলাফল অর্জনের পথে অগ্রগতি নিশ্চিত করতে আরও কী-কি নতুন কৌশল ও কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে তা খুঁজে বের করা।

### ১.২.৩ মূল্যায়ন কী?

মূল্যায়ন হল বর্তমানে চলমান বা সম্পন্ন হওয়া উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের একটি নিখুঁত এবং নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ (Assessment) যার মাধ্যমে পূর্বে বিবৃত উদ্দেশ্য অর্জনের পথে স্থির রয়েছে কিনা তা নির্ণয় রা যায়। পরিবীক্ষণের মতো মূল্যায়নও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে যেমন- কোন কর্মকাণ্ড, প্রকল্প, কর্মসূচী, কৌশল, নীতি, বিষয়বস্তু, প্রসঙ্গ, খাত বা সংগঠন ইত্যাদি। এই দুইটির ধারণার মধ্যে মূল পার্থক্য হলো, মূল্যায়নে ব্যবস্থাপক ও কর্মীরা সঠিক পথে রয়েছে কিনা তা নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ ভাবে পরিমাপ করা হয়। মূল্যায়নের কার্যপ্রণালীর ধারা, এর রূপরেখা (Design), পদ্ধতিগত ও বিশ্লেষণের ব্যাপকতার মধ্যেই এর স্বাতন্ত্র্য নিহিত রয়েছে।

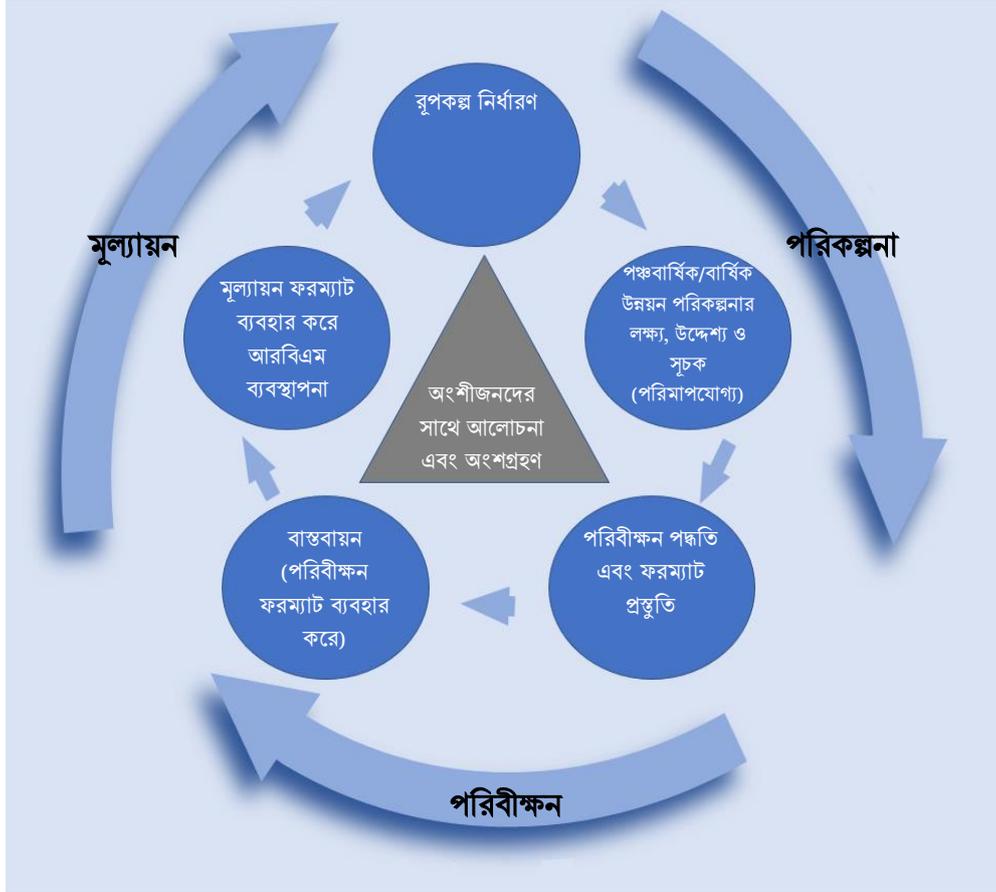
অন্যদিকে, পরিবীক্ষণ বলতে প্রকল্প/কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যের পদ্ধতিগত এবং নিয়মিত সংগ্রহকে বুঝায়। যাই হোক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন উভয়ের লক্ষ্য প্রায় একই কারণ উভয় প্রক্রিয়াতেই তথ্য সংগ্রহ করা হয় যা পরবর্তীতে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে, কর্মক্ষমতা বাড়ায় এবং যার দ্বারা পরিকল্পিত ফলাফল অর্জন সম্ভবপর হয়।

### ১.৩ ফলাফল-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (RBM)- পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কে চক্রাকারে সম্পাদন

পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কে চক্রাকারে অনুসরণ করা মানেই হল ফলাফল-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা বা RBM কে সক্রিয় করা। RBM হল “একটি ব্যাপক ব্যবস্থাপনা কৌশল যার উদ্দেশ্য হলো কর্মদক্ষতার উন্নয়ন সাধন করে প্রদর্শনযোগ্য ফলাফল অর্জন” যা বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন বহুপাক্ষিক উন্নয়ন সংস্থা (Multilateral Development Organizations), দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সংগঠন (Bilateral Development Agencies) এবং জনপ্রশাসন ব্যবহার করছে।

ভালো ফলাফল ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা একটি চলমান প্রক্রিয়া। এর অর্থ হল সার্বক্ষণিক ফিডব্যাক (Feedback) গ্রহণ, এর শিখন বিবেচনায় নিয়ে উন্নতির ধারা কে অব্যাহত রাখা। এই ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত শিখনের উপর ভিত্তি করে বিদ্যমান পরিকল্পনা নিয়মিত সংশোধন করা হয় এবং প্রাপ্ত শিখনসমূহের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

পরিবীক্ষণ (Monitoring) একটি চলমান প্রক্রিয়া। পরিবীক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত শিক্ষা নির্দিষ্ট সময় পরপর আলোচনা করা হয় এবং পরবর্তী কর্মকাণ্ডে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তা ব্যবহার করা হয়। চলমান কোন কর্মসূচির উন্নয়ন এবং নতুন কর্মসূচি পরিকল্পনার জন্য মূল্যায়ন সম্পন্ন করা প্রয়োজন। সম্পাদন, শিখন এবং উন্নয়ন (Doing, Learning and Improving) এর এই চলমান প্রক্রিয়াকে ফলাফল ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার (RBM) জীবন চক্র বলা হয় যা চিত্র ১ এ দেখানো হয়েছে।



চিত্র ১: RBM চক্র

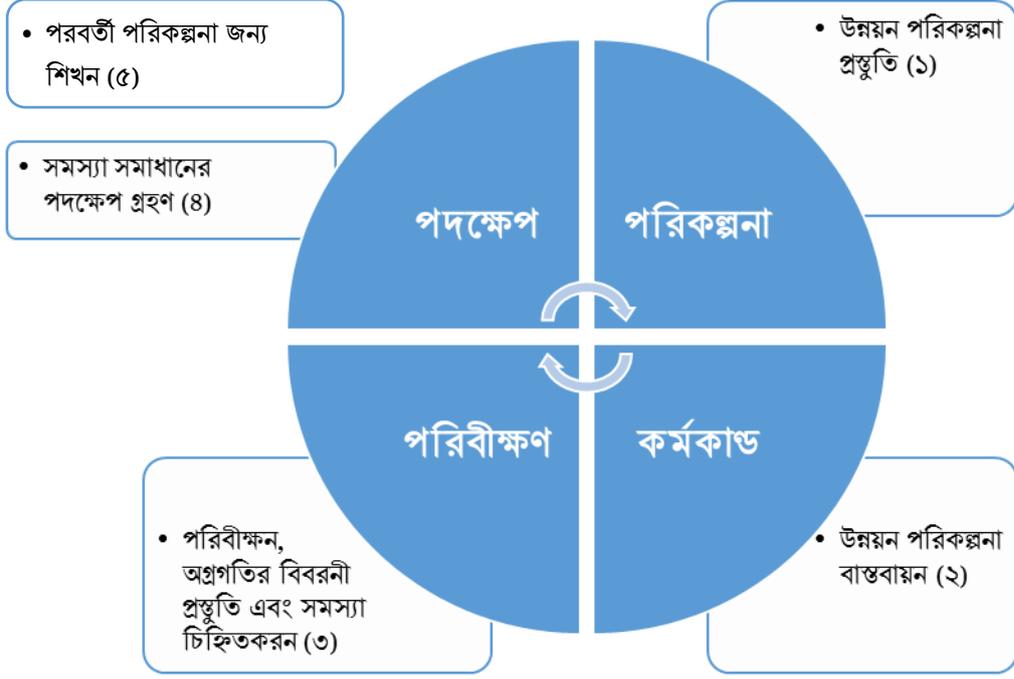
ফলাফল-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা শিখন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং জবাবদিহিতার সাথে সংশ্লিষ্ট। শিখন কেবলমাত্র বর্তমান কর্মসূচি ও প্রকল্পের ফলাফল অর্জনেই সহায়তা করে না, বরং এটি একটি সংগঠন এবং এর কর্মীদের ভবিষ্যতে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ও প্রকল্প প্রণয়নের প্রক্রিয়াকে সহজতর করে। মনে রাখা প্রয়োজন যে কোন পরিকল্পনাই নিখুঁত নয়, তাই ব্যবস্থাপক, কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রত্যেকটি কর্মসূচি এবং প্রকল্পের সাফল্য ও ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা জরুরী।

উন্নয়ন ফলাফল অর্জনের পথে অনেক ঝুঁকি এবং সুযোগ জড়িত থাকে। ফলাফল-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার এই পদ্ধতি এই ঝুঁকি এবং সুযোগ-সুবিধার ধরণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং এটি ব্যবস্থাপক, কর্মচারী, সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও সহযোগীদের গৃহীত কর্মকাণ্ডে ঝুঁকি কমিয়ে এবং সুবিধার পরিধি বাড়িয়ে উন্নয়ন ফলাফল অর্জনের ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়।

ফলাফল-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা তখনই পদ্ধতি হিসেবে সবচেয়ে কার্যকর হয়ে উঠে এর সাথে একটি জবাবদিহিতা ও প্রণোদনা কাঠামো যুক্ত করা হয় যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সবার প্রত্যাশিত আচরণকে নিশ্চিত করা যাবে। অন্য দিকে, ফলাফল-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনাকে নিছক উন্নয়ন ফলাফল অর্জনে বা পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের হাতিয়ার হিসেবে দেখা উচিত নয়। এতে অবশ্যই এমন ব্যবস্থা রাখা বাঞ্ছনীয় যেখানে সংগঠনে একটি ফলাফল ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার সংস্কৃতি গড়ে উঠে এবং সংগঠনের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অর্জিত ফলাফল এবং তাদের কার্যক্রম ও আচরণের জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন

### ১.৪ পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, যাচাই এবং যথাযথ ব্যবস্থা সাপেক্ষে কর্মকাণ্ড গ্রহণ Plan-Do-Check-Act (PDCA)- চক্র কি

পিডিসিএ চক্র আরবিএম চক্রের মতই উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার অন্য আরেকটি ধারণা। এটা চার ধাপ বিশিষ্ট এবং পুনরাবৃত্তিমূলক একটি ব্যবস্থাপনা হাতিয়ার যা ফলাফল ও পদ্ধতিগত উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনায় ব্যবহৃত হয়। উন্নয়ন পরিকল্পনার PDCA চক্র চিত্র ২ এ দেখানো হলো।



চিত্র ২: উন্নয়ন পরিকল্পনার PDCA চক্র

“পরিকল্পনা” বলতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ণকে বোঝানো হচ্ছে (যেমন, পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা)। “কর্মকাণ্ড” বলতে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নকে বোঝানো হচ্ছে (যেমন, প্রকল্প/স্কিম)। “যাচাই” পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ এবং প্রতিবেদনের অধীনে করা হয় (যেমন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন)। “পদক্ষেপ” হচ্ছে চিহ্নিত বিষয়ের প্রতি সাড়া প্রদান এবং পরবর্তী পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য অর্জিত শিখন কাজে লাগানো (যেমন, মূল্যায়ন এবং অর্জিত শিখন)।

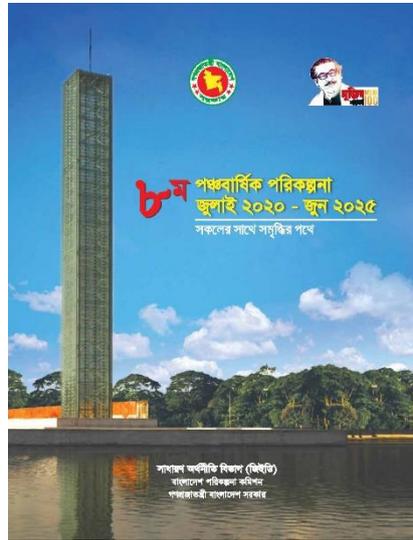
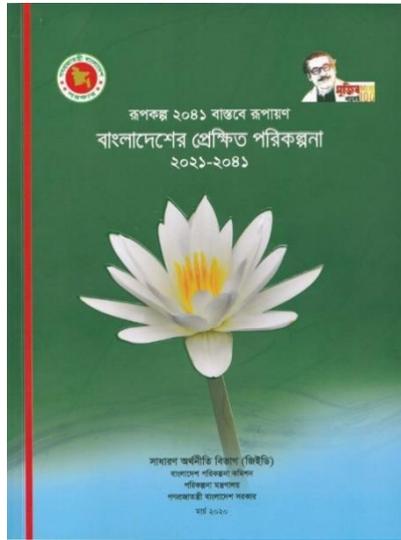
## অধ্যায় দুইঃ বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা, উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার আইনি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

এই অধ্যায়ে উপজেলা পর্যায়ে এই নির্দেশিকা ব্যবহারকারীদের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের মৌলিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়েছে। এখানে রয়েছেঃ

- বাংলাদেশে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং তাঁদের সম্পর্ক।
- উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার আইনি কাঠামো।
- উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো।

### ২.১ বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা

স্বাধীনতার পরে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয় এবং এই প্রতিষ্ঠান এর উপর জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। সম্প্রতি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক দীর্ঘমেয়াদী ‘বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা’ (২০২১-২০৪১) এবং একটি মধ্যমেয়াদী ‘অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা’ (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) প্রণয়ন করা হয়েছে।



অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনার মূল বিষয়বস্তুসমূহ হচ্ছে ক) সুশাসন, খ) গণতন্ত্র, গ) বিকেন্দ্রীকরণ এবং ঘ) সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সকল ধরনের দারিদ্র্য নির্মূল করে ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হওয়া।

এছাড়াও, ২০১৫ সালে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করায় বাংলাদেশ ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনা বিদ্যমান রয়েছে; যেমন- জাতীয় এবং অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনা (দ্রষ্টব্য: চিত্র ৩), যা নিম্নে বর্ণনা করা হল।

#### (১) জাতীয় পরিকল্পনাসমূহ

জাতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে: ক) প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১; খ) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (যেমন, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক

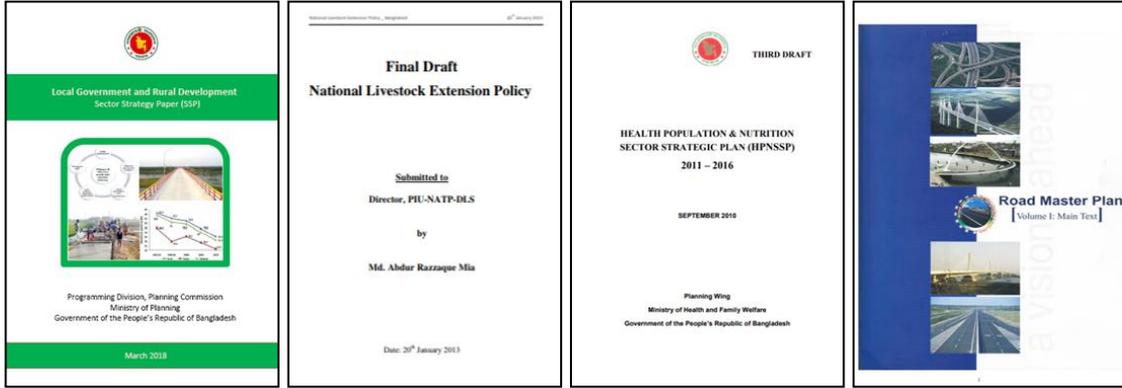


পরিকল্পনা); এবং গ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সংস্থা হিসেবে পরিকল্পনা কমিশনের দায়িত্ব হলো সরকারের চিন্তাধারা, প্রত্যাশা এবং রাজনৈতিক এজেন্ডাকে ব্যষ্টিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিতে রূপান্তর, এবং সেগুলোকে দীর্ঘমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা। পরিকল্পনা কমিশন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। এই পরিকল্পনাসমূহ সরকারের দীর্ঘমেয়াদী রূপকল্পের (যেমন, রূপকল্প রূপকল্প ২০৪১) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

## (২) খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে নির্দিষ্ট কোন খাতের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা; উদাহরণস্বরূপ, কৃষি, মৎস্য, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও যোগাযোগ। রূপকল্পের আলোকে একটি সুনির্দিষ্ট খাতের বিকাশের জন্য পদ্ধতিগত ও টেকসই উপায়ে এধরনের খাত ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় উপরের (১)-এ বর্ণিত জাতীয় পরিকল্পনাসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত।

সাধারণভাবে উপজেলা পর্যায়ে হস্তান্তরিত বিভিন্ন বিভাগসমূহের তাদের মূল মন্ত্রণালয় বা বিভাগ দ্বারা প্রস্তুতকৃত খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যোগাযোগ ও পরিবহন খাতে, ‘বাংলাদেশ রোড মাস্টার প্ল্যান (আরএমপি) ২০০৭’ প্রণীত হয়েছে যা নতুন সড়ক নির্মাণের জন্য একটি ভৌত পরিকল্পনা। স্বাস্থ্য খাতের জন্য ২০১০ সালের ‘স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টি খাতের কৌশলগত পরিকল্পনা’ একটি খাত ভিত্তিক পরিকল্পনার উদাহরণ। ২০১৩ সালের ‘জাতীয় পশুপালন সম্প্রসারণ নীতি’ পশুপালন খাতের জন্য একটি পরিকল্পনা কাঠামো প্রদান করে। এসব খাত ভিত্তিক পরিকল্পনা বিভিন্ন পর্যায়ে প্রণয়ন করা হয়। খাত ভিত্তিক পরিকল্পনার জন্য সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত কোনো একক বিধিমালা বা নির্দেশিকা নেই। এ ধরনের খাত ভিত্তিক পরিকল্পনাসমূহ জাতীয় পরিকল্পনা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। একইভাবে, উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোও উক্ত খাতভিত্তিক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।



## ২.২ উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা কি?

### (৩) উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা

উপজেলা পর্যায়ে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, স্থানীয় চাহিদা ও অগ্রাধিকার, সক্ষমতা ও সম্পদের প্রাপ্যতা বিবেচনা করে উপজেলা পরিষদকে পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পর্যায়ে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের চাহিদা ও অগ্রাধিকারের প্রতিফলন (অনুভূমিক সমন্বয়) থাকা বাঞ্ছনীয়। এসব প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ও একীভূত পরিকল্পনাই উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা। আদর্শগতভাবে, উক্ত পরিকল্পনা জাতীয় ও খাতওয়ারি পরিকল্পনাসমূহের লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে এবং স্থানীয় বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে জাতীয় ও খাতওয়ারি লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখবে (উল্লম্ব সমন্বয়)।

#### • উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (FYP)

উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (FYP) উপজেলা পরিষদের একটি মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা। এটা প্রত্যাশিত যে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হবে ব্যাপক ভিত্তিক এবং এই পরিকল্পনায় সকল অংশীজন যেমন, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ, এনজিও, বেসরকারি খাত এবং উপজেলার নাগরিকদের উন্নয়ন চাহিদা ও চালেঙ্গসমূহ প্রতিফলনের মাধ্যমে একে অন্তর্ভুক্তিমূলক করা জরুরী। এতে

° পরিকল্পনা কমিশনের ওয়েবসাইট: <http://www.plancomm.gov.bd/functions/>

রূপকল্প (Vision), লক্ষ্য (Goal), উদ্দেশ্য (Objective), উন্নয়ন ফলাফল (পরিমাপযোগ্য সূচক সহ প্রত্যাশিত পরিবর্তন), এবং বাস্তবায়নের একটি সময়সীমাও থাকা উচিত। পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন (M&E) প্রক্রিয়ার বৃত্তান্তও এখানে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন তা জাতীয় ও খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং সেগুলোতে অবদান রাখতে পারে।

- উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (AP)

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (AP) মূলত উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (FYP) বছর ভিত্তিক অংশ যাতে বিস্তারিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, পরিমাপযোগ্য সূচকসহ অর্জন (Target) এবং নির্দিষ্ট প্রকল্প/ স্কিম ব্যয় এবং অর্থের উৎস, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, বাস্তবায়নকারি সংস্থা, পরিবীক্ষণ পদ্ধতি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে।



চিত্র ৩: বিভিন্ন প্রকার উন্নয়ন পরিকল্পনা

## ২.৩ বাংলাদেশে উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য আইনি কাঠামো

বাংলাদেশে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন একটি আইনি বাধ্যবাধকতা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ নং অনুচ্ছেদে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনসেবা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং বাস্তবায়নের ব্যাপারে উল্লেখ আছে। এছাড়াও, **উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮** (সংশোধিত ২০০৯, ২০১১ এবং ২০১৫) এর ধারা ২৩ (দ্রষ্টব্য: ২য় তফসিল এর- ১ নং ক্রমিক) অনুসারে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা উপজেলা পরিষদের জন্য বাধ্যতামূলক কাজ। একইভাবে উক্ত আইনের ৪২ নং ধারায় পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া এবং বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হয়েছে।

### ২.৩.১ উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার বিস্তারিত আইনি কাঠামো

#### ক। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

**অনুচ্ছেদ ৫৯-২:** এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন-সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেসব নির্দিষ্ট করিবেন, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যথোপযুক্ত প্রশাসনিক একাংশের মধ্যে সেইসব দায়িত্ব পালন করিবেন এবং অনুরূপ আইনে নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে:

(ক) প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য;

(খ) জনশৃংখলা রক্ষা;

(গ) জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

**অনুচ্ছেদ ৬০:** এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীকে পূর্ণ কার্যকরতাদানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।

#### খ। উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০০৯, ২০১১ এবং ২০১৫)

##### ধারা ২৩: পরিষদের কার্যাবলী

১) দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত কার্যাবলী পরিষদের কার্যাবলী হবে এবং পরিষদ তার তহবিলের সংগতি অনুযায়ী এই কার্যাবলী সম্পাদন করবে। দ্বিতীয় তফসিল (উপজেলা পরিষদের কার্যাবলী)-এর ১ নং ক্রমিক নিম্নরূপ:

(১) উপজেলা পরিষদ পৌচশালা ও বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

#### ধারা ৪২: উন্নয়ন পরিকল্পনা

১) উপজেলা পরিষদ তার আর্থিক সক্ষমতার উপর ভিত্তি করে কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারে। এই পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় উপজেলা পরিষদ এর আওতাধীন ইউনিয়ন পরিষদ, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত বেসরকারি সংস্থা এবং ইউনিয়নে পরিচালিত ব্যক্তি পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে যে কোন বিষয়ে পরামর্শ করতে পারে।

২) উক্ত পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধান থাকবে, যথা:-

ক) কি পদ্ধতিতে পরিকল্পনার অর্থ যোগান হবে এবং উহার তদারক ও বাস্তবায়ন হবে;

খ) কার দ্বারা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে;

গ) পরিকল্পনা সম্পর্কিত অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াবলি।

৩) কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পূর্বে (সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের অনুমতি সাপেক্ষে) উপজেলা পরিষদ উক্ত পরিকল্পনার একটি কপি সরকারের নিকট প্রেরণ করবে এবং পরিষদের নিকট উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলে তা প্রকাশ করবে ও বিশেষ কোন ক্ষেত্রে জনগণের মতামত ও পরামর্শ থাকলে তা বিবেচনা করবে।

#### গ) উপজেলা পরিষদ (কর্মসূচি বাস্তবায়ন) বিধিমালা, ২০১০

##### ধারা ৫:

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য আইনের বিধানাবলিকে ক্ষুণ্ণ না করে নিম্নবর্ণিত আর্থিক, উন্নয়নমূলক, অপারেশনাল, সমন্বয় ও বিবিধ বিষয়সমূহ উপজেলা পরিষদের সভায় উপস্থাপন করতে হবে। যথা:

উন্নয়ন মূলক:

(২) উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনা বই প্রস্তুত ও হালনাগাদকরণ।

#### ঘ) উপজেলা পরিষদ বাজেট (প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন) বিধিমালা, ২০১০

##### ধারা ১৩:

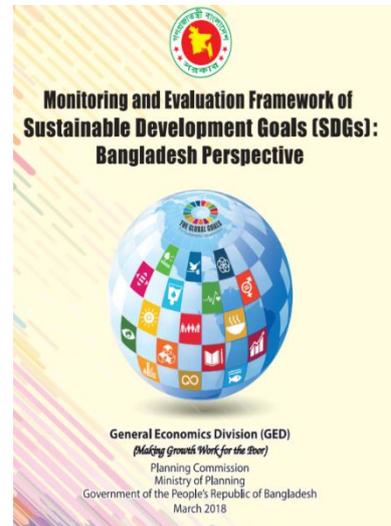
বাজেটে উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ বা খাতসমূহ পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার নিরিখে করতে হবে এবং পরিকল্পনা বইয়ে অন্তর্ভুক্ত নাই এমন নতুন প্রকল্পে বাজেট বরাদ্দ রাখা যাবে না।

#### ২.৩.২ উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য পরিকল্পনা এবং নির্দেশনাসমূহ

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০২০-২০২৫), অন্যান্য বিষয়সমূহের মধ্যে “স্থানীয় সরকার আইনের বিধান অনুসারে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য প্রতিটি স্তরে বার্ষিক এবং/অথবা বহু-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন” বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যার সাথে বাজেট বরাদ্দের বিষয়টি যথাযথভাবে সম্পূর্ণ করার কথা বলা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনায় বার্ষিক বাজেট প্রণয়নের লক্ষ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (ADP) পরিমাণ এবং অর্থ পাঠানোর সময় সংক্রান্ত পূর্বাভাসের ব্যবস্থার উন্নয়ন, তথ্য অধিকার এবং এর প্রকাশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা/বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট নাগরিকদের নিকট আরও স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক করার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি, উপজেলা পরিষদ এবং হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের মাঝে পর্যাপ্ত সমন্বয় সাধনকে সেখানে অগ্রাধিকার প্রদান করার কথা বলা হয়েছে কারণ ব্যাপক ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য এটি অপরিহার্য” (অধ্যায় ৭, পৃ. ৭৫২)।

স্থানীয় সরকার বিভাগের ২ নভেম্বর ২০১৪ তারিখের ৪৬.০৪৬.০০৬.০০.০০১. ২০১২-১০৫৭ নং স্মারকে জারিকৃত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকায় উপজেলা পর্যায়ে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সার্বিক কাঠামো প্রদান করা হয়েছে। সেখানে উল্লেখিত কতিপয় মূল নির্দেশিকা নিম্নরূপ:

- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDGs)/ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs)-র সংযোগ: উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখতে পারে। নির্দেশিকার ১১ নং অনুচ্ছেদে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে মিল রেখে ২০১৫ সালের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণের পরামর্শ দেয়া হয়েছে যা ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে মিল রেখে উপজেলা পরিষদ তাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রাধিকার এবং লক্ষ্য নির্ধারণ করবে বলে প্রত্যাশা করা হয়।



- **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায় পরিকল্পনার সামঞ্জস্য:** নির্দেশিকার ১৬ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে যে, উপজেলা পরিষদ যাতে জাতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কৌশলের প্রতিফলনের মাধ্যমে তাদের পরিকল্পনা প্রণয়ন নিশ্চিত করতে পারে এবং সে লক্ষ্যে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ পরীক্ষনের জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করবে।
- **অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা:** পরিকল্পনার গণশুনানীর প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, রূপকল্প ২০২১ এর উপর আলোচনা সভায় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সময় উপজেলা পরিষদ জনগনের মধ্যে আলোচনা ও তাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে যেটা নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ১২-তে বলা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, স্থানীয় বেসরকারি সংস্থা (NGOs), নাগরিক সমাজ সংস্থা (CSOs), সমবায়, বেসরকারি খাত, পেশাজীবী সংগঠন এবং সাধারণ জনগনও এই আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে (চিত্র ৪ দৃষ্টব্য)। এই আলোচনার বিষয়সমূহ পরবর্তী পরিকল্পনায় ব্যবহার করার জন্য সংরক্ষণ করা হবে।



চিত্র ৪: অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা

## ২.৪ উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

প্রথম অধ্যায়ের বর্ণনা অনুযায়ী, ভালো উন্নয়ন পরিকল্পনা একবার অনুশীলনের বিষয় নয়, বরং এটা উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত। এই ব্যবস্থাপনার জন্য একটি দৃঢ় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র পরিচালনার জন্য সুপারিশকৃত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো টি নিম্নরূপঃ

### (১) উপজেলা পরিষদ

উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০০৯, ২০১১ এবং ২০১৫) উপজেলা পরিষদকে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছে। উপজেলা পরিষদ তার উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা। তাই পঞ্চবার্ষিক এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সকল উপজেলার জন্য বাধ্যতামূলক। পঞ্চবার্ষিক এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নকালে বৃহত্তর অংশীজনের ও উন্নয়ন সহযোগীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া কে অংশগ্রহণমূলক (Participatory) ও অন্তর্ভুক্তিমূলক (Inclusive) করা গুরুত্বপূর্ণ।

### (২) উপজেলা কমিটি

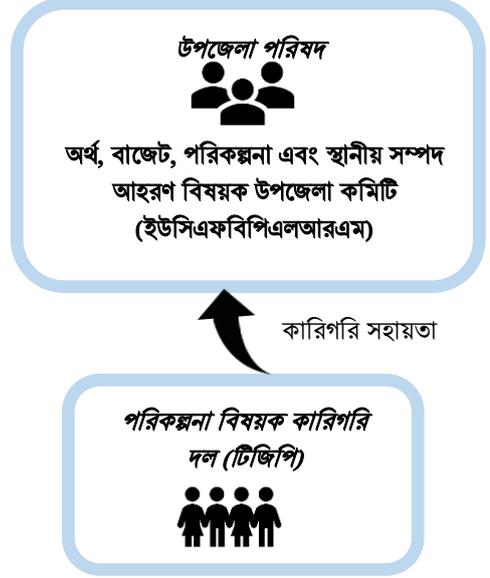
উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০০৯, ২০১১ এবং ২০১৫) এ আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, উপজেলা পর্যায়ে খাত ভিত্তিক উন্নয়ন এবং সমন্বয় নিশ্চিত করার জন্য ১৭ টি স্থায়ী কমিটি গঠন করতে হবে। বেশিরভাগ উপজেলায় এই কমিটিগুলি গঠন করা হলেও অনেক ক্ষেত্রেই কমিটিসমূহ এখনও খুব বেশি কার্যকর নয়।

৪ উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০০৯, ২০১১, এবং ২০১৫), ধারা ৪২(১)

উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য উপজেলা কমিটিসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করা গুরুত্বপূর্ণ। উপজেলা পর্যায়ে বাধ্যতামূলক এ কমিটিগুলো সংশ্লিষ্ট খাতের উন্নয়ন কর্মকান্ড ও প্রকল্পসমূহের সমন্বয়ে এবং তাদের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আদান-প্রদানে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বিশেষত **অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটির (UCFBPLRM)** প্রধানতম দায়িত্ব হচ্ছে উপজেলা পরিষদ ও হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় এই উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের (যথা: উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, রিপোর্টিং) ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্ব দেয়া।

### (৩) পরিকল্পনা সংক্রান্ত কারিগরি দল (TGP)

উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার নির্দেশিকাতে একটি পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি দল (টিজিপি) গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে যা অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি ও উপজেলা পরিষদকে নিয়মিতভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বাধীন এই কমিটির সদস্য সংখ্যা হবে ৫-৮ জন। এরমধ্যে ৩ থেকে ৬ জন সদস্য হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ থেকে এবং ১ থেকে ২ জন সদস্য এনজিও বা বেসরকারি খাত থেকে নির্বাচন করা যেতে পারে। পরিকল্পনা সংক্রান্ত কারিগরি দল গঠনের জন্য সুপারিশকৃত কাঠামো এবং কার্য-পরিধি এই ম্যানুয়ালের শেষে সূত্র ২ তে দেয়া হল।



### (৪) প্রকল্প নির্বাচন কমিটি (PSC)

উন্নয়ন পরিকল্পনার (যথা: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা) নির্ধারিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং সম্পদের প্রাপ্যতা (যথা: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় আনুমানিক বাজেট) অনুযায়ী, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় যে সকল প্রকল্প এবং স্কিমে বরাদ্দ দেয়া হবে তা প্রকল্প

বাছাই কমিটি (PSC) নির্ধারণ করবে। ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা বা অন্য কোন পক্ষ (party) কর্তৃক প্রকল্প প্রস্তাবনা দাখিল করা যেতে পারে। প্রকল্প বাছাই কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত এবং উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পের তালিকা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় সংযুক্ত করা উচিত। এই কমিটি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় একটি অপেক্ষমাণ প্রকল্পের তালিকা সংযুক্ত করতে পারে, শুধুমাত্র যখন অতিরিক্ত সম্পদ পাওয়া যাবে তখনই ঐ অপেক্ষমাণ প্রকল্পে বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে।

### (৫) হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ (TLDs)

উপজেলা আইন অনুসারে, হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের অফিসারগণ উপজেলার নাগরিকদের নিজ নিজ বিভাগের সেবা প্রদানের জন্য উপজেলা পরিষদের অংশ হিসাবে কাজ করেন। আঞ্চলিক ও মাঠ পর্যায়ে অবস্থান করায় এই কর্মকর্তাগণ উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ব-স্ব বিভাগের আর্থ-সামাজিক ও জনসংখ্যার উপাত্ত সংগ্রহ, চাহিদা এবং চ্যালেঞ্জ সম্পর্কিত তথ্য এবং অন্যান্য সংস্থার দ্বারা উপজেলায় চলমান পরিকল্পিত উন্নয়ন উদ্যোগ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবেন (উদাহরণস্বরূপ, সরকারের মন্ত্রণালয় দ্বারা সরাসরি বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলি, বা সংসদ সদস্য/ এনজিও /বেসরকারী খাত/ ইউনিয়নগুলোর এডিপি ইত্যাদির দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলি)। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে এই কর্মকর্তাগণ স্ব-স্ব খাতের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার জন্য সর্বোত্তম অবস্থানে রয়েছেন।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের জন্য উন্নয়নের চাহিদা এবং চ্যালেঞ্জগুলির বিস্তারিত পর্যালোচনা করা জরুরী। এই কারণে আশা করা হচ্ছে যে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তাগণ পরিস্থিতি বিশ্লেষণে নেতৃত্ব প্রদান করবেন। উপজেলার উন্নয়ন চাহিদা এবং চ্যালেঞ্জগুলির ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ তাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় কোন কোন ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে তা চূড়ান্ত করবে।

৫ উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা, ১০ নভেম্বর ২০১৪, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার

## অধ্যায় ৩: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন

### ৩.১ পটভূমি

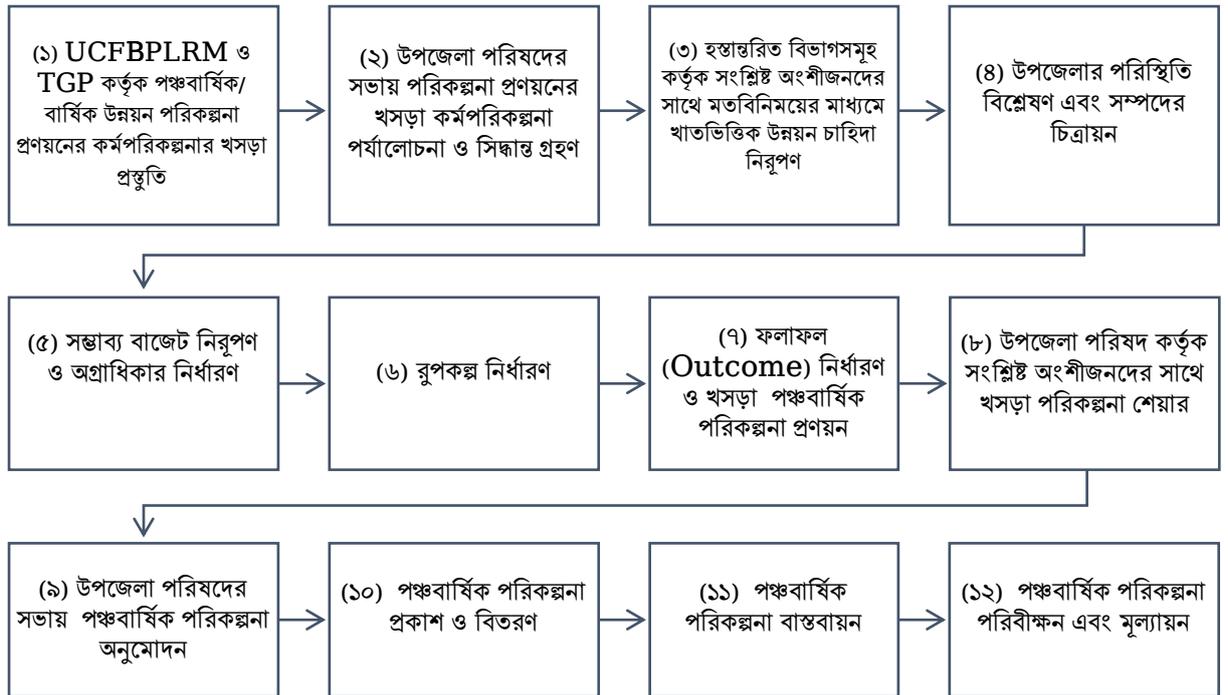
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা উপজেলার মধ্যমেয়াদী উন্নয়ন নীতি ও কৌশল সম্বলিত একটি বিস্তারিত ডকুমেন্ট (Document)। এটি উপজেলার রূপকল্পের আলোকে প্রণীত হয় এবং যা উন্নয়নের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহের একটি তালিকা, খাতওয়ারি লক্ষ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচকসহ প্রত্যাশিত ফলাফল উপস্থাপন করে। অগ্রাধিকারের এই তালিকায় জনগণের মতামত এবং আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন থাকতে হবে। স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে নির্ধারিত সময়সীমা অনুসারে উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নকালে পরিকল্পনার বিষয়বস্তু উপজেলার জনগণের সাথে শেয়ার করার একটি ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে। একটি নির্দিষ্ট সময়ান্ত্রে উপজেলা পরিষদ এই পরিকল্পনার অগ্রগতি জনগনকে জানাবে এটাই প্রত্যাশিত।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়সীমা সাধারণতঃ উপজেলা নির্বাচন চক্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়<sup>৬</sup>। উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট (Document) যা প্রণয়নের মাধ্যমে জনগণের প্রত্যাশা/ চাহিদা নিরূপণ এবং উপজেলার একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গৃহীত উন্নয়ন কৌশল প্রকাশ পায়।

পাঁচ বছর মেয়াদে উপজেলার উন্নয়ন সম্পর্কিত মূল দলিল হওয়ার কারণে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সকল অংশীজনদের জন্য একটি সমন্বিত, বিস্তৃত এবং স্ব-ব্যখ্যামূলক ডকুমেন্ট (Document)। উক্ত সময়কালে এটিকে নিয়মিত উদ্ধৃত করা হবে। উপরন্তু, এটি এই সময়কালে প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে।

### ৩.২ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ চিত্র ৫ এ দেখানো হলো।



চিত্র ৫: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

প্রতিটি ধাপের কর্মকান্ড আরো বিস্তারিত ভাবে নীচে বর্ণনা করা হলো।

<sup>৬</sup> উপজেলা নির্বাচন সাধারণত প্রতি পাঁচ বছর পর পর মার্চ থেকে জুন মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। তাই, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের, বিশেষ করে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানদের শপথ নেওয়ার আগে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রস্তুতি শুরু করা সম্ভব নয়। তাই আশা করা হচ্ছে যে, নির্বাচনের বছর পঞ্চবার্ষিক/বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ জুন/জুলাই মাসে শুরু হবে।

**(১) অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি এবং টিজিপি (Technical Group for Planning) এর প্রস্তুতিমূলক সভা**

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য উপজেলা পরিষদ মার্চ মাসে তাদের কর্মকান্ড শুরু করবে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি এই কাজে নেতৃত্ব প্রদান করবে। এই কমিটি কার্যকর না থাকলে, এটি পুনরায় সক্রিয় করা গুরুত্বপূর্ণ। টিজিপি একটি অনানুষ্ঠানিক কারিগরী টিম - যা এই কমিটিকে কারিগরী সহায়তা প্রদান করবে। উপজেলা পরিষদ টিজিপির সদস্যদেরকে নিয়োগ করবে তাদের দক্ষতা ও জ্ঞান, উন্নয়ন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি এবং টিজিপিসভায় মিলিত হয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন নির্দেশিকা অনুযায়ী কিভাবে একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং একটি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরির লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া যায়, তা নিয়ে আলোচনা করবে।

**(২) উপজেলা পরিষদের সভায় পঞ্চবার্ষিক/ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও অনুমোদন**

অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরির খসড়া কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করার পর উপজেলা পরিষদ তা পর্যালোচনাপূর্বক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্মপরিকল্পনার বিষয়ে পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এই প্রক্রিয়ায় উপজেলা পরিষদ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, এনজিও, পেশাজীবি সংগঠন ও সাধারণ নাগরিকবৃন্দের নিকট থেকে মতামত আহবান করতে পারে। এই সকল অংশীজনের মতামত লিপিবদ্ধ করে উপজেলা পরিষদ তা সংরক্ষণ করবে।

উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুতির প্রক্রিয়ার পাশাপাশি প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য প্রয়োজনীয় সময়কাল নিয়ে আলোচনা করবে এবং উক্ত পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ করবে। উপজেলা পরিষদের পক্ষে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চক্রের অর্থায়নের জন্য একটি নির্দিষ্ট বাজেট অনুমোদন করা (প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন) জরুরী। বাজেটের অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে পরিচালিত ব্যয়সমূহ যেমন অংশীজনের সভা আয়োজন, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রকাশ করা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। প্রাক্কলিত খসড়া বাজেট উপজেলা কমিটি কর্তৃক উপজেলা পরিষদের অনুমোদনের জন্য টিজিপি'র সাহায্যে প্রস্তুত করা যেতে পারে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়ার সুপারিশকৃত ফরম্যাট সারণী ১ এ দেখানো হলো।

**সারণী ১: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্মপরিকল্পনা**

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর তালিকা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা	মন্তব্য
পঞ্চবার্ষিক/বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ	অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটির সাথে পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরী দল (TGP)	আগস্ট	নির্বাচনের পরে উপজেলা পরিষদ গঠিত হওয়ার এক মাসের মধ্যে (অথবা উপজেলা কমিটি গঠনের সাথে সাথে)
উপজেলা পরিষদ কর্তৃক কর্ম পরিকল্পনা এবং পরিকল্পিত কার্যক্রমের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ	উপজেলা পরিষদ	আগস্ট	নির্বাচনের পর উপজেলা পরিষদের ১ম বৈঠক / বিশেষ বৈঠকে
অংশীজনের সাথে পরামর্শকরণ	উপজেলা কমিটিসমূহ/ হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ (পৌরসভা, ইউনিয়নসমূহ ও অন্যান্যদের সাথে)	আগস্ট	উপজেলা কমিটিসমূহ/ হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের মাধ্যমে আলোচনা এবং উন্নয়ন চাহিদা নিরূপণ
উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ	অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি/হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ/TGP	সেপ্টেম্বর	আর্থ-সামাজিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ
বিশ্লেষণ ও অগ্রাধিকার নির্ণয়	অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি/TGP	সেপ্টেম্বর	সংকলন এবং সুপারিশ
উন্নয়ন উদ্যোগ ও সম্পদের চিত্রায়ন	হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের সাথে TGP (ইউনিয়নসমূহ, পৌরসভা, NGO/CSO এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে)	সেপ্টেম্বর	হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের/ অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করবে। TGP অন্যান্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে।

<sup>৭</sup> ধারা ১২, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, মেমো নং ১০৫৭, ২ নভেম্বর ২০১৪

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর তালিকা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা	মন্তব্য
রূপকল্প নির্ধারণ	উপজেলা কমিটিসমূহ এবং TGP এর সহায়তায় উপজেলা পরিষদ	সেপ্টেম্বর	আলোচনা, বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও ফলাফল (Outcomes) নির্ধারণ এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুতকরণ	TGP এর সহায়তায় অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি	সেপ্টেম্বর	আলোচনা, বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, এবং খসড়া প্রস্তুতকরণ
অংশীজনদের সাথে খসড়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেয়ার করা	অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি ও TGP এর সহায়তায় উপজেলা পরিষদ	সেপ্টেম্বর	অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহণমূলক পরামর্শ গ্রহণ নিশ্চিতকরণ
উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অনুমোদন	উপজেলা পরিষদ	অক্টোবর	সিদ্ধান্ত গ্রহণ
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রকাশনা এবং প্রচারণা	অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি ও TGP এর সহায়তায় উপজেলা পরিষদ	অক্টোবর	স্থানীয় সরকার বিভাগ ও উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার এর নিকট প্রেরণ এবং উপজেলার জন-সাধারণের কাছে শেয়ারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন	হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ ও অন্যান্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা / কমিটি	চলমান	
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	অর্থ, বাজেট পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি ও পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি দল (TGP)	চলমান	বার্ষিক পরিবীক্ষণ এবং প্রয়োজনে সংশোধন

\* প্রতি পাঁচ বছরে জুন / জুলাই মাসে উপজেলা নির্বাচন শেষ হলে, অতিসত্বর শুরু করতে হবে।

### (৩) উপজেলা পর্যায়ে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট মহলের সাথে মতবিনিময়

উপরে উল্লিখিত সারণি ১-এ, হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তাগণ পুরো বছর জুড়ে আর্থ-সামাজিক তথ্য এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে চাহিদা সংগ্রহ করতে থাকবেন। হস্তান্তরিত বিভাগসমূহকে ইউনিয়ন পরিষদে আয়োজিত ওয়ার্ড সভা এবং ইউডিসি সভা থেকে জনগনের চাহিদা সম্পর্কে তৃণমূল পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজন হলে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ বিভিন্ন সেক্টরের চাহিদা চিহ্নিত করতে জনগণ, এনজিও, সিবিও, সিএসও এবং বেসরকারি খাতের সংস্থার সাথে আলোচনা করতে পারে। এটি উপজেলা পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রক্রিয়া সহজতর করবে এবং এর ফলে স্থানীয় জনগণের প্রকৃত চাহিদা এবং অগ্রাধিকারগুলি সনাক্ত করার এবং সেগুলো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে অন্তর্ভুক্ত করার পথও সুগম করবে। এক্ষেত্রে, ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন অংশীজনের মতামত সংগ্রহের জন্য ইউডিসিসি একটি ভাল জায়গা হতে পারে। একইভাবে, হস্তান্তরিত বিভাগগুলির কর্মকর্তাগণ ইউনিয়ন পর্যায়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করবেন এবং সারা বছর ধরে তা হালনাগাদ রাখবেন।

আগস্ট মাসে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুতির লক্ষ্যে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ ফরম্যাট ১ (এনেক্স দেখুন) ব্যবহার করে সংগৃহীত তথ্য এবং উপাত্ত (উদা: যেমন সামাজিক-অর্থনৈতিক তথ্য, জনসংখ্যাতাত্ত্বিক, এসডিজি'র তথ্য, উন্নয়ন চাহিদা সম্পর্কিত তথ্য ইত্যাদি) পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ করবে।

### (৪) উপজেলা কমিটি ও হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ কর্তৃক উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং সম্পদের চিত্রায়ণ

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের জন্য সঠিক জনসংখ্যাতাত্ত্বিক এবং আর্থ-সামাজিক তথ্য-উপাত্ত প্রয়োজন। সেইসাথে উপজেলার নাগরিকদের যথাযথ চাহিদা নির্ধারণও জরুরী। এ ধরনের তথ্য-উপাত্ত হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ, ইউনিয়ন পরিষদ (যেমন, ওয়ার্ড সভা, ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি- ইউডিসিসি) এবং পৌরসভার (যেমন ওয়ার্ড লেভেল কোঅর্ডিনেশন কমিটি- ডব্লিউএলসিসি, টাউন লেভেল কোঅর্ডিনেশন কমিটি- টিএলসিসি) কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে<sup>৮</sup>।

তাই, হস্তান্তরিত বিভাগসমূহকে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাথে নিবিড় সমন্বয় এবং সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সকল সামাজিক এবং অর্থনৈতিক তথ্য-উপাত্ত সমূহ সংগ্রহ করার এবং হালনাগাদের দায়িত্ব পালন করার সুপারিশ করা হচ্ছে। এসকল

<sup>৮</sup> হস্তান্তরিত বিভাগ (TLDs) হচ্ছে মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহের উপজেলা পর্যায়ের অফিস।

তথ্য সংগ্রহ করা অত্যন্ত জরুরি, বিশেষ করে যেগুলো টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সূচকসমূহের (Indicators) (নির্দেশিকা ৪ দৃষ্টব্য: টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা) সাথে সম্পর্কযুক্ত যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ২০৩০ এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করেছে।

#### নির্দেশিকা ৪: টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) হচ্ছে জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তঃসরকার কেন্দ্রিক অনুপ্রেরণামূলক লক্ষ্য যা ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গৃহীত হয়েছে। এটি অর্জন করতে হলে ২০৩০ সালের মধ্যে ১৭ টি লক্ষ্যের ১৬৯ টি টার্গেট অর্জন করতে হবে। লক্ষ্য ১৭ টি নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলো নিয়ে গঠিতঃ

১) দারিদ্র	৬) জল	১১) বাসস্থান	১৬) প্রতিষ্ঠান
২) খাদ্য	৭) জ্বালানী (Energy)	১২) ভোগ	১৭) টেকসইতা
৩) স্বাস্থ্য	৮) অর্থনীতি	১৩) জলবায়ু	
৪) শিক্ষা	৯) অবকাঠামো	১৪) সামুদ্রিক-বাস্তুসংস্থান (Ecosystem)	
৫) নারী	১০) বৈষম্য	১৫) বাস্তুসংস্থান সমূহ	

এ সকল লক্ষ্য অর্জনে এনজিও / সিএসও, বেসরকারি খাত এবং সাধারণ জনগণের সাথে পরামর্শও করা যেতে পারে। এই চর্চা সারা বছর অব্যাহত রাখা আবশ্যিক এবং এভাবেই তথ্য সবসময় হালনাগাদ রাখা যেতে পারে। ফরম্যাট ১ (সংযোজনী দৃষ্টব্য) মৌলিক জনসংখ্যাতাত্ত্বিক, অবকাঠামোগত এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক তথ্যের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

সম্পদের চিত্রায়ন উপজেলা পরিষদের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কেননা উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত উন্নয়ন তহবিল ঐ উপজেলার উন্নয়নে ব্যয়িত সমুদয় সম্পদের মাত্র ৫-৭%। উপজেলার ভেতর চলমান বা গৃহীতব্য অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো কি কি- তা সঠিক ভাবে অনুধাবন করতে না পারলে উপজেলা পরিষদ একটি সমন্বিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হবে না বা উপজেলার উন্নয়নে তার সীমিত সম্পদসমূহের দক্ষ ব্যবহারও নিশ্চিত করতে পারবে না।

এই প্রক্রিয়া বিভিন্ন উৎস থেকে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার মাধ্যমে সম্পাদন করা যেতে পারে। এতে এক বছরের উন্নয়ন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত হবে যেগুলোর অর্থ যোগান উপজেলার নিম্নোক্ত উৎস থেকে আসার কথা: ১) উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ২) বিশেষ অনুদান ৩) স্থানীয়ভাবে অর্জিত সম্পদ ৪) জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ, যা মন্ত্রণালয়/ বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয় ও মন্ত্রণালয় এবং/অথবা হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় ৫) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন ও পৌরসভা) ৬) সংসদ সদস্য ৭) এনজিও এবং ৮) বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। এই উৎসগুলোর মধ্যে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের তথ্য প্রাপ্তি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে, হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের উচিত সারা বছর ব্যাপী নিজ-নিজ মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও আঞ্চলিক অফিসগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে উপজেলাতে কোন্ ধরনের উন্নয়ন কাজ হচ্ছে এবং কোন উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে সে সম্পর্কে ধারণা নেয়া এবং এগুলোর বাৎসরিক প্রাক্কলন সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা।

একটি উপজেলা পরিষদ তার সংশ্লিষ্ট উপজেলার উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সম্পদের নিরিখে সম্পদের চিত্রায়ন সম্পন্ন করবে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরির লক্ষ্যে সম্পদের চিত্রায়নের সময় উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন কাজের জন্য ব্যবহারযোগ্য সংশ্লিষ্ট সকল ধরণের সম্পদ অন্তর্ভুক্ত করবে। এক্ষেত্রে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, এনজিও এমনকি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তহবিল এমনভাবে অন্তর্ভুক্ত করবে যেন স্থানীয় উন্নয়ন উদ্যোগগুলোর মধ্যে একটি বৃহত্তর সজ্জাতি বজায় রাখা যায়। সারণী ২ সংক্ষেপে উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন উৎস থেকে উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য প্রাপ্ত মোট সম্পদের বিষয়ে একটি ধারণা দিবে।

#### সারণী ২: বিভিন্ন উৎস থেকে উপজেলায় উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য উপলব্ধ সম্পদ

জাতীয় পরিকল্পনা দ্বারা অর্থায়নকৃত প্রকল্প	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো দ্বারা অর্থায়নকৃত প্রকল্প	সংসদ সদস্য কর্তৃক অর্থায়নকৃত অগ্রাধিকার প্রকল্প	বেসরকারী খাতের অর্থায়নে গৃহীত উদ্যোগ	অন্যান্য প্রকল্প
উপজেলায় জাতীয় প্রকল্প	উপজেলা পরিষদের প্রকল্প	সংসদ সদস্যের প্রকল্প	শিল্প / বাণিজ্যিক প্রকল্প	এনজিও'র প্রকল্প
উপজেলায় জেলা পর্যায়ের প্রকল্প	জেলা পরিষদের প্রকল্প			
উপজেলায় ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রকল্প	পৌরসভার প্রকল্প ইউনিয়ন পরিষদের প্রকল্প			

উৎস: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৪

হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ ও ইউনিয়ন পরিষদের সাথে উত্তম সময় ও সহযোগিতা স্থাপনের মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পদের কার্যকর ব্যবহারের বিষয়টি

অবশ্যই উপজেলা পরিষদের বিবেচনায় থাকা উচিত যাতে করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপকল্প ও খাতসমূহের লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব হয়। উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রমের (এডিপি) আওতায় প্রাপ্ত বরাদ্দ এবং স্থানীয়ভাবে অর্জিত সম্পদের উপর উপজেলা পরিষদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। উপজেলাতে উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য প্রাপ্ত সকল সম্পদ বিবেচনা করার মাধ্যমে প্রত্যেক উপজেলা পরিষদ উপজেলায় বাস্তবায়িত সকল উন্নয়নমূলক উদ্যোগসমূহের মধ্যে সমন্বয় এবং পরিপূরকতা বজায় রাখার পাশাপাশি উন্নয়ন কার্যক্রমগুলোর মধ্যে কোন্ দ্বৈততা থাকলে তা পরিহার করতে পারে। এভাবে উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে উন্নয়ন তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহারের চেষ্টা করতে পারে যা পরবর্তীতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ফলাফল (Results) এবং প্রভাব (Outcome) নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তাগণ টিজিপি এর সহযোগিতায় সম্পদের চিত্রায়নের কাজ করবেন এবং ফরম্যাট ২ ব্যবহার করে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করবেন।

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ হচ্ছে 'একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিরাজমান বাস্তব অবস্থার একটি চিত্রায়ণ'। এই বিশ্লেষণে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সন্নিবেশনের মাধ্যমে সম্ভাব্য সকল সম্পদ ব্যবহার করে উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরিস্থিতি বিশ্লেষণ বলতে উপজেলায় বসবাসরত মানুষের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করে এমন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণগুলোর সম্মিলিত বিশ্লেষণকে বোঝায়।

তথ্য ও উপাত্ত বিশদভাবে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উপজেলার মুখ্য উন্নয়ন সম্ভাবনা, সুযোগ, সীমাবদ্ধতা, চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি প্রধান উন্নয়ন অগ্রাধিকারগুলির শনাক্তকরণও জরুরী। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলোও গুরুত্বপূর্ণ (যেমন, আগের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা থেকে লব্ধ শিক্ষণ)। কোন্ কোন্ লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে এবং কোন্ কোন্ লক্ষ্য অর্জন করা যায়নি এবং কেন- সেটা জানতে হবে। কোন্ উন্নয়ন উদ্যোগ কাজ করেছে এবং কোন্ উদ্যোগ কাজ করেনি বা কোন্ বিষয় আরও গতিশীল করা প্রয়োজন বা কোন বিষয় বাতিল করা প্রয়োজন- সে সম্পর্কে জানতে হবে। মোদা কথা হচ্ছে, বর্তমান পরিকল্পনার জন্য অতীতের উন্নয়ন কার্যক্রম থেকে উপজেলা শিক্ষা গ্রহণ করবে।

অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি টিজিপি'র সহায়তায় পরিস্থিতি বিশ্লেষণে উপজেলা পরিষদকে সহায়তা করবে। উপজেলা সমূহের চলমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণের জন্য নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর দিকে নজর দিতে হবে।। যেমন:

- ক) উপজেলায় বিদ্যমান পরিস্থিতি কেমন? (উন্নয়ন চাহিদা এবং বিভিন্ন খাতে উদ্ভূত সমস্যা সহ)
- খ) পাঁচ বছর মেয়াদে পরিস্থিতি কেমন হবে? (যেমন, ভালো বা খারাপ)
- গ) এমতাবস্থায়, এসব উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়/উদ্ভূত সমস্যা (Emerging Problems) সমাধানে উপজেলা কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে? (যেমন, বিভিন্ন খাতে সম্ভাব্য প্রকল্প/কার্যক্রম)
- ঘ) উক্ত খাতের প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য কি পরিমাণ তহবিল প্রয়োজন? উপজেলার উক্ত খাতগুলিতে বিদ্যমান একই ধরনের চ্যালেঞ্জ/সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে কোনো চলমান/ভবিষ্যৎ প্রকল্প আছে কি? এই প্রকল্পসমূহ কিভাবে একে অপরের পরিপূরক হতে পারে?

উপজেলা পর্যায়ে পরিস্থিতি বিশ্লেষণের জন্য হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তারা ফরম্যাট ২ ব্যবহার করে খাতভিত্তিক বিশ্লেষণ করবেন। এ কাজে উপজেলাকে ফরম্যাট ২ এ উল্লিখিত পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করতে সুপারিশ করা হচ্ছে। শিক্ষা খাতের জন্য নমুনা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ নিম্নে দেওয়া হল:

(১) হস্তান্তরিত বিভাগের প্রত্যেক কর্মকর্তা উপজেলায় তার নিজ-নিজ খাতের উন্নয়নকে প্রভাবিত করে এমন ১-২ টি মূল সমস্যা (চ্যালেঞ্জ) নির্ধারণ করবেন। নিচে শিক্ষা খাতের নিরিখে একটি উদাহরণ দেয়া হল (১)

(২) হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তা বর্ণনা করবেন:

- ক) সমস্যার প্রকৃতি: এলাকাবাসী (Community) কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং এর কারণ সম্পর্কে কিছু তথ্য সরবরাহ করবেন। অনুগ্রহ করে "স্কুল এর অভাব . . . . .।" এরকম বর্ণনা ব্যবহার এড়িয়ে চলুন।
- খ) নির্দিষ্ট অবস্থান এবং এলাকা: অনুগ্রহ করে অবস্থানটি নির্দিষ্ট করুন। যেমন- ইউনিয়ন/এলাকার নাম।
- গ) সমস্যার বা চ্যালেঞ্জ এর ব্যাপকতা: অনুগ্রহ করে সমস্যা দ্বারা প্রভাবিত জনসংখ্যা / এলাকা উল্লেখ করুন।
- ঘ) সমস্যার পেছনের কারণগুলি: অনুগ্রহ করে সমস্যার কারণসমূহ বিশ্লেষণ করুন এবং নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করুন। সমস্যার কারণসমূহ একাধিক হতে পারে এমনকি সরল না'ও হতে পারে।

(৩) এই সমস্যার বিপরীতে, হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তা (উদাহরণ এর এই ক্ষেত্রে শিক্ষা অফিসার) সম্পদ চিত্রায়নের তালিকার তথ্য থেকে সরকার, এনজিও বা অন্যান্য সংস্থার দ্বারা কোন প্রকল্প/প্রকল্পগুলো চলমান এবং/বা পরিকল্পনা করা হয়েছে তা সনাক্ত করবেন। অনুগ্রহ করে প্রতিটি কারণের দিকে লক্ষ্য রেখে কার্যক্রমগুলোর তালিকা প্রস্তুত করতে হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

- ১৬ টি হস্তান্তরিত বিভাগ তাদের একটি বা দুটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সমস্যা নির্বাচন করবে এবং পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করবে।
- টিজিপি হস্তান্তরিত বিভাগগুলো থেকে তথ্য নিয়ে সংকলন করবে।

খাত	সমস্যা ও উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতার বিবরণ				সরকারি বা বেসরকারি সাম্প্রতিক, চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলী (সম্পদের চিত্রায়নের ওপর ভিত্তি করে)	আর কোনো পদক্ষেপ নেয়া না হলে ৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যার বিবরণ	সুপারিশকৃত পদক্ষেপ / পাশ্চাত্য ব্যবস্থা
	সমস্যা	অবস্থান / এলাকা	পরিমাণ / বিস্তৃতি	কারণ			
শিক্ষা	শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতির হার খুব বেশী	সমগ্র উপজেলা	২৪ টি স্কুল/ ২৪০০ ছাত্রছাত্রী/ ১২০ শিক্ষক	- শিক্ষার্থীরা নিরাপত্তা সমস্যার কারণে স্কুলে যেতে চায় না - খারাপ রাস্তার কারণে	-এলজিইডি আগামী ৩ বছরে স্কুলের সাথে সংযুক্ত ১২ টি রাস্তা সংস্কার/ মেরামত করবে -শিক্ষা বিভাগ প্রতি বছর ২০ জন শিক্ষককে আকর্ষণীয় শ্রেণী শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়	- অনুপস্থিতির হার আগামী ৫ বছরে ৪০% থেকে কমে ২০% এ আসবে	-যেসব শিক্ষক শিক্ষা বিভাগের প্রশিক্ষণে অনশগ্রহণ করেন নাই উপজেলা পরিষদ তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। (২০) -এলজিইডি স্কুলের সাথে সংযুক্ত যেসব রাস্তা মেরামত করতে সমর্থ হয় নাই সেসব রাস্তা উপজেলা পরিষদ মেরামত করবে

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অডিট নোটি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অবস্থান (উপজেলা/ নাম)	মেয়াদ/ বাজেট
জাতীয় পরিচালনা ও প্রকল্প সেকশন	আমার বাড়ি আমার খামার	জাতীয় খাতের উন্নয়ন উদ্যোগ টিএলডি দ্বারা সম্পন্ন করা হবে	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২৩ থেকে ২০২২ পর্যন্ত ৫ বছরে টাকা
সমাজ কল্যাণ	আমার বাড়ি আমার খামার	এমডিআই'র সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য দারিদ্র বিমোচন এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের উদ্যোগ নেয়া হয়। যেহেতু দেশে গ্রামে বসবাসকারী মানুষের ৮০% তাদের বেশিই ক্ষুদ্র কৃষি পরিবার, তাই ক্ষুদ্র কৃষকদের জড়িত করার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন ও ন্যায়সঙ্গত উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন করা ই দারিদ্র বিমোচন প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল। আজকের দিনে, অনেকেরই সর্বনিম্ন ক্রয় ক্ষমতা রয়েছে -এ কারণ তাদের আয়ের কোন স্থায়ী উৎস নেই। এই মেনির মানুষকে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রাথমিক ভাবে ছিল ৫০ লক্ষ মানুষকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২৩ থেকে ২০২২ পর্যন্ত ৫ বছরে টাকা
এমপি'র উন্নয়ন প্রকল্প				
স্থানীয় সরকারী প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন		প্রকল্প সেকশন ইউনিয়ন/শেঁকড়তার উন্নয়ন উদ্যোগ টিএলডি দ্বারা সম্পন্ন করা হবে		
শিক্ষা	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অপব্যবহার প্রদান	বেঙ্গ ইউনিয়নের নিজেস্ব তহবিল থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দেয়া হয়েছে।	ইউনিয়ন, ইউনিয়ন, ইউনিয়ন, ইউনিয়ন	১বছরে টাকা

(৪) চলমান বা পরিকল্পিত প্রকল্পগুলো বিবেচনায় নিয়ে হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তা ৫ বছরে এই সমস্যাটি কাটিয়ে ওঠা যাবে কিনা সেটা নির্ধারণ করার চেষ্টা করবেন।

(৫) হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তা অবশিষ্ট কোন সমস্যা থাকবে কিনা তাও নির্ধারণ করবেন। যদি চলমান ও পরিকল্পিত প্রকল্পের মাধ্যমে সমস্যাটি সমাধান করা যায় তবে কোন পদক্ষেপের প্রয়োজন নেই এবং তাই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য এটি কোনও অগ্রাধিকার নয়। সমস্যাটি কাটিয়ে উঠার জন্য যদি কোনো পদক্ষেপের প্রয়োজন হয় তাহলে হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করবেন (অর্থাৎ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে অর্থায়নের সম্ভাব্য কর্মসূচী)।

- ১
- ২
- ৩
- ৪
- ৫
- ৬
- ৭
- ৮

খাত	সমস্যা ও উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতার বিবরণ				সমস্যা সমাধানকল্পে সাম্প্রতিক, চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলী	আর কোন পদক্ষেপ নেয়া না হলে ৫ বছর পর পরিস্থিতির বিবরণ	৫ বছর পরের পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে পঞ্চবার্ষিক/ বার্ষিক পরিকল্পনায় সুপারিশকৃত পদক্ষেপ/ পাশ্চাত্য ব্যবস্থা
	মূল সমস্যাসমূহ (চ্যালেঞ্জসমূহ)	অবস্থান/ এলাকা	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	সমস্যার কারণসমূহ			
শিক্ষা	ঝরে যাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে	১৪ টি ইউনিয়ন	১৪ টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভার ১২০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১)শিশুদের উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকা ২) নিরাপত্তার সমস্যা ৩) শিশু শিক্ষায় অনাগ্রহ/ ৪) বিদ্যালয়ে সংযোগ সড়কের অপ্রতুলতা/ ৫) অপরিষ্কার অবকাঠামো	১) কোনো প্রকল্প নেই/ ২) কোনো প্রকল্প নেই/ ৩) ইউজিডিপি প্রকল্পের মাধ্যমে সচেতনতা-মূলক কার্যক্রম/ ৪)কোনো প্রকল্প নেই/ ৫) প্রতি বছর বিদ্যালয় ভবন এবং শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ	স্কুলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ৭০% এর নিচে থাকবে	ক) অভিভাবকদের সাক্ষাৎ / সভা, খ) পুলিশের প্রহরা বৃদ্ধি, গ) সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালানো, ঘ) বিদ্যালয়ে সংযোগ সড়ক নির্মাণ, ঙ) পরিবেশ বান্ধব নতুন ভবন নির্মাণ এবং শিক্ষা উপকরণ ক্রয়, চ) মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে উপজেলাসমূহ ভবিষ্যতের একটি রূপকল্প নির্ধারণ করবে এবং সেই রূপকল্প অর্জনের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অগ্রাধিকার খাত এবং প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করবে। এই লক্ষ্য অর্জনের অগ্রগতি নিরূপণ এর জন্য পরিমাপযোগ্য সূচক ও নির্ধারণ করবে। এটি খাতভিত্তিক উন্নয়ন চাহিদা এবং চ্যালেঞ্জ সমূহ, সম্ভাব্য করণীয় এবং তার প্রভাবগুলো চিহ্নিত করতে সহায়তা করবে। পরিস্থিতি বিশ্লেষণের প্রক্রিয়াটি পরামর্শ গ্রহণ এবং তথ্য সংগ্রহের সমন্বয়ে করতে হবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণে অগ্রাধিকার প্রকল্প নয়; অগ্রাধিকার খাতগুলির প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা উন্নয়নের একটি মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা যেখানে উপজেলায় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ অনুসারে আগামী পাঁচ বছরে উপজেলাতে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র এবং/অথবা খাত (৫ টির বেশি নয়) চিহ্নিত করতে হবে। অন্যদিকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাতে উপজেলা উক্ত উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আরও সুনির্দিষ্ট প্রকল্প / স্কিম সনাক্ত করবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সম্পদ চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে আর্থিক প্রক্ষেপণের জন্য নিম্নোক্ত 'সম্পদ চিত্রায়নের সারসংক্ষেপ' (সারণী ৩) ব্যবহার করতে পারে।

**সারণী ৩: উপজেলার সম্পদ চিত্রায়নের একটি সারসংক্ষেপ**

ক্রঃ নং	অর্থায়নের উৎস	বার্ষিক গড় বরাদ্দ	পাঁচ বছরের প্রক্ষেপণ (বার্ষিক বরাদ্দ x ৫)
১	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) বরাদ্দ		পরিমাণ ক
২	বিশেষ কর্মসূচী বরাদ্দ		পরিমাণ খ
৩	স্থানীয়ভাবে আহরিত সম্পদ		পরিমাণ গ
৪	উপজেলায় জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা থেকে বরাদ্দ		পরিমাণ ঘ
৫	ইউনিয়ন / পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা থেকে অর্থায়ন		পরিমাণ ঙ
৬	উপজেলায় সংসদ সদস্যের প্রকল্প		পরিমাণ চ
৭	এনজিও / সিএসও প্রকল্প		পরিমাণ ছ
৮	বেসরকারি খাতের প্রকল্প		পরিমাণ জ

উপরের সারণিতে, পরিমাণ ক, খ ও গ হচ্ছে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকল্প অর্থায়নের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের সরাসরি নিয়ন্ত্রনে থাকা তহবিল। যদি উপজেলা পরিষদ ৫ বছরে প্রাপ্তব্য সম্পদ নির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করতে না পারে, তাহলে বর্তমান বার্ষিক আয়ের পরিমাণকে ৫ গুন বাড়িয়ে ৫ বছরের বাজেট তৈরি করতে পারে।

উন্নয়নের ফলাফলকে সর্বাধিক করতে এবং উপজেলা স্তরে সীমিত সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে উপজেলা পরিষদ উপজেলাস্থ ইউনিয়ন, পৌরসভা ও হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের সাথে কার্যকর সমন্বয় ও সহযোগিতা এমনভাবে নিশ্চিত করবে যেন বিভিন্ন প্রকল্প/পরিকল্পনার মধ্যে পরিপূরকতা ও সাযুজ্য (Synergy) তৈরি করা যায় এবং যার অর্থায়ন করা হবে তহবিলের অন্যান্য উৎস দ্বারা (পরিমাণ ঘ, ঙ, চ, ছ, জ)। একটি আদর্শ সম্পদ চিত্রায়নের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার করতে পারে এবং প্রধান-প্রধান উন্নয়ন খাতগুলোতে চাহিদা ও সম্পদের মধ্যে যদি পার্থক্য থেকে থাকে তাও চিহ্নিত করতে পারবে। এভাবে উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কোন্ কোন্ খাত বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে সেটা নির্ধারণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ এমন সব উন্নয়ন উদ্যোগে বরাদ্দ বিবেচনা করবে যা থেকে একাধিক ইউনিয়ন পরিষদ উপকৃত হবে এবং যা এককভাবে একটি ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে করা সম্ভব নয়।

নিচের সারণীতে সম্পদ চিত্রায়নের জন্য উপজেলা পর্যায়ে চলমান বিভিন্ন খাতের প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ এবং সন্নিবেশন কিভাবে করতে হবে তা উদাহরণ হিসেবে দেখানো হল।

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	টার্গেট গ্রুপ ও ফলাফলসহ (Outcome/Output) প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা (উপজেলা/ ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ/ বাজেট/ সময়কাল
জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প				
পল্লী উন্নয়ন	আমার গ্রাম, আমার শহর	আমার গ্রাম, আমার শহর বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার বিভাগের সহায়তাপুষ্ট একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল প্রতিটি গ্রামের উন্নয়ন যেন প্রতিটি নাগরিক শোভন একটি জীবন যাপনের সকল সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করতে পারে। এই প্রকল্পের অধীনে সরকার গ্রামীণ	৮ টি বিভাগের ১৫ টি পাইলট গ্রাম	১৫০ কোটি টাকা/২০২০- ২০২৫

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	টার্গেট গ্রুপ ও ফলাফলসহ (Outcome/Output) প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা (উপজেলা/ ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ/ বাজেট/ সময়কাল
		এলাকায় নগর এলাকার সুবিধা সম্প্রসারণ করবে, যার মধ্যে থাকবে বিদ্যুৎ, বিশুদ্ধ পানীয়জল ইত্যাদির মত সুবিধায় সহজ প্রবেশ্যতা, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, যোগাযোগের সমস্ত পদ্ধতির উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা বৃদ্ধি, পরিকল্পিত আবাসন ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং ইন্টারনেট এবং প্রযুক্তির বিকাশ। এই প্রকল্পটি দেশের ৮টি বিভাগের ১৫টি গ্রামে পাইলট ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে যার জন্য এলজিইডি দায়িত্বপ্রাপ্ত।		
	---	---	---	---
<b>স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প</b>				
শিক্ষা	প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে আসবাবপত্র সরবরাহ	ইউনিয়নের নিজস্ব রাজস্ব তহবিল থেকে ১০ টি ইউনিয়নের ২০০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬০০০ বেঞ্চ প্রদান করা হয়েছে	১০ টি ইউনিয়ন	১ বছর, ৯,০০০,০০০ টাকা
	---	---	---	---
	---	---	---	---
<b>এমপি'র প্রকল্প</b>				
	---	---	---	---
<b>এনজিও ও সিএসও'র প্রকল্প</b>				
সমাজ কল্যাণ	নারীদের জন্য দর্জি প্রশিক্ষণ	উপজেলার ১০ টি ইউনিয়নের ৮০ জন নারীকে প্রতিবছর একটি জাতীয় এনজিও 'রুপান্তর' এর পক্ষ থেকে বিশেষ দর্জি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।	১০ টি ইউনিয়ন	৩ বছর --- টাকা
	---	---	---	---
<b>বেসরকারি খাতের অর্থায়নে উদ্যোগ</b>				
শিল্প	প্লাস্টিকের বালতি কারখানা	গাজী গ্রুপ অব কোম্পানীর একটি প্রকল্পে ১০০ স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।	১ টি ইউনিয়ন	-
	---	---	---	---
<b>অন্যান্য প্রকল্প/ উন্নয়ন কার্যক্রম</b>				
স্বাস্থ্য	স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য হাত ধোওয়া প্রশিক্ষণ	এটি ২০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীর জন্য ইউনিসেফ'র সহায়তায় একটি কর্মসূচি এবং স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি এটার ব্যবস্থাপনা করেছে। এর উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া।	১০ টি ইউনিয়ন	২ বছর ৩,০০০,০০০ টাকা
	---	---	---	---

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের জন্য, উপজেলা পরিষদ 'ফরম্যাট ৩: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ' ব্যবহার করতে পারে যাতে বিভিন্ন সমস্যা বিশ্লেষণপূর্বক কর্মকাণ্ডের অগ্রাধিকার ঠিক করা যায়। 'ফরম্যাট ২: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত উপজেলা উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ' সম্পদের চিত্রায়নের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

#### (৫) বাজেটের প্রাক্কলন এবং অগ্রাধিকার

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য বাজেট প্রাক্কলন এর ক্ষেত্রে প্রায়শই একাধিক বছরের (৫ বছর) উন্নয়নের জন্য প্রাপ্ত সম্পদের সঠিক হিসাব নিরূপণ করা কঠিন। এমতাবস্থায়, চলতি বছরের আনুমানিক বাজেটের পরিমাণকে (ফরম্যাট ৪ ব্যবহার করুন) ৫ দ্বারা গুন করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার

বাজেট তৈরি করা যেতে পারে।

এক বছরের বাজেটের আর্থিক প্রক্ষেপণের জন্য ফরম্যাট ৪ ব্যবহার করা যেতে পারে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, চলতি বছরের জন্য আনুমানিক বাজেট ৫ দ্বারা গুণ করতে হবে।

**ফরম্যাট ৪: পঞ্চবার্ষিক/বার্ষিক বাজেট এর সারসংক্ষেপ**

বিবরণ		পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত	চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট	পরবর্তী বছরের সম্ভাব্য বাজেট
অংশ ১	রাজস্ব হিসাব			
	প্রাপ্তি			
	রাজস্ব			
	অনুদান			
	মোট প্রাপ্তি			
	বাদ রাজস্ব ব্যয়			
	<b>রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি (ক)</b>			
অংশ ২	উন্নয়ন হিসাব			<u>পরিমাণ অ</u>
	উন্নয়ন অনুদান			
	অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা			<u>পরিমাণ আ</u>
	মোট (খ)			
	মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক + খ)			
	বাদ উন্নয়ন ব্যয়			
	সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি			
	যোগ প্রারম্ভিক জের (১ জুলাই)			<u>পরিমাণ ই</u>
	সমাপ্তি জের			

প্রদত্ত বছরের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য আনুমানিক বাজেট হবে ফরম্যাট ৪-এর পরিমাণ ‘অ’ (এডিপি তহবিল) এবং পরিমাণ ‘আ’ (ইউজিডিপি তহবিলের মতো অন্যান্য উন্নয়ন তহবিল) এর মোট পরিমাণ।

পরিমাণ ‘ই’ (রাজস্ব উদ্বৃত্ত- পূর্ববর্তী বছর থেকে আগত) রাজস্ব উদ্বৃত্ত থেকে বছরের প্রত্যাশিত ব্যয়কে বিয়োগ করে হিসাব করা যেতে পারে। পরিমাণ ‘অ’ বর্তমান বছরের এডিপি এর সমপরিমাণ হতে পারে<sup>৯</sup>। এগুলো (অ, আ এবং ই এর মোট পরিমাণ) একটি নির্দিষ্ট বছরে তহবিলের জন্য সরাসরি উপজেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন মোট লব্ধ সম্পদ। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য উপজেলা প্রাক্কলিত বাজেট হিসাব করতে এক বছরের আনুমানিক বাজেটের ৫ গুণ পরিমাণ হিসাব করবে (এক্স পরিমাণ X ৫ = মোট আনুমানিক ৫ বছরের জন্য প্রাপ্ত সম্পদের পরিমাণ)।

পুরো উপজেলায় ব্যয় করা মোট অর্থের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, উপজেলা পরিষদের নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন তহবিলের পরিমাণ অত্যন্ত সীমিত। এর পরিমাণ উপজেলায় ব্যয়িত মোট উন্নয়ন তহবিলের ৫-৭%। তাই উপজেলা পরিষদ এই সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করবে যাতে এর মাধ্যমে সর্বাধিক ফলাফল অর্জন করা যায়।

হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তাদের দ্বারা সম্পাদিত বিভিন্ন খাতের পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ফলাফল পর্যালোচনা করে উপজেলা পরিষদ নির্ধারণ করবে যে, আগামী পাঁচ বছরে উন্নয়নের জন্য উপজেলা কোন- কোন খাত (Sector) কে অগ্রাধিকার হিসাবে নির্ধারণ করবে। উপজেলা পরিষদকে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য উপজেলায় যে পরিমাণ অর্থের সংস্থান পাওয়া যাবে তাও নির্ধারণ করতে হবে। এই দুটি বিষয়ের তুলনার মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ উন্নয়নের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিসীমা এবং গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো নির্ধারণ করতে পারে।

**(৬) রূপকল্প নির্ধারণ**

<sup>৯</sup> উপজেলা পরিষদের জন্য এডিপি বরাদ্দের পরিমাণ প্রতি বছর পরিবর্তন হতে পারে। বার্ষিক পরিকল্পনার জন্য বাজেট নির্ধারণের লক্ষ্যে গত বছর উপজেলা পরিষদকে প্রদানকৃত এডিপি-র সমপরিমাণ অর্থকে উপজেলা ব্যবহার করবে বলে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

প্রতিটি উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি রূপকল্প থাকা বাঞ্ছনীয়। পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ তার রূপকল্প, খাতওয়ারী লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত উন্নয়ন ফলাফল এমনভাবে নির্ধারন করবে যেন উপজেলা পরবর্তী পাঁচ বছরের উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারে।

রূপকল্প উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পরিকল্পনা হচ্ছে চিহ্নিত ও বিদ্যমান সমস্যা ও বিষয়সমূহকে বিবেচনায় নিয়ে ভবিষ্যত প্রয়োজন ও চাহিদা নির্ধারণের একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সবচেয়ে কার্যকর উপায় খুঁজে বের করে চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করা যায়। উপজেলার ক্ষেত্রে রূপকল্প হচ্ছে উপজেলা এবং এর জনসাধারণের দ্বারা স্থিরকৃত উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি বা চিত্র। এটা জনসাধারণের কাছে ব্যক্ত করা উপজেলার ভবিষ্যত চিত্র যার মধ্যে থাকবে উপজেলা কি করতে চায় এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে উপজেলা কোথায় যেতে চায় তাঁর প্রত্যয়। সে কারণে এটা অনুপ্রেরণা জাগানো উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে এবং একই সাথে উপজেলার ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারনেও সহায়তা করে। এই প্রেক্ষাপটে, একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, “অদূর ভবিষ্যতে আপনি আপনার উপজেলাকে কিভাবে দেখতে চান”?

আগেই বলা হয়েছে যে পরিস্থিতি বিশ্লেষণের আলোকে রূপকল্প হচ্ছে উপজেলার জনগনের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যত চিত্র। এতে সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী ধারণার প্রতিফলন থাকে এবং এটি উপজেলার উন্নয়ন নীতি ও কৌশলগত পরিকল্পনার ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। এতে উপজেলাসমূহের বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে উপজেলার জন্য একটি সমন্বিত ও বহু-ক্ষেত্রীয় উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন থাকা উচিত। এটি এসডিজি এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথেও সম্পর্কযুক্ত, কারণ উপজেলার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহে অবদান রাখার কথা।

উপজেলা পর্যায়ে একটি রূপকল্প তখনই উত্তম বলে বিবেচিত হবে যখন এতে স্থানীয় জনগনের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন থাকবে এবং যা পরবর্তীতে জাতীয় রূপকল্প যেমন "ভিশন ২০২১" বা ভিশন ২০৪১ অর্জনে অবদান রাখবে। এর দুটি মাত্রা রয়েছে- একদিকে এটি যেমন সরকারের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে; একইসাথে এটি স্থানীয় উন্নয়নের নিজস্ব লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখবে। রূপকল্পের এই দ্বিমাত্রিকতা এভাবেও দেখা যেতে পারেঃ

- ১) "বহির্মুখী প্রেক্ষাপট" (Outward-looking) উপাদান হচ্ছে উপজেলার সেই ধরনের কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা যা জাতীয় উন্নয়নে সর্বোত্তম ভাবে অবদান রাখতে পারে। অর্থাৎঃ
  - উপজেলার সাথে সম্পর্কযুক্ত এরূপ বিস্তৃত এলাকা চিহ্নিত করা যে এলাকার উন্নয়নে উপজেলা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে; এবং
  - বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে উক্ত অঞ্চলের উন্নয়নের ক্ষেত্রে উপজেলা কাঙ্ক্ষিত যে ভূমিকা পালন করতে পারে তা নির্ধারণ করা।
- ২) "অন্তর্মুখী প্রেক্ষাপট" (Inward-looking) যার অর্থ হল উপজেলা সমূহে বসবাসকারী বাসিন্দাদের জন্য একটি কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ তৈরি করা যেখানে তারা স্বাচ্ছন্দে বসবাস করতে পারে এবং তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী জীবিকা অর্জন করতে পারে। এই অন্তর্মুখী প্রেক্ষাপট নীচে বর্ণিত বিষয়গুলোর সাথে সম্পর্কিতঃ
  - স্থানীয় জনসংখ্যা (সামাজিক খাত)
  - স্থানীয় অর্থনীতি (অর্থনৈতিক খাত)
  - প্রাকৃতিক পরিবেশ (পরিবেশ খাত)
  - স্থানীয় পর্যায়ের নির্মাণ (অবকাঠামো খাত)
  - স্থানীয় নেতৃত্ব / শাসনব্যবস্থা (প্রাতিষ্ঠানিক খাত)

একটি রূপকল্প অবশ্যই মোটামুটি দীর্ঘমেয়াদী হওয়া প্রয়োজন। একটি খসড়া রূপকল্প বিবৃতি পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করার প্রাথমিক পর্যায়েই তৈরি করা উচিত। রূপকল্প বিবৃতি তৈরিতে উপজেলার নাগরিকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রূপকল্প অনুশীলনী একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া হওয়া উচিত কেননা এটি জনগণের জন্য কাঙ্ক্ষিত অবস্থাকে তুলে ধরে। উন্নয়নের বিভিন্ন খাত এবং উপ-খাতের (সামাজিক, অর্থনৈতিক, অবকাঠামো, পরিবেশ ও প্রাতিষ্ঠানিক) এবং যথাসম্ভব সামাজিক খাতের (নারী, আদিবাসী, যুব, ব্যবসা, একাডেমিক, নাগরিক সামাজিক সংগঠন, ধর্মীয়, কৃষক ইত্যাদি) বিভিন্ন অংশীজনকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত।

উপজেলার রূপকল্পটি উপজেলা কেন্দ্রিক হতে হবে, যার অর্থ হলো এই রূপকল্প সব উপজেলায় একই রকম হবার কথা নয়। উদাহরণস্বরূপ, নিম্নে কিছু রূপকল্প বিবৃতি প্রদান করা হলোঃ

- শিক্ষার মানোন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি ও মৎস্য চাষে উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং নারী ও কন্যাশিশুদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের নাগরিকদের জীবনমান বৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন।
- উন্নত শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা, কৃষি উৎপাদন, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ এবং স্থানীয় শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উপজেলার দারিদ্র কমানো।

#### (৭) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচক সহ ফলাফল নির্ধারণ এবং খসড়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরি

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অবশ্যই সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত যেটি পরিকল্পনার রূপকল্প বিবরণীর সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। প্রত্যেক উপজেলা পরিষদ তার নিজস্ব পরিস্থিতি পর্যালোচনার উপর ভিত্তি করে তার নিজস্ব লক্ষ্য নির্ধারণ করবে যেখানে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কোথায় গুরুত্ব আরোপ করবে এবং আগামী পাঁচ বছর কোন্ কোন্ লক্ষ্যে কাজ করবে তা উল্লেখ থাকবে। উপজেলাসমূহ উন্নয়নের প্রধান খাতসমূহ চিহ্নিত করবে যা পূর্বে নির্ধারিত রূপকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মালিকানাধীন (Ownership) নিশ্চিতকল্পে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্তি এবং অংশগ্রহনমূলক হওয়া উচিত।

আগেও উল্লেখ করা হয়েছে যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রতিটি উপজেলাকে পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে তিন থেকে পাঁচটি খাতের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে সুপারিশ করা হচ্ছে যেগুলি উপজেলা পরিষদের মত সর্বাত্মক প্রাধান্য পাওয়া উচিত। উপজেলা পরিষদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় নিয়ে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং স্পর্শগ্রাধিকার নির্ধারণ করা উচিত। উপজেলা যেসব উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ এবং সমস্যার মুখামুখি হচ্ছে তা মোকাবেলা করার নিমিত্তে অগ্রাধিকার খাতসমূহ বিবেচনায় নিয়ে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রতিটি লক্ষ্যের জন্য প্রত্যাশিত ফলাফল অবশ্যই ঠিক করতে হবে। উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণের ফলে সৃষ্ট পরিবর্তনই ফলাফল। সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা ফলাফল ভিত্তিক হতে হবে। তাই, ফলাফলসমূহ (প্রত্যাশিত পরিবর্তনসমূহ) অবশ্যই কিছু নির্ধারিত সূচক দ্বারা পরিমাপযোগ্য হতে হবে। একটি ফলাফল সাধারণত পরিমাপযোগ্য সূচকের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়, যেমনঃ উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে আগামী পাঁচ বছরে কি ধরনের পরিবর্তন অথবা ফলাফল আশা করে। উপজেলা পরিষদকে ফলাফল (পরিবর্তন ও ফলাফলসমূহ) পরিমাপের লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট সূচক নির্ধারণ করতে হবে।

জাতীয় পর্যায়ে এসডিজি এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। স্থানীয় চাহিদা এবং অগ্রাধিকারের উপর ভিত্তি করে এবং এর সাথে আর্থিক, প্রযুক্তিগত এবং মানব সম্পদ ব্যবহার করে উপজেলা পরিষদসহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অর্জনে সচেষ্ট হতে হবে। এভাবে উপজেলাসমূহ পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে এসডিজি'র<sup>১০</sup> কিছু ফলাফল (Outcome) / অর্জন (Target) বেছে নিতে পারে (নির্দেশিকা ৪: এসডিজি দৃষ্টব্য) যেগুলো উপজেলা পরিষদের অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচিত এবং এই লক্ষ্যসমূহ (ফলাফল) সংখ্যাবাচক হওয়া উচিত যেন সহজে এর অগ্রগতি পরিমাপ করা যায়।

এক্ষেত্রে এটা লক্ষ্য রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, ইতিমধ্যে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তাই, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা সর্বশেষ জাতীয় লক্ষ্য ও এসডিজি অনুযায়ী সংশোধন করতে হবে।

নং	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	ফলাফল (Outcome/Output)	পরিমাপযোগ্য সূচক
১	প্রাথমিক শিক্ষায় অভিজগম্যতা (Access) বৃদ্ধি	শিক্ষা	২০২৪ সালের মধ্যে গ্রাম ও বিদ্যালয়ের মধ্যকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন	__ গুলো ইউনিয়ন পরিষদের সংযোগ সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ __ গুলো ইউনিয়ন পরিষদের ব্রিজ/কালভার্টের রক্ষণাবেক্ষণ
			২০২৪ সালের মধ্যে যে সকল বিদ্যালয়ের উন্নয়ন করা হবে তার নিয়মিত তত্ত্বাবধান	প্রতি দুই মাসে __ গুলো ইউনিয়ন পরিষদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর তত্ত্বাবধান
২	জনজীবন ও গণ পরিষেবার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন	যোগাযোগ	২০২৪ সালের মধ্যে গ্রাম ও নিকটবর্তী বাজারের সংযোগ সড়ক নির্মাণ	গ্রাম সংযোগকারী __ গুলো রাস্তা নির্মাণ গ্রাম সংযোগকারী __ গুলো ব্রিজ/ কালভার্ট নির্মাণ
		শিক্ষা	২০২৪ সালের মধ্যে গ্রাম ও	__ গুলো ইউনিয়ন পরিষদের __ সংযোগ

<sup>১০</sup> অনুগ্রহ করে ২০১৮ সালের মার্চ মাসে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত Monitoring and Evaluation Framework of SDGs: Bangladesh Perspective দেখুন।

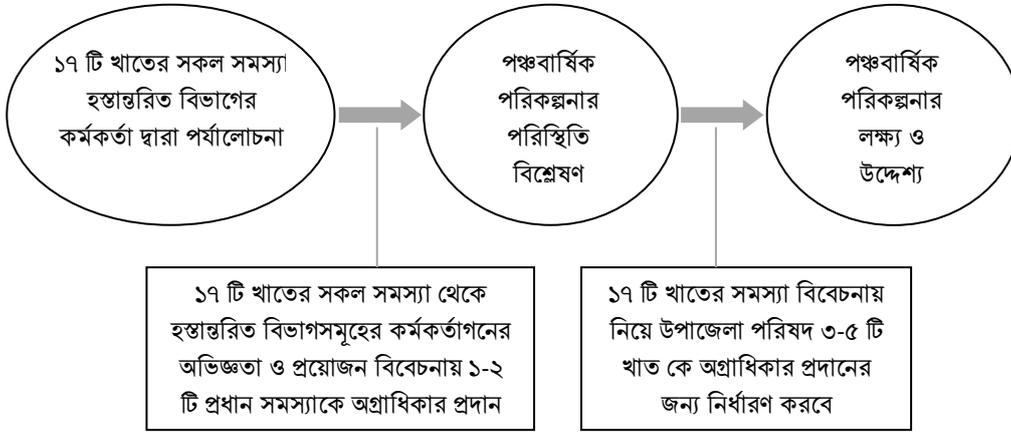
			বিদ্যালয়ের মধ্যকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন	সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ __ গুলো ইউনিয়ন পরিষদের __ ব্রিজ/কালভার্টের রক্ষণাবেক্ষণ
--	--	--	--	--

রূপকল্প, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, ফলাফল এবং পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ তার আগামী পাঁচ বছরের অগ্রাধিকারসমূহ ঠিক করতে এবং উন্নয়ন কার্যক্রম এবং বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রনয়ণে সক্ষম হবে। ফরম্যাট ৫-এ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, ফলাফল এবং সূচক নির্ধারণের একটি নমুনা দেয়া হলো (ম্যানুয়াল শেষে পরিশিষ্ট দৃষ্টব্য)।

রূপকল্প বিবরণী প্রস্তুতি, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, প্রত্যাশিত ফলাফল এবং সূচক সম্পর্কিত কার্যক্রমসমূহ সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটি এবং টিজিপি-এর নেতৃত্বে হবে। এ প্রক্রিয়া সম্পাদনের সময় বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে যে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি যথাসম্ভব অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অংশগ্রহণমূলক হতে হবে। সর্বোপরি, এটা উপজেলা পরিষদ দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে।

### (৮) অগ্রাধিকার এবং উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে উপজেলা পরিষদ তাঁদের রূপকল্প, পঞ্চবার্ষিক লক্ষ্য, এবং পরিমাপযোগ্য সূচকের সাথে প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করবে। উপজেলা পরিষদের জন্য আগামী পাঁচ বছরের কার্যক্রমের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করবে।



এই অগ্রাধিকারসমূহ উপজেলা উন্নয়ন কৌশল নির্বাচনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। এ উন্নয়ন কৌশলই মধ্যমেয়াদী নীতি-নির্দেশনা যা উপজেলাকে পথ দেখাবে- উন্নয়নের কোন্ পথ অবলম্বন করলে সবচেয়ে কার্যকরী ও দক্ষতার সাথে রূপকল্প, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, এবং প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন সম্ভবপর হবে। এই উন্নয়ন কৌশল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় কোন্ কোন্ প্রকল্প, স্কিম অথবা উদ্যোগকে অর্থায়ন করতে হবে তা নির্ধারণে সহায়তা করবে।

সারণী ৪-এ জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং কৌশল যেমন- পরিস্থিতি পর্যালোচনা, উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা, খাতের লক্ষ্য নির্ধারণ, পরিমাপযোগ্য সূচকের মাধ্যমে প্রত্যাশিত ফলাফল এবং উন্নয়ন কৌশলের মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপনের একটি উদাহরণ নিচে দেয়া হলো।

**সারণী ৪: উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং কৌশল এর যৌক্তিক সংযোগের উদাহরণ**

	পরিস্থিতি বিশ্লেষণ (Situation Analysis)	রূপকল্প নির্ধারণ (Vision Setting)	সেক্টর লক্ষ্য নির্ধারণ (Sector Goals Setting)	ফলাফল নির্ধারণ (Outcomes Setting)	উন্নয়ন কৌশল (Development Strategy)
জাতীয়	ব্যাপক দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা, ৫০ শতাংশেরও বেশি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে সাধারণ মানুষের প্রবেশগম্যতা নেই, বেকারত্ব, নারীরা	২০২১ সাল নাগাদ মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা	দারিদ্র্য বান্ধব উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস  শিক্ষায় জনগণের প্রবেশগম্যতা বাড়ানো  স্বাস্থ্যে জনগণের প্রবেশগম্যতা বাড়ানো	<ul style="list-style-type: none"> <li>২০২১ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশ দারিদ্র্য হ্রাস</li> <li>সকল জেলায় সামাজিক নিরাপত্তা প্রোগ্রাম ২০ শতাংশ বৃদ্ধি</li> <li>বাংলাদেশে প্রতিটি উপজেলায় প্রতি বছর কমপক্ষে ২ টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন</li> </ul>	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা  প্রেক্ষিত পরিকল্পনা

	পুরুষদের তুলনায় পিছিয়ে আছে		কর্মসংস্থান সুযোগ তৈরি, বিশেষ করে নারীদের জন্য	এবং বিদ্যমান বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মান বজায় রাখা <ul style="list-style-type: none"> <li>২০২১ সালের মধ্যে কমিউনিটি ক্লিনিকের সকল কর্মীদের জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান</li> <li>২০২১ সালের মধ্যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করা</li> <li>২০২১ সালের মধ্যে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সুযোগ (কৃষি এবং অকৃষি) ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি</li> </ul>	
স্থানীয় (উপজেলা)	৫০ শতাংশেরও বেশি মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করে, স্বক্ষরতার হার কম, স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রাথমিক শিক্ষা সুবিধা নাজুক, উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে নারীর ভূমিকা ন্যূনতম	২০২১ সালের মধ্যে দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠির শিক্ষা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দিয়ে দারিদ্রবান্ধব উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে একটি দায়বদ্ধ ও সেবাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান তৈরি করা।	---	<ul style="list-style-type: none"> <li>২০২১ সালের মধ্যে সকল উপজেলা কমিটি সক্রিয় করণ</li> <li>উপজেলায় দারিদ্র বান্ধব উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের হার ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি</li> <li>২০২১ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হার ৯০ শতাংশে উন্নীতকরণ</li> <li>২০২১ সালের মধ্যে উপজেলার দরিদ্র মানুষের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা (১০০%) নিশ্চিত করণ</li> </ul>	দারিদ্র বিমোচন ও দারিদ্র-বান্ধব উন্নয়ন কর্মসূচি কেন্দ্র করে অন্তর্ভুক্তিমূলক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা  দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করে অন্তর্ভুক্তিমূলক বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ তার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা থেকে (রিসোর্স ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে) উপজেলায় কোন্ উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করে সেগুলোর সাথে সঙ্গতি এবং সম্পূরকতা প্রতিষ্ঠা করবে। এই ধরনের উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা হলে তা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডগুলোর মধ্যকার দ্বৈততা এড়াতে সাহায্য করে যা একইসাথে সীমিত উন্নয়ন সম্পদের অপচয় রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

উন্নয়ন কৌশলের এই ধাপে, কিভাবে ৫ বছরের মধ্যে পৃথক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যায় তা উপজেলা পরিষদ নির্ধারণ করতে পারে। উন্নয়ন পরিকল্পনার অগ্রাধিকার প্রদানের জন্য নিম্নলিখিত শর্তাবলি অনুসরণ করা যেতে পারে:

- উপজেলার রূপকল্প, খাতওয়ারি লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনে প্রস্তাবিত কর্মসূচীসমূহের (Programs) ভূমিকা
- জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলা
- আপেক্ষিক সুফল বিবেচনায় নেয়া (বহু খাত, বহু অংশীজন, বৃহত্তর সংখ্যক সুবিধাভোগী)
- নারী, দরিদ্র এবং অন্যান্য দুঃস্থ জনগোষ্ঠির উপর সম্ভাব্য ইতিবাচক প্রভাব
- অত্যন্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠির উপর সম্ভাব্য ইতিবাচক প্রভাব
- সামগ্রিকভাবে উপজেলার উপর সম্ভাব্য ইতিবাচক প্রভাব
- ইউনিয়ন ভিত্তিক অগ্রাধিকার প্রকল্পসমূহ
- খাতওয়ারী অগ্রাধিকার যেমন, শিক্ষা, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য ইত্যাদি
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব
- এসডিজি অর্জনে অবদান
- পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা

উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের সুবিধাভোগীদের জেডার, অক্ষমতাসহ অন্যান্য সামাজিকভাবে সংবেদনশীল

বিষয়গুলোকে বিশেষ বিবেচনায় রাখা উচিত। তাছাড়া পরিবেশের উপর সম্ভাব্য প্রভাব, দুর্ঘটনার ঝুঁকি হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজনের মত বিষয়গুলোও যথাযথভাবে বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। যে পরিকল্পনাগুলি অকার্যকর, সাশ্রয়ী নয় বা পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বা ভবিষ্যতে বিপর্যয়ের ঝুঁকি বাড়াতে পারে বা উপজেলা পরিষদের সক্ষমতার বাইরে, সেগুলোকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে বাদ দেওয়া উচিত।

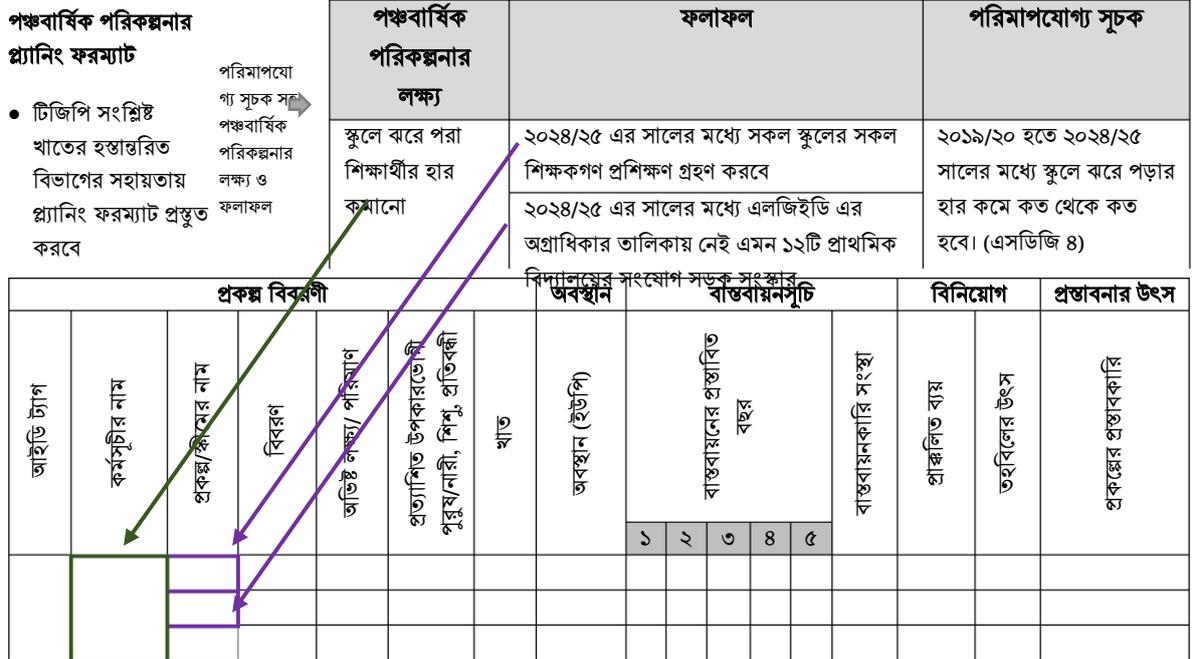
যেহেতু বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সামগ্রিক লক্ষ্যমাত্রা ও ফলাফল অর্জনে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে সেহেতু উপজেলার জন্য পাঁচ বছরের সময়কালে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কৌশল নির্ধারণ করাও গুরুত্বপূর্ণ।

নীচের চিত্রে একটি উদাহরণের মাধ্যমে দেখানো হলো কীভাবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রাধিকার খাতের নিরিখে নেয়া উন্নয়নের উদ্যোগগুলি প্রতি বছর বাস্তবায়িত হতে পারে এবং কীভাবে তা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং ফলাফল অর্জনে ভূমিকা রাখতে পারে।

চিত্র ৬: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে সম্পর্ক

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য চিহ্নিত অগ্রাধিকার ক্ষেত্র	বছর ১	বছর ২	বছর ৩	বছর ৪	বছর ৫
শিক্ষা					
স্বাস্থ্য এবং স্যানিটেশন					
কৃষি ও মৎস্য					
সড়ক নির্মাণ / মেরামত					

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য একবার অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটি এবং টিজিপি উন্নয়ন কৌশল প্রস্তুত করবে এবং ফরম্যাট ৫ অনুযায়ী (ম্যানুয়াল শেষে দৃষ্টব্য) উন্নয়ন উদ্যোগগুলির একটি প্রাথমিক তালিকা তৈরি করবে।



আগেও বলা হয়েছে যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হচ্ছে পাঁচ বছরে উপজেলার মধ্য মেয়াদী উন্নয়ন নীতিমালা ও কৌশল সম্বলিত বিশদ একটি ডকুমেন্ট (Document)। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রূপকল্প, উন্নয়ন লক্ষ্য, প্রত্যাশিত ফলাফল ও পরিমাপযোগ্য সূচকের বিস্তারিত অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। পাশাপাশি এতে উপজেলার উন্নয়ন উদ্যোগসমূহের প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও পদ্ধতিও পরিষ্কার ভাবে বর্ণিত থাকা উচিত।

নির্ধারিত পাঁচ বছর সময়কালে উপজেলার উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট (Document) হিসেবে এটিকে অবশ্যই একটি জীবন্ত ডকুমেন্ট (Living Document) হওয়া উচিত যাতে উক্ত সময়কালে এটি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ভিত্তি হিসেবে প্রয়োজন অনুযায়ী যাতে উদ্বৃত্ত করা যায়।

অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি টিজিপি'র সহায়তায় খসড়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে এবং তা অনুমোদনের জন্য উপজেলা পরিষদে পেশ করবে।

খসড়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সুপারিশকৃত সূচিপত্র নিম্নরূপ:

১. মলাট
২. মুখবন্ধ/বানী
৩. উপজেলার মানচিত্র
৪. জনসংখ্যাতাত্ত্বিক এবং আর্থ-সামাজিক মৌলিক তথ্য-উপাত্ত (ফরম্যাট ১)
৫. পরিস্থিতি বিশ্লেষণ (ফরম্যাট ২)
৬. বাজেটের সার-সংক্ষেপ (ফরম্যাট ৪)
৭. হস্তান্তরিত প্রতিটি বিভাগ কর্তৃক উপজেলায় সম্পাদিত কর্মকান্ড (আবশ্যিক নয়; তবে উপজেলা চাইলে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে)
৮. রূপকল্প বিবরণী
৯. খাতওয়ারী লক্ষ্য এবং ফলাফল (ফরম্যাট ৫)
১০. পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ফরম্যাট (ফরম্যাট ৬)
১১. পরিবীক্ষন এবং মূল্যায়ন পরিকল্পনা
১২. উপজেলা পরিষদ, অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি এবং টিজিপি'র সদস্যের তালিকা

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সকল অংশীজনের নিকট সহজবোধ্য হতে হবে। এই কারণে উপরে উল্লিখিত ৪-১০ নং ক্রমিকের প্রতিটি বিষয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়বস্তুর সুন্দর বিবরণ এবং পারস্পরিক সম্পর্ক ও যৌক্তিক ধারার সর্বাঙ্গীন ব্যাখ্যা উল্লেখ করতে হবে যেন পাঠক সহজেই উপজেলার উন্নয়ন নীতিমালা ও কৌশল বুঝতে পারেন। বিশেষতঃ নিচের প্রতিটি ধাপে ব্যাখ্যা প্রদান করা আবশ্যিকঃ

- ধাপের শেষে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে (চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, সমাপ্তি, ইত্যাদি)?
- সিদ্ধান্তটি কেন এবং কিভাবে গ্রহণ করা হয়েছে (বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা, সভা, ইত্যাদি)?
- কাদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা হয়েছে (ইউনিয়ন, হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ, সিএসও, এনজিও, জনসাধারণ, ইত্যাদি)?

### (৯) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে খসড়া পরিকল্পনা শেয়ার করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চূড়ান্ত অনুমোদনের পূর্বে উপজেলা পরিষদ খসড়া পরিকল্পনাটি সংসদ সদস্য (এমপি), জেলা প্রশাসক (ডিসি), উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার (ডিডিএলজি), সকল ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভায় প্রেরণ করবে। খসড়া পরিকল্পনার একটি সারাংশ জনগণের অবগতি ও মতামতের জন্য নোটিশ বোর্ডে এবং উপজেলা পরিষদের ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করতে হবে।

### (১০) উপজেলা পরিষদের সভায় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদন

উপজেলা পরিষদ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামত ও প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করে সেগুলো বিবেচনা করবে এবং গুরুত্বপূর্ণ মনে হলে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করবে। এরপর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি অনুলিপিটি পর্যালোচনা ও চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উপজেলা পরিষদের সভায় উপস্থাপন করতে হবে। উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি এবং নাগরিকদের এই সভায় আমন্ত্রণ জানাতে পারে।

### (১১) অনুমোদিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রচার ও প্রকাশ

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অংশ হিসাবে উপজেলা পরিষদকে জনসাধারণের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য একটি যোগাযোগ কৌশল (Communication Strategy) নির্ধারণ করতে হবে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদনের পর উপজেলা পরিষদ এর ব্যাপক প্রচার নিশ্চিত করবে। উপজেলার তথ্য বইতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বার্ষিক বাজেট সম্পর্কিত তথ্যসহ অন্যান্য তথ্য অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন এবং কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন (Annual Accomplishment Report) ওয়েবসাইটের পাশাপাশি উপজেলা পরিষদের নোটিশ বোর্ডে জনগণের দেখার এবং মতামত প্রদানের জন্য প্রদর্শন করতে হবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদনের পর উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার চূড়ান্ত অনুলিপি সংসদ সদস্য, এলজিডি, জেলা প্রশাসক, ডিডিএলজি, ইউনিয়ন পরিষদসমূহ, পৌরসভা, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যালয় ও পরিষদের সকল সদস্যের নিকট প্রেরণ করবে। পাশাপাশি, উপজেলা পরিষদ তার নোটিশ বোর্ড এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যালয়ে (স্থানে) পরিকল্পনার একটি অনুলিপি প্রেরণ করবে এবং অধিকতর প্রচারের জন্য উপজেলা পরিষদের ওয়েবসাইট ও জেলা ওয়েব পোর্টালে তা প্রদর্শনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। পরিকল্পনার একটি কপি স্থানীয় সংবাদপত্র/সাংবাদিকদের ও দেয়া যেতে পারে।

### (১২) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষন এবং মূল্যায়ন

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা উপজেলার উন্নয়নে একটি মৌলিক মধ্যমেয়াদী কাঠামো প্রদান করে থাকে। উপজেলার সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পঞ্চবার্ষিক

পরিকল্পনার সাথে মিল রেখে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বাস্তবায়িত হবে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলন যা উপজেলা অংশীজন কর্তৃক বর্ণিত উন্নয়নের লক্ষ্যগুলির বিপরীতে সময়ের সাথে সাথে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করার একটি সুযোগ প্রদান করে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ কর্মসূচি বার্ষিক ভিত্তিতে করা বাঞ্ছনীয়। পরিবীক্ষণ কর্মসূচির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন কর্মসূচীর সকল কার্যক্রমে সম্পদের ব্যবহার এবং ফলাফল পরিবীক্ষণ ও তদারকিতে পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ভাইস-চেয়ারম্যান দায়িত্বপ্রাপ্ত। উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদকে সহায়তা প্রদান করা এবং তদারকি করে অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রদান করার দায়িত্ব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার<sup>১১</sup>। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রকল্প সংক্রান্ত সকল প্রতিবেদন এবং পরিষদের সদস্যদের পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবেন এবং একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন (Summary Report) তৈরি করে তা উপজেলা পরিষদের সভায় উপস্থাপন করবেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রকল্প-বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদির একটি লিখিত বিবরণীও সংরক্ষণ করবেন।

পরিবীক্ষণ হলো পরিকল্পনার অগ্রগতি এবং সম্পাদিত কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যের একটি নিয়মিত সংকলন এবং বিশ্লেষণ যা পরিমাপক সূচকের মাধ্যমে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফলের অগ্রগতি ও অর্জন তুলে ধরে এবং অসামঞ্জস্যতা থাকলে তা নিরূপণ করে থাকে। টিজিপি'র সহায়তায় অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি বার্ষিক ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পর্যবেক্ষণ করে থাকে। ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন করা হয়। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনগুলোর সমন্বয় করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পরিবীক্ষণ সম্পন্ন করতে হবে। একটি বছরের প্রকল্প এবং কার্য-প্রণালীর প্রত্যাশিত ফলাফল অনুসারে কতটুকু কাজ হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রতি বছর উপজেলা পরিষদের সভায় পর্যালোচনা করতে হবে। উপজেলা পরিষদ তার দায়িত্ব এবং স্বচ্ছতার অংশ হিসেবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ডিসি অফিসে প্রেরণ করবে এবং সাথে সাথে ডিডিএলজি এর অফিসেও প্রেরণ করবে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রগতির ধারাবাহিকতা প্রকাশের জন্য এই প্রতিবেদন উপজেলার ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করতে হবে যা স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পরিবীক্ষণের জন্য ফরম্যাট-৭ ব্যবহৃত হবে।

**ফরম্যাট ৭- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন**

নং	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক	বার্ষিক অর্জন এবং বাস্তবায়নের শতকরা হার (অর্জিত অভিশেষের %)	সম্পদ/টাকা (%)
১	গ্রামীণ সমাজে অবকাঠামোগত উন্নয়ন	উন্নত জীবিকা এবং জনসেবায় নাগরিকদের প্রবেশগম্যতা (Access) বৃদ্ধি	২৩ কি.মি. রাস্তা ৬ টি ব্রিজ (কালভার্ট)	২০১৯: ৩.৪৫ কিমি (১৫%) ২০২০: ৪.৬০ কিমি (২০%) ২০২১: ___ % ২০২২: ___ % ২০২৩: ___ %	২০১৯: ১৫% ২০২০: ২২% ২০২১: ___ % ২০২২: ___ % ২০২৩: ___ %
পরিবীক্ষণ সময়কালের উল্লেখযোগ্য বিষয়:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>১ম বছরে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে বিলম্ব হওয়ায় উপজেলা পরিষদ বার্ষিক পরিকল্পনার সব প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারেনি। উপজেলা পরিষদের উচিত হবে বার্ষিক পরিকল্পনার সকল প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।</li> </ul>					
গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয়:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>এডিপি'র প্রথম কিস্তি প্রাপ্তির বিলম্বের কারণে প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়েছিল। উপজেলা পরিষদ বছরের শুরুতে বার্ষিক পরিকল্পনার কিছু প্রকল্পের অর্থায়ন করার জন্য রাজস্ব উদ্বৃত্ত ব্যবহার করতে পারে।</li> </ul>					
২	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস	দরিদ্র পরিবারসমূহের সকল শিক্ষার্থীর জন্য খাদ্য সহায়তা প্রদান	___ জন শিক্ষার্থীর জন্য খাদ্য সহায়তা প্রদান	২০১৯: ___ জন (২০%) ২০২০: ___ কিমি (২৩%) ২০২১: ___ % ২০২২: ___ % ২০২৩: ___ %	২০১৯: ২০% ২০২০: ২৩% ২০২১: ___ % ২০২২: ___ % ২০২৩: ___ %
পরিবীক্ষণ সময়কালের উল্লেখযোগ্য বিষয়:					

<sup>১১</sup> হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব, সার্কুলার নম্বর ১৪২২, তারিখ ১৭-০৬-২০১৪

গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয়:

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাঝামাঝি সময়ে (৩য় বছর), পরিকল্পনাটির একটি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন সম্পাদন করতে হবে যা পরিকল্পনার অগ্রগতি নির্ণয় করবে। প্রয়োজনে এই মূল্যায়নের সুপারিশের ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধনও করা যেতে পারে। পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ পরিস্থিতি বোঝার জন্য এবং একইসাথে সাধারণ মানুষের চাহিদা সম্পর্কে ধারণা লাভ করার জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পুনঃবিবেচনা করার কথা ভাবতে পারে। পুনঃপর্যালোচনার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি বিবেচনা করা যেতে পারে তা নিম্নরূপঃ

- বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং সম্ভাবনাসমূহ;
- বাস্তবায়িত প্রকল্পের ফলাফল এবং সুবিধাসমূহ;
- অগ্রগতির বিলম্ব এবং এর কারণ;
- স্থানীয় জনগনের পরিস্থিতি, চাহিদা এবং অগ্রাধিকারের পরিবর্তন;
- জরুরী প্রয়োজন, যেমন দুর্যোগ, দুর্ঘটনা এবং অন্যান্য;
- বর্তমান প্রয়োজনীয়তা এবং অগ্রাধিকার পূরণে স্থানীয় সম্পদের পর্যাপ্ততা; এবং
- নতুন অথবা নিকট ভবিষ্যতে বাস্তবায়ন করতে হবে এরূপ পরিকল্পনা, উন্নয়ন প্রকল্প, প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রকল্পসমূহ।

উপজেলা পরিষদের সদস্যগণ যদি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধনের ব্যাপারে সর্বসম্মতিক্রমে ঐক্যমতে পৌঁছায় যে উক্ত পরিকল্পনা সংশোধন করতে হবে, তাহলে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নকালের অনুসৃত প্রক্রিয়া অনুযায়ী এই সংশোধন করতে হবে। প্রস্তাবিত সংশোধনগুলোর গুরুত্ব বিবেচনা করে এই প্রক্রিয়া সহজতর করা যেতে পারে যদিও পূর্বে অনুসৃত প্রক্রিয়া মেনে চলাই বাঞ্ছনীয়।। যদি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সংশোধন আনা হয় তাহলে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বাজেটেও সে অনুসারে সংশোধন আনতে হবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের শেষে একটি চূড়ান্ত মূল্যায়ন করতে হবে যার মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে প্রত্যাশিত ফলাফল (পরিবর্তন) অর্জিত হয়েছে কিনা এবং এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে কি শিখন অর্জিত হলো যা পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরিতে কাজে লাগতে পারে। চূড়ান্ত মূল্যায়ন তৃতীয় পক্ষ দিয়ে করানো উচিত যেখানে প্রত্যাশিত ফলাফল এবং সূচকগুলি পরিকল্পনামাফিক অর্জন করা গেছে কিনা তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। যদি পরিকল্পনা মাফিক অর্জন সম্ভব না হয়ে থাকে, তাহলে কোন বিষয়গুলো এর জন্য দায়ী? এতে কি শিখন লাভ করা গিয়েছে (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চক্রের ব্যবস্থাপনায় কোন বিষয়গুলি কাজ করছে আর কোনগুলো করছে

না, যেমন- প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন)? পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া (পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, সম্পদের চিহ্নিতকরণ, অগ্রাধিকার, ইত্যাদি) এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এইগুলি পরবর্তীতে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের পদ্ধতি এবং গুণগতমানের উন্নয়নে সাহায্য করবে।

### ৩.৩ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চক্রের সময়সূচি

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সাধারণত স্থানীয় উপজেলা নির্বাচনের সাথে সম্পর্কিত। এই সময়সূচি চাহিদার অগ্রাধিকার, সম্পদের পর্যাপ্ততা অথবা পরের ৫ বছরে গ্রহণ করা যাবে এরূপ যৌক্তিক কার্যপ্রণালীর ভিত্তিতে নির্ধারণ করা যেতে পারে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (প্রকল্প/স্কিম সমূহ) বাস্তবায়নের জন্য একটি বাস্তবসম্মত সময়সীমা-ও এতে অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি আদর্শ সময়সূচী সারণী-৫ এ দেখানো হলো। নিয়ম অনুসারে অর্থ বছর শুরুর পূর্বে জুন মাসে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অনুমোদনের কাজ শেষ করতে হবে। প্রতি বছর জুলাই মাসে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পর্যালোচনা করা উচিত এবং অত্যাাবশ্যক হলে সে সময় পরিকল্পনার যেকোন প্রকার সংশোধন বা পরিবর্তন করা যেতে পারে। জুনের আগে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটির জন্য উপজেলা পরিষদের অনুমোদন চাইতে হবে এবং তা নিতে হবে। উপজেলা পরিষদের অনুমোদনের পরই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করতে হবে। মধ্যবর্তীকালীন পর্যালোচনা (Mid-term Review) তৃতীয় বছরের এপ্রিল মাসে করা যাবে। পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পঞ্চম বছরের মার্চ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

সারণী ৫: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংক্রান্ত কার্যক্রমের সময়সূচি

কর্মকাণ্ড	বছর ১	বছর ২	বছর ৩	বছর ৪	বছর ৫
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুতি	জুন-আগস্ট	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	এপ্রিল
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদন	আগস্ট	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	জুন
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	আগস্ট- জুন	জুলাই- জুন	জুলাই- জুন	জুলাই- জুন	জুলাই-জুন
বার্ষিক পর্যালোচনা	প্রযোজ্য নয়	জুলাই	জুলাই	জুলাই	চূড়ান্ত মূল্যায়ণ (জুলাই)
মধ্যমেয়াদী পর্যালোচনা	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	জুন	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়

সংশোধিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদন	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	আগস্ট	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
মূল্যায়ন এবং নতুন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুতির জন্য শিক্ষা	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	এপ্রিল

## অধ্যায় ৪: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন

### ৪.১ পটভূমি

উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০০৯, ২০১১ এবং ২০১৫) এর ধারা ৪২ এ স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, উপজেলা পরিষদকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। সাধারণত উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় রেখে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে:

- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত মধ্য-মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশল
- বিদ্যমান পরিস্থিতি (জরুরী এবং/ বা গুরুত্বপূর্ণ)
- বিদ্যমান অগ্রাধিকার প্রকল্প ও স্কিম
- অর্থ সম্পদের লভ্যতা এবং
- প্রকল্প বাস্তবায়নের কারিগরি সক্ষমতা

পাঁচ বছর সময়ের মধ্যে প্রতি বছর প্রণীত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ মধ্য মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশল বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক। তাই বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে অবশ্যই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে।

যেহেতু বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অংশবিশেষ, সুতরাং বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় একই ধরনের কিছু তথ্য থাকবে (উদাহরণস্বরূপ: জনসংখ্যা এবং আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত, পরিস্থিতিগত বিশ্লেষণ ইত্যাদি)। এই তথ্যসমূহ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাতে এমনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যাতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা না দেখে শুধু বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পড়েই (একটি স্ব- ব্যাখ্যামূলক ডকুমেন্ট (Document) যে কেউ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা লাভ করতে পারেন।

সেই সাথে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় উক্ত বছরের স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সবসময় প্রাসঙ্গিক এমন সকল হালনাগাদকৃত তথ্য ও উপাত্ত থাকা উচিত। এতে কিছু সম্ভাব্য চাহিদা ও সাড়া (Response) (উদাঃ দুর্যোগে সাড়া) এবং হালনাগাদকৃত পরিসংখ্যান তথ্য ও উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত থাকা প্রয়োজন। এছাড়া বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় যে সব তথ্য থাকা আবশ্যিক তা হলো উপজেলায় কোন্ কোন্ প্রকল্পে অর্থায়ন করা হবে (উদাহরণস্বরূপঃ উপজেলা পরিষদ কোন নির্দিষ্ট বছরে কোন্ প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে, কোন্ অভিজ্ঞ অর্জন করা হবে এবং কিভাবে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং পরিচালনা করা হবে)। এতে সুস্পষ্ট ফলাফল (Output) এবং বাস্তবায়ন কৌশলের বর্ণনাও থাকবে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অধীনে কোন্ কোন্ প্রকল্পে অর্থায়ন করা হবে তার তালিকা এবং প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ শুধুমাত্র বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাতেই থাকবে (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় থাকবে না)।

প্রাথমিকভাবে উপজেলা পরিষদের দায়িত্ব হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মতোই। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি টিজিপি'র কারিগরি সহায়তায় খসড়া বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। প্রকল্প বাছাই এর দায়িত্ব প্রকল্প বাছাই কমিটি পালন করবে। খসড়া বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা উপজেলা পরিষদের সাধারণ সভায় চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হবে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশিকা অনুসারে<sup>২২</sup> উপজেলা পরিষদকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত পরিকল্পনা অনুসারে সকল উন্নয়ন প্রকল্প (স্কিম) গ্রহণ করতে হবে।

উপজেলার অর্থ বছর অর্থাৎ ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আদর্শ (Standard) সময়কাল। সে কারণে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ প্রতি বছর এপ্রিল মাসে গ্রহণ করতে হবে। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হবে যাতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করার পরপরই বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা যায়।

### ৪.২ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের খাপসমূহ

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতির শুরুতেই অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি এবং টিজিপি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে। সারণী-৬ এ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রস্তাবিত কর্ম পরিকল্পনার

<sup>২২</sup> উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন নির্দেশিকার ধারা ৩, স্মারক নং- ১০৫৭, তারিখ ০২/১১/২০১৪

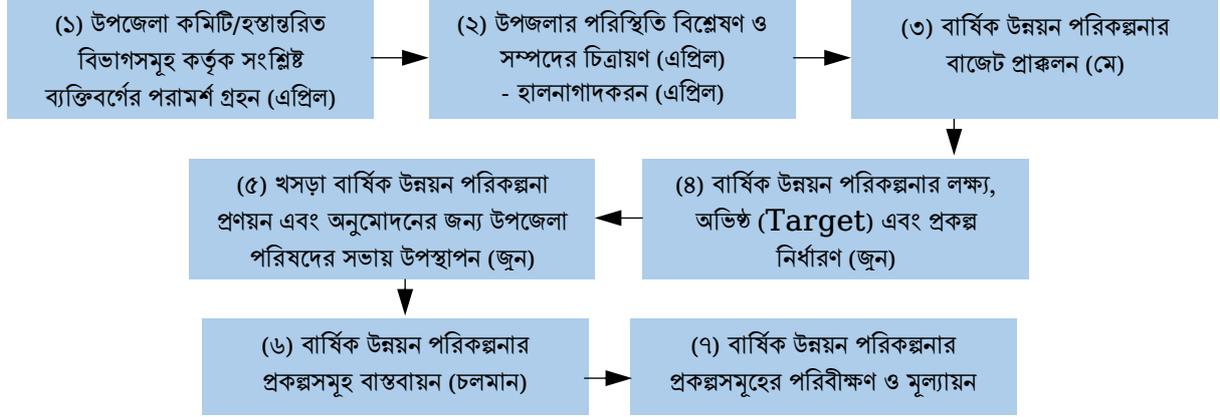
ফরম্যাট দেয়া হল। কর্ম পরিকল্পনাটি উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদন করতে হবে।

**সারণী ৬: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্ম পরিকল্পনা**

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সময়সীমা	মন্তব্য
সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে পরামর্শ	উপজেলা (ইউডিসিসি) ও পৌরসভা (টিএলসিসি) এর সহায়তায় হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ কর্মকর্তাবৃন্দ	চলমান	উপজেলা / ইউনিয়ন সমূহের চাহিদা নির্ধারণে হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহ কাজ করবে।
তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ	অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি, উপজেলা পরিষদ ও টিজিপি	চলমান	উপজেলা কমিটি এবং ইউনিয়ন সমূহের সামাজিক-অর্থনৈতিক তথ্য/উপাত্ত হালনাগাদ করবে।
সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে পরামর্শ	অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি / হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ ও পৌরসভা ও ইউনিয়ন	এপ্রিল	হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ / উপজেলা কমিটির নেতৃত্বে আলোচনা
উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও অগ্রাধিকার	অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি / হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ ও টিজিপি	এপ্রিল/মে	আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ
বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের জন্য বাজেটের অনুমোদন (প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, এমএন্ডই) সম্পদের উন্নয়ন এবং কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ	উপজেলা পরিষদ হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের সহায়তায় টিজিপি, ইউনিয়ন, পৌরসভা, এনজিও/সিএসও	এপ্রিল/মে মে	- ইউএনও / অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি একটি বাজেট প্রস্তুত করবে - হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করবে। টিজিপি অন্যান্য উৎস সংগ্রহ করবে।
খসড়া বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অভিন্ন নির্ধারণ এবং প্রকল্প নির্বাচন	টিজিপির সহায়তায় অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি	জুন	আলোচনা, বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং খসড়া
সংশ্লিষ্ট মহলের সাথে খসড়া বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা শেয়ার করা	অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটির সহায়তায় উপজেলা পরিষদ	জুন	অন্তর্ভুক্তি এবং অংশগ্রহণমূলক পরামর্শ নিশ্চিতকরণ
উপজেলা কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অনুমোদন	উপজেলা পরিষদ	জুলাই	সিদ্ধান্ত গ্রহণ
বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকাশ ও প্রচারণা	অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি ও টিজিপির সহায়তায় উপজেলা পরিষদ	আগস্ট	এলজিডি, ডিডিএলজি এবং উপজেলার জনগণের সাথে শেয়ার করা
বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন	হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ ও অন্যান্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা	চলমান	
বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি ও টিজিপি	চলমান	ত্রৈমাসিক পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী রিপোর্ট পেশ (Reporting)

কর্ম পরিকল্পনা অনুমোদন হওয়ার পরে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের যে মূল ধাপ গুলো অনুসরণ করা হবে নিম্নে তা উপস্থাপন করা হলো।

**চিত্র ৭: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রণয়নের মূল ধাপ**



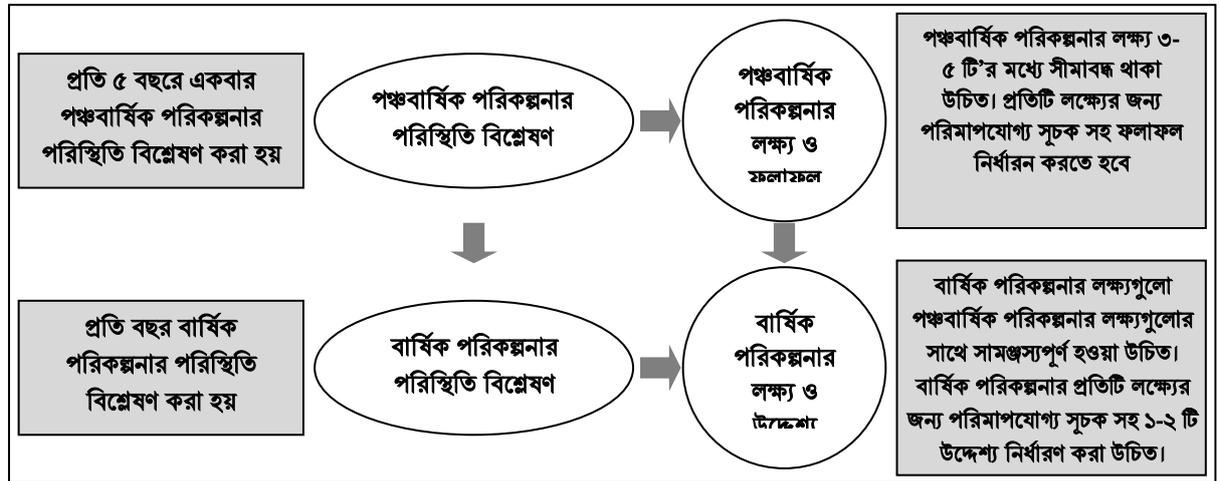
প্রতিটি ধাপের কর্মকাণ্ড আরো বিস্তারিত আকারে নীচে বর্ণনা করা হলো।

### (১) উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ হচ্ছে উপজেলার ‘বাস্তব অবস্থার একটি চিত্রায়ণ’। পরিস্থিতি বিশ্লেষণে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সন্নিবেশন এমনভাবে করতে হয় যাতে সম্ভাব্য সম্পদ ব্যবহার করে কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে তা সহায়তা করে। উপজেলা পরিষদকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পাশাপাশি প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাও প্রণয়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় ব্যবহার করতে পারে।

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া ও প্রয়োজনীয়তা আরো বিস্তারিতভাবে জানার জন্য, অধ্যায় ৩ (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এর পরিস্থিতি বিশ্লেষণ) দ্রষ্টব্য।

### পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক পরিকল্পনার আন্তঃসম্পর্ক



টিজিপি এর সহায়তায় অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি উপজেলা পরিষদের এই পরিস্থিতি বিশ্লেষণের কাজটি করবে। এ ক্ষেত্রে উপজেলার বর্তমান পরিস্থিতি জানার জন্য নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে:

- উপজেলার বিদ্যমান পরিস্থিতি কেমন? (উদাহরণস্বরূপ: বিভিন্ন খাতে উন্নয়ন চাহিদা ও উদ্ভূত সমস্যা সহ)
- পাঁচ বছরে পরিস্থিতি কেমন হতে পারে? (যেমন: ভাল বা খারাপ)
- এমতাবস্থায় এসব উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়/উদ্ভূত সমস্যা (Emerging Problems) সমাধানে উপজেলা কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে? (যেমন, বিভিন্ন খাতে সম্ভাব্য প্রকল্প/কার্যক্রম)
- উক্ত খাতের প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য কি পরিমাণ তহবিল প্রয়োজন? উপজেলার উক্ত খাতগুলিতে একই চ্যালেঞ্জ/সমস্যা

মোকাবেলার লক্ষ্যে কোনো চলমান/ভবিষ্যৎ প্রকল্প আছে কি? তারা কিভাবে একে অপরের পরিপূরক হতে পারে?

এই একই প্রশ্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সময়ও করা বাঞ্ছনীয়। যদি পরিস্থিতি অপরিবর্তিত থেকে যায় তাহলে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। যদি বর্তমান অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় বা আকস্মিকভাবে ঘটে যাওয়া কোন বিষয় বিবেচনার প্রয়োজন পড়ে তাহলে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণে তা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

একইভাবে, ভাল পরিস্থিতি বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন ব্যাপক জনসংখ্যা-বিষয়ক ও আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত এবং এর পাশাপাশি প্রয়োজন উপজেলার জনগনের চাহিদা নিরূপণ। এসংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত হস্তান্তরিত বিভাগসমূহও ইউনিয়ন পরিষদে পাওয়া যাবে। সুতরাং, এই আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের কাজটির দায়ভার হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের থাকবে এবং তারা সারা বছরজুড়ে ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার সাথে সমন্বয় করে উন্নয়ন চাহিদা নিরূপণ ও হালনাগাদ করার চেষ্টা করবে। এ কাজের জন্য ফরম্যাট ১ ও ৭ ব্যবহার করা যেতে পারে। একটি বছরে যদি হালনাগাদকৃত কোন তথ্য ও উপাত্ত থাকে তাহলে অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি অবশ্যই এই হালনাগাদকৃত তথ্য ও উপাত্ত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় ব্যবহার করবে।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নকালে, সম্পদ চিহ্নিতকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা উপজেলায় বছরে বেশ কয়েকটি প্রকল্প অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন করবে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রস্তুতিতে আর্থিক প্রক্ষেপণ ও উক্ত বছরের বাজেট প্রাক্কলনের জন্য, নিম্নোক্ত “বাজেটের সার-সংক্ষেপ” (সারণী ৭- ফরম্যাট ৪) ব্যবহার করা যেতে পারে।

**সারণী ৭: বাজেটের সার-সংক্ষেপ**

বিবরণ		বিগত বছরের (প্রকৃত)	চলতি বছরের বাজেট	পরবর্তী বছরের বাজেট
অংশ ১	রাজস্ব হিসাব/ প্রাপ্তি			
	রাজস্ব			
	মঞ্জুরি			
	মোট আয়			
	রাজস্ব হিসাব থেকে ব্যয়			
	রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি (ক)			
অংশ ২	সরকার প্রদত্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)			<u>পরিমাণ ঘ</u>
	অন্যান্য মঞ্জুরি ও অনুদান			
	মোট (খ)			
	মোট সম্পদ (ক + খ)			
	উন্নয়ন হিসাব থেকে ব্যয়			
	মোট বাজেট উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি			
	বিগত বছরের জের			<u>পরিমাণ গ</u>
সমাপনী জের				

সারণী ৭ (ফরম্যাট ৪) এ প্রদর্শিত গ ও ঘ হবে উক্ত বছরের সম্ভাব্য উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রাক্কলিত বাজেট। চলতি বছরের প্রকৃত বাজেট থেকে প্রত্যাশিত ব্যয় বিয়োগ করলে গ এর পরিমাণ বের করা সম্ভব। অন্যদিকে ঘ এর পরিমাণ হচ্ছে চলতি বছরের মোট এডিপি<sup>১০</sup> এর সমান<sup>১০</sup>। এটা হচ্ছে উক্ত বছরে উপজেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন অর্থায়নের জন্য মোট লভ্য সম্পদ।

সরাসরি উপজেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন উন্নয়ন সম্পদ উপজেলার উন্নয়নে মোট ব্যয়িত সম্পদের তুলনায় সীমিত। সাধারণত এটা উপজেলায় উন্নয়ন কার্যক্রমে ব্যয়িত মোট অর্থের ৫-১০ শতাংশ (আনুমানিক)। উপজেলা পরিষদ প্রদত্ত এই সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে এর সর্বোচ্চ ফলাফল নিশ্চিত করবে। অতএব, এক্ষেত্রে সুপারিশ করা হচ্ছে যে ইউনিয়ন পরিষদ ও হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ এর মধ্য ভালো সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ জাতীয় বা অন্যান্য উৎসের উন্নয়ন উদ্যোগের সাযুজ্য (Synergy) ও পরিপূরকতা

<sup>১০</sup> উপজেলা পরিষদের জন্য এডিপি বরাদ্দের পরিমাণ প্রতি বছর পরিবর্তন হতে পারে। বার্ষিক পরিকল্পনার জন্য বাজেট নির্ধারণের লক্ষ্যে গত বছর উপজেলা পরিষদকে প্রদানকৃত এডিপি-র সমপরিমাণ অর্থকে উপজেলা ব্যবহার করবে বলে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

নিশ্চিত করে উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে পারে। একইভাবে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় উপজেলা পরিষদকে অন্যান্য উৎসের মাধ্যমে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্প বা উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে। উদাহরণস্বরূপঃ একটি নির্দিষ্ট বছরে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ, এমপি, এনজিও, সিএসও এমনকি ব্যক্তি উদ্যোগে বাস্তবায়িতব্য সকল উন্নয়ন কার্যক্রমকে উপজেলা পরিষদের বিবেচনায় রাখতে হবে।

এক্ষেত্রে সুপারিশ করা যাচ্ছে যে উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এমন নতুন প্রকল্প প্রণয়ন করবে যেখানে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় আন্তঃ-ইউনিয়নের উন্নয়ন চাহিদার (পরিবেশ, দূর্যোগ, আন্তঃ-ইউনিয়ন অবকাঠামো) প্রতিফলন ঘটবে। এটি পরিস্থিতি বিশ্লেষণের সময়ও নির্ধারণ করা যেতে পারে।

নিম্নে সারণী ৮ এ উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন উৎসের নিরিখে সম্পদ চিহ্নিতকরণের উদাহরণ তুলে ধরা হলো।

**সারণী ৮: বিভিন্ন উৎস থেকে উপজেলার উন্নয়ন কার্যক্রম**

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	টার্গেট গ্রুপ ও ফলাফলসহ (Deliverables) সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ট এলাকা (জেলা/ উপজেলা/ ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ
<b>জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প</b>				
আমার বাড়ি আমার খামার	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পটি বাংলাদেশে এমডিজি অর্জনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা দারিদ্র বিমোচনের পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিলো। যেহেতু গ্রামীণ পরিবারের ৮০% এর বেশি হচ্ছে ক্ষুদ্র খামার ভিত্তির পরিবার, দারিদ্র বিমোচনের এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল ক্ষুদ্র কৃষকদের সম্পৃক্ত করে টেকসই ও ন্যায়সঙ্গতভাবে উন্নয়ন সাধন। এখন পর্যন্ত অনেক মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কম কারণ তাদের নিয়মিত আয়ের উৎস নেই; এই ধরনের মানুষদের আওতাভুক্ত করা এই প্রকল্পের অন্যতম একটি লক্ষ্য ছিল। এই প্রকল্পের প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২.৪৩ মিলিয়ন পরিবার।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৫ বছর
---	---	---	---	---
<b>স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প</b>				
প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে আসবাবপত্র সরবরাহ	শিক্ষা	ইউনিয়নের নিজস্ব রাজস্ব তহবিল থেকে ৪ টি ইউনিয়নের ৬ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬০ টি বেঞ্চ প্রদান করা হয়েছে	সুবর্ণ গ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ, হিজলাকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ, মালতি ইউনিয়ন পরিষদ, রৌধাপুর ইউনিয়ন পরিষদ।	১ বছর
---	---	---	---	---
<b>এমপি'র প্রকল্প</b>				
---	---	---	---	---
<b>এনজিও ও সিএসও'র প্রকল্প</b>				
নারীদের জন্য দর্জি প্রশিক্ষণ	সমাজ কল্যাণ	উপজেলার ৯ টি ইউনিয়নের ৯০ জন নারীকে প্রতিবছর একটি জাতীয় এনজিও 'বুপান্তর' এর পক্ষ থেকে বিশেষ দর্জি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।	উপজেলার অধীন সকল ইউনিয়ন	৩ বছর
---	---	---	---	---
<b>বেসরকারি খাতের অর্থায়নে উদ্যোগ</b>				
প্লাস্টিকের বালতি কারখানা	শিল্প	এটা গাজী গ্রুপ অব কোম্পানীর একটি প্রকল্প যেখানে ১০০ স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।	এটা তারাবো ইউনিয়নে অবস্থিত	-
---	---	---	---	---
<b>অন্যান্য প্রকল্প/ উন্নয়ন কার্যক্রম</b>				
স্কুল শিক্ষার্থীদের	স্বাস্থ্য	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীর জন্য	সকল ইউনিয়ন	২ বছর

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	টার্গেট গুপ ও ফলাফলসহ (Deliverables) সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা (জেলা/ উপজেলা/ ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ
জন্য হাত ধোয়া প্রশিক্ষণ		ইউনিসেফ'র সহায়তায় একটি কর্মসূচি এবং স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি এর ব্যবস্থাপনা করেছে। এর উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া।		

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা'র পরিস্থিতি বিশ্লেষণের জন্য উপজেলা পর্যায়ে ভাল টিমওয়ার্ক (Team Work) গুরুত্বপূর্ণ। উপজেলার বিদ্যমান কমিটিসমূহ খাত ভিত্তিক পর্যালোচনার জন্য কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। ইউনিয়নসমূহের সহযোগীতায় হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের পাশাপাশি ইউনিয়নের চাহিদা নির্ধারণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি এবং টিজিপি অন্যান্য উন্নয়ন অংশীদারদের সাথে নিবিড়ভাবে পরামর্শ করে সম্পদ চিহ্নিত করে একত্রিকরণের র কাজটি করতে পারে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণের জন্য ম্যানুয়ালের ফরম্যাট ১, ২ ও ৮ ব্যবহার করা যেতে পারে।

## (২) লক্ষ্য, উদ্দেশ্য<sup>১৪</sup> ও অভিষ্ঠ নির্ধারণ

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য (Goal), উদ্দেশ্য (Objectives) ও অভিষ্ঠ (Targets) নির্ধারণ করা উপজেলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই প্রক্রিয়ায়-

- উপজেলা পরিষদ স্বচ্ছ ও সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন করে যেটি সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে শেয়ার করা সম্ভব;
- বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় কোন্ কোন্ প্রকল্পকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অর্থায়ন করা হবে তার সরাসরি নির্দেশনা পাওয়া সম্ভব
- বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ এবং প্রতিবেদনের (Monitoring and Reporting) জন্য স্পষ্ট সূচক নির্ধারণ করা সম্ভব।

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ঠ এমনভাবে নির্ধারণ করবে যাতে উক্ত বছরে চিহ্নিত উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করা সম্ভব হয়। উপজেলার রূপকল্প এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রাধিকার খাতের লক্ষ্যসমূহ, উপজেলার বার্ষিক উন্নয়নের নির্দিষ্ট লক্ষ্য (Goal), উদ্দেশ্য (Objective) এবং অভিষ্ঠ (Target) নির্ধারণে নির্দেশকের ভূমিকা পালন করবে। উপরোক্ত উপায়ে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ঠ অনুসারে অগ্রাধিকার প্রকল্প/ স্কিম নির্বাচন করা সম্ভব হয়। ফরম্যাট ৯ (ম্যানুয়ালের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং পরিমাপযোগ্য সূচকসহ অভিষ্ঠ নির্ধারণের জন্য আদর্শ ফরম্যাট।

উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ঠ নির্ধারণের সময় এটা নিশ্চিত করবে যে এগুলো যাতে একটি অপরটির সাথে সঠিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এ ক্ষেত্রে উপজেলাকে নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করার সুপারিশ করা হচ্ছে:

- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও ফলাফল (Outcome) অনুযায়ী, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় নির্ধারিত বিভিন্ন শ্রেণীতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভাগ করতে হবে।
- প্রতিটি খাতে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অধিকতর নির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং ফলাফল অনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে। অন্য কথায়, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য সমূহ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও ফলাফল অর্জনে অবশ্যই অবদান রাখতে হবে।
- বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলিকে ভেঙে কতগুলো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বিভাজন করতে হবে।
- প্রত্যেক উদ্দেশ্যের জন্য নির্দিষ্ট বার্ষিক অভিষ্ঠ থাকবে যা কিনা পরিমাপযোগ্য সূচক।

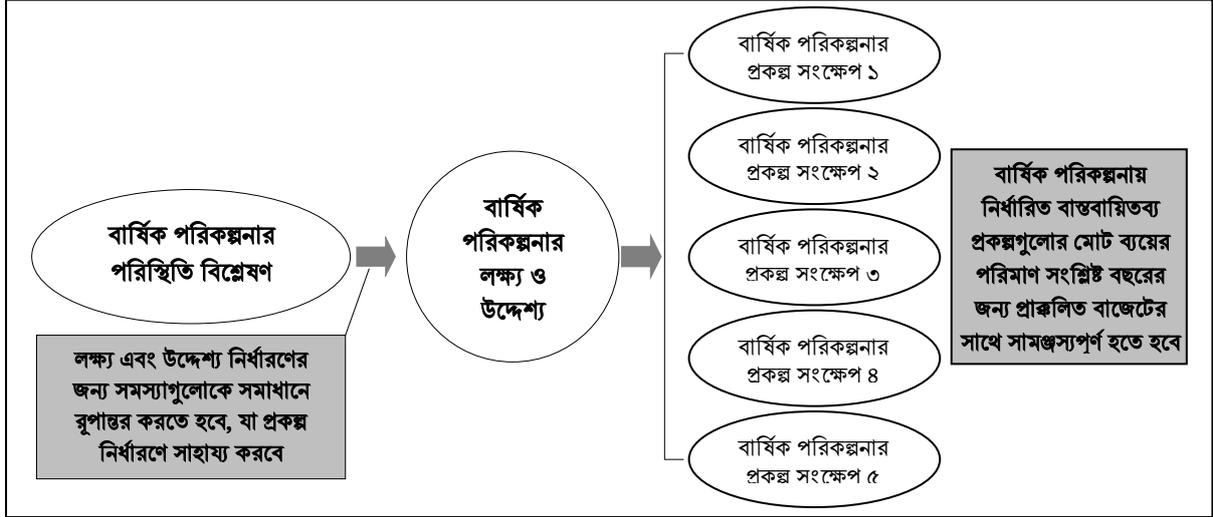
এটি লক্ষ্য রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিমাপযোগ্য অভিষ্ঠসমূহের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় তৈরি করে

<sup>১৪</sup> এখানে উদ্দেশ্য বলতে বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য গৃহীত কার্যক্রম (যেমন, স্কিম, প্রকল্প) বোঝাচ্ছে।

উপজেলা তার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অগ্রগতি এবং তা অর্জনের পরিমাণ পরিবীক্ষণ করতে পারে। এভাবে উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ করতে পারে এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলাফলও পরিমাপ করতে পারে।

অনেক উপজেলায় ইউনিয়ন ও অন্যান্য উন্নয়ন অংশীদারদের দ্বারা গৃহীত বেশ কয়েকটি প্রকল্প থাকতে পারে। অনেক উপজেলা তাদের গৃহীত নিজস্ব প্রকল্পের উপর ভিত্তি করেই বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণ করে। এটি উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে একটি ভুল চর্চা। সুতরাং এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনের নীতি নির্দেশক হিসেবে কাজ করবে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিত্ত নির্ধারণের পরেই কেবল উপজেলাসমূহ তাদের প্রকল্প নির্ধারণ করবে।

### বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের সাথে বার্ষিক পরিকল্পনার প্রকল্প/স্কিমের আন্তঃসম্পর্ক



### (৩) খসড়া বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন (এপি)

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় উপজেলা পরিষদকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এমনভাবে অনুসরণ করতে হবে যাতে করে রূপকল্পে বর্ণিত উদ্দেশ্য অর্জন করা যায়। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারি লক্ষ্য (Goals) ও প্রত্যাশিত ফলাফল (Expected Outcomes) কত উত্তমভাবে অর্জন করা সম্ভব সেই চেষ্টা করতে হবে। এছাড়াও উপজেলা পরিষদকে সংশ্লিষ্ট অংশীজন যেমন ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, এনজিও ও ব্যক্তিখাত ইত্যাদির সাথে যথার্থ সমন্বয় ও সহযোগিতা বজায় রাখতে হবে। এক্ষেত্রে মনে রাখা জরুরী যে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অংশীজনের অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

একটি স্ব-ব্যাখ্যাত (Self-Explanatory) ডকুমেন্ট (Document) হিসেবে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাতে উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশল সম্পর্কিত তথ্য সন্নিবেশিত থাকতে হবে। যদিও কিছু কিছু তথ্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অনুরূপ হতে পারে, তবুও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় পূর্ণাঙ্গ তথ্য থাকা উচিত। সে কারণে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সূচিপত্র হিসাবে নিচের ফরম্যাটটি ব্যবহার করার জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে।

- ১। মলাট
- ২। বাণী
- ৩। উপজেলার মানচিত্র
- ৪। জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ও আর্থ-সামাজিক মৌলিক তথ্য ও উপাত্ত (ফরম্যাট ১)
- ৫। পরিস্থিতি বিশ্লেষণ (ফরম্যাট ৩)
- ৬। উপজেলায় হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের উন্নয়ন কর্মসূচি (এটি অপরিহার্য নয় কিন্তু উপজেলা চাইলে তা অন্তর্ভুক্ত করতে পারে)
- ৭। বিভিন্ন উৎস থেকে গৃহীত উপজেলার উন্নয়ন কার্যক্রম (সম্পদের চিত্রায়ণ) (ফরম্যাট ২)
- ৮। বার্ষিক বাজেটের সার-সংক্ষেপ (ফরম্যাট ৪)
- ৯। রূপকল্প বিবরণী ও খাতওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে)
- ১০। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিত্ত (ফরম্যাট ৯)
- ১১। প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ (ফরম্যাট ১০)
- ১২। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা
- ১৩। প্রকল্প (স্কিম) প্রস্তাবনা (ফরম্যাট ১১)

টিজিপি'র সহায়তায় অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। তাই খসড়া বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায়, নিম্নোক্ত প্রশ্নের আলোকে সূচীর প্রত্যেক শিরোনামের (৪ থেকে ১০) বিপরীতে যৌক্তিকভাবে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি শিরোনামের আওতায় কিছু মৌলিক প্রশ্নের উত্তর থাকা দরকার যার মধ্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিতঃ

- এই ধাপে কি সিদ্ধান্ত (চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, সমাপ্তি, ইত্যাদি) গ্রহণ করা হয়েছে?
- সিদ্ধান্তটি কিভাবে এবং কেন গ্রহণ করা হয়েছে (বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা, সভা, ইত্যাদি)?

কাদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা হয়েছে (ইউনিয়ন, হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ, সিএসও, এনজিও, জনসাধারণ, ইত্যাদি)?

উপরোক্ত ধাপসমূহের যৌক্তিক ক্রম ঠিক রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি ধাপ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং পরিমাপযোগ্য অভিত্ত অর্জনে সাহায্য করবে। এটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় একটি নির্দিষ্ট বছরে অর্থায়নকৃত প্রকল্প/ক্রিয়াকর্মগুলোর তালিকা অবশ্যই থাকতে হবে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং অভিত্তগুলো প্রকল্প/ক্রিয়াকর্ম বাছাই করার নিয়ামক। কিন্তু এটি উল্টোভাবে করা উচিত নয় অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে আগে থেকেই বাছাইকৃত প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং অভিত্ত নির্ধারণ করা যাবে না।

প্রায়শই দেখা যায় যে বেশিরভাগ উপজেলায় বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় বরাদ্দ দেয়ার জন্য ইউনিয়ন সমূহকে তাদের প্রকল্প প্রস্তাব জমা দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় আদতে, এটা একটা রীতি হয়ে গিয়েছে যে প্রকল্পে অর্থায়ন করার জন্য বেশিরভাগ উপজেলায় বার্ষিক বাজেটকে সব ইউনিয়নের মাঝে সমান ভাগে ভাগ করে দেয়া হয়। এটি মাথায় রাখতে হবে যে এর কোনও আইনি ভিত্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই। সুতরাং উপজেলা পরিষদের উচিত এই আপাত অদক্ষ অনুশীলনটি বন্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করা। বরং, ইউনিয়ন পরিষদের প্রয়োজনের যথাযথ মূল্যায়নের ভিত্তিতে সম্পদ বিতরণ করা উচিত। উন্নয়ন পরিকল্পনার দৃষ্টিকোণ থেকে যে প্রকল্পসমূহ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়া , যা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং যেখানে উন্নয়নের প্রয়োজনকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। উপজেলা পরিষদগুলোর উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রকে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অংশগ্রহণমূলক করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে সুপারিশ করা হচ্ছে যাতে উন্নয়ন পরিকল্পনায় গৃহীত সিদ্ধান্তে সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থের প্রতিফলন হয়।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্থায়নকৃত সমস্ত প্রকল্পের জন্য সকল উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনার একটি তালিকা তৈরি করে রাখা উপজেলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ যেন প্রয়োজনে সারা বছর ধরে তা ব্যবহার করা যায়। প্রকল্প প্রস্তাবসমূহের মান বজায় রাখার জন্য উপজেলার প্রতিটি অংশীজনকে প্রকল্প প্রস্তাব কিভাবে প্রস্তুত করতে হয় তার উপর পর্যায়ক্রমিক প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে। উপজেলা প্রকৌশলী এই ক্ষেত্রে প্রশিক্ষকের কাজ করতে পারেন এবং উক্ত প্রশিক্ষণের রূপরেখা (Outline) হিসেবে প্রকল্প প্রস্তাবনা ফরম্যাট (ফরম্যাট ১১) ব্যবহার করতে পারেন। এইভাবে, উপজেলা সারা বছর জুড়ে অর্থায়ন-যোগ্য উপযুক্ত প্রকল্প প্রস্তাব পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারে।

প্রকল্প সার-সংক্ষেপ (ফরম্যাট ১০) শুধুমাত্র অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করবে যা উপজেলার বার্ষিক আর্থিক সম্পদ দ্বারা অর্থায়ন করা যাবে। এতে এমন কোন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা উচিত না যার অর্থায়ন উপজেলার এক বছরেম প্রাপ্ত সম্পদের দ্বারা করা সম্ভব নয়। তবে এরূপ প্রকল্পসমূহকে অপেক্ষমাণ প্রকল্প (Pipeline Project) হিসাবে আলাদাভাবে তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে। যদি অন্য কোন উৎস থেকে উপজেলায় অতিরিক্ত তহবিল আসে তখনই শুধু এই অপেক্ষমান প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হবে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় এমন প্রকল্প/ক্রিয়াকর্ম রাখা যাবে না যা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতার বাইরে (রূপকল্প বিবৃতি এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য)।

প্রকল্প নির্বাচন কমিটি (পিএসসি) বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অগ্রাধিকার প্রকল্প/ক্রিয়াকর্ম বাছাইয়ের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। বর্তমানে অধিকাংশ প্রকল্পই একবছর মেয়াদের। যদিও কোন কোন অগ্রাধিকার প্রকল্প বাস্তবায়নে এক বছরের বেশি সময় লাগতে পারে। সেক্ষেত্রে, উপজেলা পরিষদকে ঐ প্রকল্পসমূহের অর্থায়ন নিশ্চিত করার জন্য বাজেটে আলাদা করে অর্থ বরাদ্দ করে রাখতে হবে।

#### (৪) খসড়া পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য উপজেলা পরিষদের সভায় উপস্থাপন

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাটির খসড়া প্রস্তুত করার পরে উপজেলা পরিষদ উক্ত খসড়া পরিকল্পনা সংসদ সদস্য, জেলা প্রশাসক, ডিডিএলজি, ইউনিয়ন পরিষদসমূহ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যালয়ে প্রেরণ করবে এবং জনমত ও মন্তব্য গ্রহণের জন্য তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে। খসড়া পরিকল্পনার একটি অনুলিপি উপজেলা পরিষদের নোটিশ বোর্ডে জনমত ও মন্তব্য গ্রহণের জন্য টানাতে হবে।

খসড়া পরিকল্পনাতে প্রাপ্ত মতামত (Feedback) বিশ্লেষণ পূর্বক উপজেলা পরিষদের পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পরে চূড়ান্ত সংস্করণে তা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

#### (৫) বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন এবং বাস্তবায়নের জন্য তহবিল বরাদ্দ করা

উপজেলা পরিষদ এর সাধারণ সভায় বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন করবে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রাক্কলিত বাজেট থেকে অর্থায়ন সম্ভব এমন সকল প্রকল্প পরিষদ পর্যালোচনা ও অনুমোদন করবে। এটি নীতিগতভাবে অপেক্ষমাণ (Pipeline) তালিকায় থাকা প্রকল্পগুলিকে অনুমোদন করবে। ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে শুধুমাত্র অতিরিক্ত তহবিলের ব্যবস্থা হলেই উক্ত বছরে সেই প্রকল্পগুলোতে অর্থায়ন করা যাবে।

#### ৪.৩ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদনের পর উপজেলা পরিষদ উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প/স্কিম বাস্তবায়ন করবে। সময়মত বাস্তবায়ন উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সরকারী ক্রয় বিধিমালা (Public Procurement Rules) অনুযায়ী ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকল্প/স্কিম বাস্তবায়ন শুরু হবে।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত সকল প্রকল্প/ স্কিম/ কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রাথমিক দায়িত্ব উপজেলা পরিষদের। যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উচ্চস্তরের কারিগরি ও তত্ত্বাবধান সক্ষমতা প্রয়োজন সে সকল ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ যেমন এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলীর সহায়তা চাইতে পারে।

উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা, নভেম্বর ২০১৪ এর অনুচ্ছেদ ৮ সুপারিশ করে যে উপজেলা পরিষদ দরপত্র/ খোলা দরপত্র বা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। অনুচ্ছেদ ৮ এর অন্যান্য দফা উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পর্কিত।

- ৮.১) প্রকল্প চূড়ান্ত বাছাই করার পরে উপজেলা পরিষদ কর্তৃক বরাদ্দকৃত সম্পদ বিবেচনা করে সরকারী ক্রয় আইন ২০০৬ এবং সরকারী ক্রয় বিধিমালা ২০০৮ অনুসরণ পূর্বক দরপত্র আহ্বান করে, ঠিকাদার নির্বাচন করে, যত দূর সম্ভব কার্যাদেশ জারি করবে এবং প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। বিলম্ব এড়াতে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে উপজেলা পরিষদ উক্ত বছরে বাস্তবায়নযোগ্য সমস্ত প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য একবারে দরপত্র আহ্বান করতে পারে।
- ৮.২) প্রকল্পগুলি এমনভাবে পরিকল্পিত হওয়া উচিত যে সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে সকল উন্নয়নমূলক কাজ ৩১ মে এর মধ্যে বাস্তবায়িত হয়।
- ৮.৩) কোন প্রকল্প নবায়নের খরচ এবং বিশেষ মেরামতের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট খাতওয়ারী বরাদ্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা, নভেম্বর ২০১৪ এ উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়নের ধরণ সুনির্দিষ্ট করেছে। ২, ০০, ০০০ টাকা বা এর কম অর্থ ব্যয় হবে এমন প্রকল্প, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির ৭-৯ জন সদস্য দ্বারা বাস্তবায়িত হবে, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি যার সভাপতি থাকবেন এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হবে (অনুচ্ছেদ ১০.২)। উপজেলার সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারাও প্রকল্প কমিটির সদস্য হতে পারেন যদি তা উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। নতুন নির্দেশিকা অনুসারে এক বছরের মধ্যে এডিপির মোট বরাদ্দের ৩০ শতাংশেরও বেশি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি দ্বারা বাস্তবায়ন করা যাবে না (অনুচ্ছেদ ১০.৩)। সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে অনুমোদন পাবে। কোন ব্যক্তি একই সাথে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি হতে পারবেন না (অনুচ্ছেদ ১০.৩)। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি মোট ব্যয়ের জন্য উপজেলা পরিষদের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে (উপজেলা ১০.৪)।

অর্থবছরের শুরুতে প্রকল্পসমূহের সময়মত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য উপজেলা পরিষদ দুটি বিষয় লক্ষ্য রাখবে: ১) বছরব্যাপী উচ্চ মানসম্মত প্রকল্প প্রস্তাবের লভ্যতা (Availability) নিশ্চিত করা; ২) অর্থ বছরের শুরুতে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকল্পে বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা।

প্রকল্প প্রস্তাবসমূহের গুণগত মান বিবেচনা করে প্রায়শই দেখা যায় যে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অনুমোদিত প্রকল্পগুলো দরপত্র আহ্বান বা বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুত কিন্তু তাদের অতিরিক্ত কিছু কারিগরি সহায়তা প্রয়োজন। এই কারণে অর্থ-বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হয়। অতএব, উপজেলা পরিষদ একটি পদ্ধতি তৈরি করবে যেখানে পালাক্রমিক প্রক্রিয়ায় (Roster System) বছর জুড়ে প্রকল্প প্রস্তাব আসতে থাকবে। এ প্রকল্প প্রস্তাবসমূহের গুণগত মান এমনভাবে বজায় রাখতে হবে যেন অনতিবিলম্বে অথবা যখনই প্রয়োজন তখনই দরপত্র আহ্বান করে কাজ করা সম্ভবপর হয়। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে বছর জুড়ে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ'র কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন কর্মীরা প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবে।

সাধারণত, এডিপি তহবিল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিলম্ব ঘটে। কখনও কখনও মন্ত্রণালয় কর্তৃক এডিপি তহবিলের বিতরণে পদ্ধতিগত বিলম্বের কারণে উপজেলার এডিপি তহবিল পেতে বিলম্ব ঘটে থাকে। অর্থ-বছরের শুরুতে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের বাজেট নিশ্চিত করা উপজেলা পরিষদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। উপরোক্ত বিলম্বের ঘটনার প্রেক্ষিতে যদি এডিপির প্রথম কিস্তি ছাড় নাও হয়ে থাকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

সময়মত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে উপজেলা পরিষদ বিগত বছরের রাজস্ব উদ্বৃত্তকে চলতি অর্থ-বছরের শুরুতে ব্যবহার করতে পারে।

## ৪.৪ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা

উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সার্বক্ষণিক পরিবীক্ষণ করবে। উপজেলা চেয়ারম্যান বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণে প্রধান ভূমিকা পালন করবেন, ইউএনও এ কাজে তাকে সহযোগিতা করবেন (এই প্রক্রিয়াটি সেকশন ৪.৪.২ তে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে)। বাস্তবায়নকারী সংস্থার কাছ থেকে প্রাপ্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়ে পরিশেষে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে টিজিপি অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটিকে সহায়তা করবে (ফরম্যাট ১২)। উপজেলা পরিষদের সভায় উপজেলা পরিষদ প্রকল্পসমূহ / ক্ষিমসমূহ পর্যালোচনা করবে। অভিস্ট সুচক ও প্রত্যাশিত সময়সীমার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। পরিষদ পরিবীক্ষণের ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুসারে কোন প্রকল্প বাতিল করা অন্য প্রকল্পে সম্পদ স্থানান্তর করার (নেতুন জরুরী প্রয়োজন, চাহিদা বা অগ্রাধিকার) সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পর্যালোচনা পদ্ধতি ও সময়সীমা বাজেট প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত। এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে বাজেট ও পরিকল্পনার সমন্বয় নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী। প্রতিবছরের এপ্রিল মাসের মধ্যে উপজেলা পরিষদের বাজেট প্রণয়নের পূর্বে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পর্যালোচনা ও সংশোধন করতে হবে। প্রয়োজন অনুসারে উক্ত অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের সাথে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সংশোধন করা যেতে পারে। উক্ত সংশোধনী উপজেলা পরিষদের সভায় অনুমোদিত হতে হবে।

### ৪.৪.১ উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের উদ্দেশ্য

উপজেলা পরিষদ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ করবে।

উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা) জন্য, উপজেলার যথাযথ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি থাকতে হবে। এটা উপজেলা পরিষদকে নিম্নোক্তভাবে সাহায্য করে:

- ১। সরকারের বিধিমালা ও প্রবিধি মেনে চলার জন্য<sup>১৫</sup>;
- ২। নিয়মিত ও পদ্ধতিগতভাবে প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা বিশেষ করে তাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কর্মদক্ষতা (Performance) সুচক/ প্রত্যাশিত ফলাফলের সাথে তাদের কর্মদক্ষতা (Performance) ও ফলাফল মূল্যায়ন।
- ৩। উপজেলা বরাদ্দকৃত তহবিলের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং এডিপি কার্যকর ব্যবহার সম্পর্কে সরকারের কাছে প্রতিবেদন পেশ; এবং
- ৪। ভবিষ্যত উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং কৌশলের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি উপজেলা পরিষদ এবং অন্যান্য উন্নয়ন অংশীদারকে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে সহায়তা করে:



চিত্র ৮: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে চিহ্নিত বিষয়াদি

<sup>১৫</sup> উপজেলা পরিষদ আইন (সংশোধিত ২০০৯, ২০১১ এবং ২০১৫) এবং উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা

উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের এমন একটি পদ্ধতি গড়ে তোলা প্রয়োজন যা সরকারের সামগ্রিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই পরিবীক্ষণ জাতীয় সরকার, স্থানীয় সরকার এবং উন্নয়ন অংশীদারদের বিভিন্ন স্তরে সুশাসন (Governance) ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্য পূরণে সহায়তা করে। এটি সরকারের বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধানসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়<sup>১৬</sup>।

এই প্রেক্ষিতে বলার অপেক্ষা রাখে না যে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অবশ্যই একটি পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া থাকা প্রয়োজন যা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার নির্ধারিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অর্জনের আলোকে অর্জিত ফলাফল প্রতি ত্রৈমাসিকে নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

একইভাবে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ উপজেলার উন্নয়নের জন্য স্থিরকৃত রূপকল্প ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। তাই উপজেলা পরিষদ তার দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে নির্ধারিত সময়ে নিয়মিত বৈঠকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং ফলাফল পর্যালোচনা করবে।

### ৪.৪.২ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অধীনে অর্থায়ন করা প্রকল্প / প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় তালিকাভুক্ত প্রকল্পগুলো বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং অর্জনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা দেখা অত্যন্ত জরুরী। উপজেলা পরিষদের সকল অংশীদারদের এ বিষয়ে একমত হওয়া উচিত এবং এটা উপজেলা পরিষদের বৈঠকে অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। এটি নিশ্চিত করা প্রকল্প বাছাই কমিটির দায়িত্ব। যখন অর্থ (এডিপি) পাওয়া যাবে, তখন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প/প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত নিয়ম ও নির্দেশিকা অনুসারে সময়মত বাস্তবায়ন করতে হবে<sup>১৭</sup>। প্রকল্প পর্যালোচনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি বা উপজেলা প্রকৌশলী দ্বারা প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন এবং তা নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করা প্রয়োজন। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে উপজেলা চেয়ারম্যান প্রধান ভূমিকা পালন করবেন এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাকে সবরকম সহায়তা প্রদান করবেন যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এবং উপজেলা প্রকৌশলী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত অগ্রগতি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি টিজিপি সহায়তায় বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ত্রৈমাসিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করবে। তারপর ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদের নিয়মিত বৈঠকে পর্যালোচনার জন্য উপজেলা পরিষদের কাছে এটা জমা দিবে। উপজেলা পরিষদ নিয়মিত সভায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে (অক্টোবর, জানুয়ারি ও এপ্রিল মাসে) এই প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবে। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন মতামত/ বা সুপারিশ উন্নতি/বা পরিবর্তনের জন্য ইউএনওর মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এবং/অথবা উপজেলা প্রকৌশলীকে জানানো হবে বলে আশা করা হচ্ছে। উপজেলা পরিষদের ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনটির বিশদ পর্যালোচনা করার পরে এটি সময়মতো ডিডিএলজি অফিসে প্রেরণ করতে হবে। ডিএলজি এবং এলজিডি-কে ডিডিএলজি উক্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করবে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এবং উপজেলা প্রকৌশলী বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের যে সকল বর্ণনামূলক অগ্রগতি প্রতিবেদন জমা দিবে, তা থেকে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ করা এবং তার বিশ্লেষণ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের অংশ। টিজিপি সহায়তায় অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অগ্রগতি চিহ্নিত করবে এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে এর সাফল্য বিশ্লেষণ করবে। তাঁরা বাজেট বরাদ্দের নিরিখে ব্যয় পরীক্ষা করবে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন (ফরম্যাট ১২) সংকলন ও আনুষ্ঠানিক বৈঠকে তা পর্যালোচনা করে উপজেলা পরিষদের কাছে তা পেশ করবে।

উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। এক্ষেত্রে, নিম্নোক্ত বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করা প্রয়োজন:

- ক) পরিকল্পিত কার্যক্রম অনুযায়ী অগ্রগতি (কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে তার বিবরণসহ);
- খ) সম্ভাব্য বার্ষিক বাজেটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার (উক্ত সময় পর্যন্ত ব্যয়);
- গ) বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং অর্জনের পূরণে অবদান;

<sup>১৬</sup> উপজেলা পরিষদ আইন (সংশোধিত ২০০৯, ২০১১ এবং ২০১৫) এবং উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা

<sup>১৭</sup> উপজেলা পরিষদ আইন (সংশোধিত ২০০৯, ২০১১ এবং ২০১৫) এবং উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকার ধারা ৫, ৮, ৯, ১০।

ঘ) প্রয়োজনে প্রকল্পসমূহের পুনর্বিবেচনা এবং/অথবা স্থগিতকরণ এবং/অথবা উক্ত বরাদ্দ অন্য উদ্দেশ্যে বা অন্য প্রকল্পে বরাদ্দ করার জন্য সিদ্ধান্ত (উদাঃ নতুন আকস্মিক কোন চাহিদা, অগ্রাধিকার বা জরুরী অবস্থার প্রেক্ষিতে)।

একইভাবে, প্রকল্প/স্কিম বাস্তবায়নের শেষে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি/উপজেলা প্রকৌশলী প্রতিটি প্রকল্প/স্কিম এর পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রকাশ করবে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি টিজিপি'র সহায়তায় বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অর্জন সূচকগুলির বিপরীতে অগ্রগতি বিশ্লেষণ করে বার্ষিক কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন সংকলন করবে এবং উপজেলা পরিষদের সভায় (জুলাই মাসে) পর্যালোচনার জন্য উপস্থাপন করবে।

চূড়ান্ত বার্ষিক প্রতিবেদনটি উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পর্যালোচনা ও অনুমোদিত হওয়ার পরে প্রতিবেদনটি ডিডিএলজির কাছে জমা দিতে হবে, যিনি জুলাই মাসে এই প্রতিবেদনটি ডিএলজি এবং এলজিডি'র কাছে প্রেরণ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নের শেষে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি/উপজেলা প্রকৌশলী চূড়ান্ত প্রতিবেদন অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটিকে জমা দিবে যা ঐ কমিটি টিজিপি'র সহায়তায় সংকলিত করে বার্ষিক সমীক্ষা প্রতিবেদন (ফরম্যাট ১৩) প্রস্তুত করবে। এবং এই প্রতিবেদনটি আনুষ্ঠানিক বৈঠকে পর্যালোচনা করার জন্য উপজেলা পরিষদে জমা দিতে হবে। উপজেলা পরিষদের সভায় বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা মূল্যায়নে জড়িত বিষয়সমূহ হচ্ছে:

- ক) ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলো নির্ধারিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে পেরেছে কিনা তা মূল্যায়ন করা;
- খ) প্রকৃত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে সম্পদসমূহ কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করা;
- গ) বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সামগ্রিক লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ করা; এবং
- ঘ) এই প্রক্রিয়ায় লক্ষ শিখন যা পরবর্তী বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে লাগানো।
- ঙ) উপজেলার নাগরিকদের কাছে উপজেলা পরিষদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

উপরে গ) তে বর্ণিত, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পাদন প্রতিবেদনের বর্ণনামূলক অংশের জন্য (ফরম্যাট ১৩) ব্যবহার করতে হবে। এটি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যায়ে সামগ্রিক পর্যালোচনায় বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অর্জন করেছে কিনা এবং ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা থেকে গুরুত্বপূর্ণ কোনো শিখন রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। নিম্নে ফরম্যাট ১৩ এর বর্ণনামূলক অংশের একটি নমুনা প্রদান করা হলো।

#### বর্ণনামূলক সারসংক্ষেপঃ

- বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ১ এর আওতায় কর্ম সম্পাদনের সামগ্রিক অবস্থাঃ
  - ☞ লক্ষ্য ১ এর আওতায়, \_\_ লক্ষ টাকা ব্যয়ে \_\_ টি প্রকল্প সম্পাদিত হয়েছে।
  - ☞ ২০\_\_/২০\_\_ অর্থবছর শেষে, ১ নং উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মোট ১৮ টি প্রকল্প সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রতিটি প্রকল্পের ফলাফল লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করেছে। এটি লক্ষনীয় যে ২ টি প্রকল্প প্রাথমিকভাবে পরিকল্পিত লক্ষ্য অতিক্রম করেছে। অতএব, সামগ্রিক উদ্দেশ্য ১ সন্তোষজনকভাবে পূরণ হয়েছে।
  - ☞ উদ্দেশ্য ২ এর আওতায় \_\_ টি প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়েছিলো। সবগুলো প্রকল্পই সম্পাদিত হয়েছে এবং প্রকল্পগুলোর প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। তাই, ২০\_\_/২০\_\_ অর্থবছর শেষে উদ্দেশ্য ২ সন্তোষজনকভাবে পূরণ হয়েছে।

- বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ২ এর ব্যাপারে কর্ম সম্পাদনের সারসংক্ষেপ এর সামগ্রিক অবস্থাঃ

☞

#### শিখনঃ

- ইউনিয়ন থেকে প্রাপ্ত অল্প কিছু প্রকল্প প্রস্তাবের মান ভাল ছিল। দরপত্র প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া দ্রুততর করে উন্নত করা প্রয়োজন। ইউনিয়নের কর্মকর্তাগণ প্রকল্প প্রস্তাবনা ফরম্যাট যথাযথভাবে পূরণ করতে পারছেন না বিধায় উপজেলা প্রকৌশলী কর্তৃক ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রকল্প শীট প্রণয়ন করার প্রশিক্ষণ প্রদান করার সুপারিশ করা হচ্ছে।
- এডিপি'র প্রথম কিস্তি প্রাপ্তির বিলম্বের কারণে প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়েছে। উপজেলা পরিষদ বছরের শুরুতে পরিকল্পনার কিছু প্রকল্পের অর্থায়ন করার জন্য রাজস্ব উদ্বৃত্ত ব্যবহারের অনুমোদন দিতে পারে।

একই সাথে, ক) এর ক্ষেত্রে বার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসম্পাদন প্রতিবেদনের পরবর্তী অংশের জন্য (ফরম্যাট ১৩) ব্যবহার করতে হবে। প্রকল্পটি তার আনুমানিক বাজেট ব্যবহার করে প্রাথমিক লক্ষ্য অর্জন করেছে কিনা তা দেখার জন্য প্রতিটি স্বতন্ত্র প্রকল্পের একটি পর্যালোচনা এটি। লক্ষ্যমাত্রা (Target) এবং বাজেট উভয়ই শতাংশ দ্বারা পরিমাপ করা হয়। যদি কোনও প্রকল্প তার লক্ষ্য বা বাজেটের চেয়ে বেশি হয়ে যায় তবে কেন এটি হয়েছে তা স্পষ্ট করার জন্য একটি সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে হবে। এটি নাগরিকদের কাছে উপজেলা পরিষদের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার একটি উপায়। প্রতিটি প্রকল্প/স্কিম এর প্রতিবেদনের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনের প্রতিবেদনের পরবর্তী অংশটুকু নিম্নে প্রদান করা হলো।

নং	বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ	খাত	বার্ষিক পরিকল্পনার উদ্যোগ/ কার্যক্রম সমূহ	অভীষ্ট সূচক (Target Indicator)	সম্পাদনের বাস্তবিক অবস্থা	বার্ষিক পরিকল্পনার প্রকল্প শিরোনাম	অদ্যাবধি অর্জিত (লক্ষ্য অর্জনের %)	বাজেট/অদ্যাবধি মোট বরাদ্দ (%) (টাকা)
১	স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধ এবং শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করণ	শিক্ষা	১. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুপুরের খাবারের জন্য টিফিন বস্ত্র সরবরাহ করা	__ জন ছাত্রের মধ্যে টিফিন বস্ত্র বিতরণ	__ জন শিক্ষার্থী	১। উপজেলার সকল ইউনিয়নে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য টিফিন বস্ত্র সরবরাহ করা	__ জন শিক্ষার্থী	২৫০,০০০/ ২৫০,০০০ (১০০%)
			২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্রীড়া উপকরণ প্রদান	__ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ক্রীড়া উপকরণ ক্রয় এবং বিতরণ	__ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১। ২ টি ইউনিয়নের __ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা	__ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০০,০০০/ ১০০,০০০ (১০০%)
					২। ১ টি ইউনিয়নের __ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা	__ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০০,০০০/ ১০০,০০০ (১০০%)	
					৩। ২ টি ইউনিয়নের __ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা	__ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০০,০০০/ ১০০,০০০ (১০০%)	
					৪। ১ টি ইউনিয়নের __ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা	__ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০০,০০০/ ১০০,০০০ (১০০%)	

উপরের ঘ) এর জন্য উপজেলা বিগত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন থেকে প্রাপ্ত শিখন সমূহ অনুধাবন করার চেষ্টা করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে শিখন সমূহ বিশ্লেষণের জন্য নীচের সারণীটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

ফলাফল (বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে কি শিখেছি)	উন্নতির নির্দেশকসমূহ (আপনার উপজেলা শেষ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন থেকে শিখনের মাধ্যমে কি কি ক্ষেত্রগুলি উন্নত করতে পারে)

এটি করার সাথে সাথে উপজেলা পরিষদ বিগত বছরের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কালে যে সকল সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল তা সহজেই সনাক্ত করতে সক্ষম হবে এবং সেই সমস্যাগুলি কাটিয়ে ওঠার উপায় সম্পর্কেও ধারণা লাভ করতে পারে। সবশেষে, অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি এবং টিজিপি থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের সহায়তায় ইউএনও একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করে তা চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য বছর শেষে উপজেলা পরিষদের সভায় পেশ করবেন।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ এবং প্রতিবেদন তৈরির সামগ্রিক কর্মপ্রবাহ নীচে চিত্র ৯-এ দেখানো হলো:



আগেই বলা হয়েছে যে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষন প্রতিবেদন বার্ষিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন এবং এগুলো থেকে প্রাপ্ত শিখন পরবর্তী বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের প্রস্তুতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই পরিবীক্ষন উপজেলার বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত হওয়া প্রয়োজন যাতে পরিকল্পনা ও বাজেট সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে।

#### **বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষন ফরম্যাট**

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবীক্ষন ও মূল্যায়নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে উপজেলা পরিষদ প্রস্তাবিত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষন প্রতিবেদন ফরম্যাট (ফরম্যাট ১২) এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার বার্ষিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন (ফরম্যাট ১৩) ব্যবহার করতে পারে। টিজিপির সহায়তায় অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি এই পরিবীক্ষন প্রতিবেদন তৈরি করবে।

## পরিশিষ্ট

**সূত্র ১- অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটির সদস্য ও তাদের কার্যাবলী**

সম্পর্কিত বিভাগসমূহ	উপজেলায় কোন সংশ্লিষ্ট বিভাগ নেই। উপজেলা পরিষদ অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটির সদস্যদের নির্ধারণ করবে।
সদস্য সচিব কার্যাবলী	ইউএনও / উপজেলা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত কোন কর্মকর্তা ক) উপজেলা পরিষদের আয়ের উৎসসমূহ হতে অর্থ প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য পরিষদকে পরামর্শ প্রদান করা। খ) উপজেলা পরিষদের বার্ষিক ও দীর্ঘ মেয়াদী/বহুবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য অন্য সকল কমিটির কাছ থেকে প্রস্তাব সংগ্রহ করা এবং উপজেলা পরিষদের জন্য খসড়া বার্ষিক ও দীর্ঘ মেয়াদী/বহুবার্ষিক পরিকল্পনার প্রণয়ন করা। গ) স্থানীয় সম্পদ আহরণের সম্ভাব্য খাতসমূহ চিহ্নিত করে সম্পদ আহরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে উপজেলা পরিষদকে সহায়তা প্রদান করা। ঘ) বার্ষিক বাজেটে বিবেচনার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চাহিদা সংগ্রহের জন্য প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে সভা আয়োজনে উপজেলা পরিষদকে সহায়তা প্রদান করা। ঙ) উপজেলা পরিষদের বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনার জন্য উন্মুক্ত সভা আয়োজনে পরিষদকে সহায়তা প্রদান করা।

**রেফারেন্স:** স্থানীয় সরকার বিভাগের ফেব্রুয়ারি ১৫, ২০২১ তারিখের পরিপত্র (উপজেলা পরিষদের কমিটির কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা), যার স্মারক নম্বর ৪৬.০০.০০০০.০৪৫.১৮.০১৬.২০১৯-১১৭

**সূত্র ২- পরিকল্পনা সংক্রান্ত কারিগরি দল (টিজিপি) সদস্য ও তাদের কার্যাবলী**

সদস্যবৃন্দ	<ul style="list-style-type: none"> <li>এটি একটি অনানুষ্ঠানিক কারিগরি দল। উপজেলা পরিষদ অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র, দক্ষতা সেট এবং জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে টিজিপির সদস্য সংখ্যা এবং গঠন নমনীয়ভাবে নির্ধারণ করতে পারে। এখানে সুপারিশ করা হয় যে, টিএলডি (মূল উন্নয়ন খাত, উপজেলা প্রকৌশলী, ইত্যাদি) এবং উপজেলা পরিষদ কর্মকর্তারা (যেমনঃ ব্যক্তিগত সহায়ক), ইত্যাদি থেকে ৫-৮ জন সদস্য নিয়ে টিজিপি গঠন করতে হবে।</li> </ul>
সভাপতি	<ul style="list-style-type: none"> <li>ইউএনও</li> </ul>
কার্যাবলী	<ul style="list-style-type: none"> <li>ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, টিএলডি, উপজেলা কমিটি এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সহযোগিতায় উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরির জন্য তথ্য সংগ্রহ করা।</li> <li>অন্যান্য উৎস থেকে উপজেলার সম্পদের চিত্রায়ণ এবং প্রকল্প পরিকল্পনা তৈরি করা।</li> <li>পরিস্থিতি বিশ্লেষণ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ এবং উপজেলা কমিটি এবং ইউনিয়ন পরিষদগুলির সাথে পরামর্শের মাধ্যমে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা।</li> <li>এনজিও, সিবিও, সিএসও এবং বেসরকারী খাত সহ অন্যান্য অংশীজনদের সাথে পরামর্শ ও মত বিনিময় করা।</li> <li>উপজেলা পরিষদ এর নির্ধারিত লক্ষ্য ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সমস্ত প্রস্তাবসমূহ যাচাই-বাছাই করা।</li> <li>উপজেলা সমন্বিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এর খসড়া প্রস্তুত করা।</li> <li>পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া সম্পর্কে উপজেলা পরিষদ, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ এবং টিএলডি সহ অন্যান্য অংশীজনদের মন্তব্য একত্রিত করা এবং চূড়ান্ত খসড়া প্রস্তুত করতে সহায়তা প্রদান করা। চূড়ান্ত খসড়া অনুমোদনের জন্য উপজেলা পরিষদে জমা দিতে হবে।</li> <li>স্বতন্ত্র প্রকল্পগুলির পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন রিপোর্ট পর্যালোচনা এবং অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটির মাধ্যমে উপজেলা পরিষদকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অগ্রগতি এবং সাফল্য প্রতিবেদন, প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং সুপারিশ প্রদান করা।</li> </ul>

সূত্র ৩- প্রকল্প নির্বাচন কমিটির সদস্য ও তাদের কার্যাবলী

সদস্যবৃন্দ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও)</li> <li>• উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যান</li> <li>• উপজেলা মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান</li> <li>• উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা</li> <li>• উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা</li> <li>• উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা</li> <li>• উপজেলা জনস্বাস্থ্য সহকারী প্রকৌশলী</li> <li>• উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা</li> <li>• উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা</li> <li>• সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান</li> <li>• উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য</li> </ul>
সভাপতি	<ul style="list-style-type: none"> <li>• উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান</li> </ul>
সদস্য সচিব	<ul style="list-style-type: none"> <li>• উপজেলা প্রকৌশলী</li> </ul>
কার্যাবলী	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ম্যানুয়াল এর ফরম্যাট ১১ অনুসারে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এর মাধ্যমে অর্থায়নের জন্য প্রকল্পের প্রস্তাবগুলির সম্পূর্ণতা পর্যালোচনা এবং নির্ধারণ করা।</li> <li>• সমস্ত উৎস থেকে দীর্ঘ তালিকায় প্রকল্পের প্রস্তাবগুলি পর্যালোচনা ও পরীক্ষা করতে এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা দ্বারা নির্ধারিত অগ্রাধিকার খাত এবং লক্ষ্য অনুসারে প্রকল্পের প্রস্তাবগুলি নির্বাচন করতে হবে।</li> <li>• পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অগ্রাধিকার ক্ষেত্র এবং লক্ষ্যগুলি বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্পের প্রস্তাবগুলির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করা।</li> <li>• সংক্ষিপ্ত তালিকা থেকে কেবলমাত্র সেই প্রকল্পগুলি - যা একটি নির্দিষ্ট বছরে উপলব্ধ সংস্থানসমূহের সাহায্যে অর্থায়ন করা যেতে পারে, এটি বিবেচনার জন্য উপজেলা পরিষদের কাছে সুপারিশ করা।</li> </ul>

**ফরম্যাট ১: উপজেলার জনসংখ্যা, অবকাঠামো ও আর্থ-সামাজিক মৌলিক তথ্য ও উপাত্ত**

বিষয়	পরিমাণ/সংখ্যা	উৎস/বছর	
<b>উপজেলার রূপরেখা</b>			
আয়তন	বর্গ কি.মি.	আদমশুমারি ২০১১	
জনসংখ্যা	(নারী- ; পুরুষ- ; তৃতীয় লিঙ্গ- )		
খানা/ পরিবার			
প্রতিবন্ধী জনসংখ্যার সংখ্যা	(নারী- ; পুরুষ- ; তৃতীয় লিঙ্গ- )		
ভোটের সংখ্যা			
জনসংখ্যার ঘনত্ব	প্রতি বর্গ কি.মি.		
পৌরসভার সংখ্যা			
ইউনিয়নের সংখ্যা			
গ্রামের সংখ্যা			
<b>গুরুত্বপূর্ণ সরকারি অবকাঠামো</b>			
হাট-বাজার			
গ্রোথ সেন্টার (Growth Center)			
হাসপাতাল			
স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্র/কমিউনিটি ক্লিনিক			
ব্যাংকের শাখা			
ডাকঘর			
প্রাথমিক বিদ্যালয়			
মাধ্যমিক বিদ্যালয়			
বিশ্ববিদ্যালয়/ কলেজ			
মসজিদ			
মন্দির			
কবরস্থান			
নৌকার ঘাট			
পোস্ট অফিস			
কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান			
গণ শৌচাগার			
পাঠাগার			
পার্ক/উন্মুক্ত স্থান			
পুকুরের সংখ্যা			
নদীর সংখ্যা			
<b>এসডিজি'র গুরুত্বপূর্ণ সূচকসমূহ এবং টার্গেটসমূহ</b>	<b>জাতীয় পর্যায়ে বেসলাইন তথ্য (বছর)</b>	<b>উপজেলার সর্বশেষ তথ্য (বছর)</b>	<b>২০৩০ সালের লক্ষ্যমাত্রা</b>
১.২.১ জাতীয় দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার মধ্যে দারিদ্রের হার (%) (এসডিজি- ১, টার্গেট ১.২)	২৪.৩% (বিশ্বব্যাংক, ২০১৬)		৯.৭%
২.২.২ পাঁচ (৫) বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার (%) (এসডিজি ২, টার্গেট ২.২)	১৪.৩% (BDHS, ২০১৫)		<৫%
৩.১.১ মাতৃমৃত্যুর হার (প্রতি ১০০০ শিশুর জন্য) (এসডিজি ৩, টার্গেট ৩.১)	১৮১ (SVRS, ২০১৫)		৭০
৪.২.২ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অংশগ্রহণকারীর হার (সরকারী হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশের বয়সের সময়) (%) (এসডিজি ৪, টার্গেট ৪.২)	৩৯% (APSC, ২০১৫)		১০০%
৫.৫.১ স্থানীয় সরকারে প্রতিনিধিত্বকারী নারী প্রতিনিধির পরিমাণ (%) (এসডিজি ৫, টার্গেট ৫.৫)	২৩% (স্থানীয় সরকার বিভাগ, ২০১৬)		৩৩%
৬.১.১ নিরাপদ পানীয় জল ব্যবহারকারী জনসংখ্যার অনুপাত (%) (এসডিজি ৬, টার্গেট ৬.১)	৪২.৬%, (MICS, 2019)		১০০%

৭.১.১ বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতায় থাকা জনসংখ্যার অনুপাত (%) (এসডিজি ৭, টার্গেট ৭.১)	৭৮% (SVRS, ২০১৮)		১০০%
৮.৬.১ ১৫-২৪ বছর বয়সী যুবকদের মধ্যে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, বা প্রশিক্ষণে না থাকা যুবকের পরিমাণ (%) (এসডিজি ৮, টার্গেট ৮.৬)	২৮.৮৮% (QLFS, ২০১৫-১৬)		৩%
৯.গ.১ মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় থাকা জনসংখ্যার অনুপাত	2G- ৯৯% 3G- ৭১%		2G, 3G- ১০০%, 4G চালু হয়েছে ২০১৮ সালে
ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার			
স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ব্যবহারকারীর পরিবার (%)			

ফরম্যাট ২: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণের নমুনা ফরম্যাট

খাত	সমস্যা ও উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতার বিবরণ				সমস্যা সমাধানকল্পে সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলী (সম্পদের চিত্রায়ণের উপর ভিত্তি করে)	আর কোন পদক্ষেপ নেয়া না হলে ৫ বছর পর পরিস্থিতি কেমন হবে, তার বিবরণ	৫ বছর পরের পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে পঞ্চবার্ষিক/ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় সুপারিশকৃত পদক্ষেপ/করণীয়
	মূল সমস্যাসমূহ (চ্যালেঞ্জসমূহ)	অবস্থান/ এলাকা	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	সমস্যার কারণসমূহ			

**ফরম্যাট ৩: বিভিন্ন উৎস থেকে উপজেলার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা/ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার উন্নয়ন কার্যক্রম (সম্পদ চিত্রায়ণ)**

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভীষ্ট উপকারভোগী ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অবস্থান (উপজেলার নাম)	মেয়াদ/ বাজেট
জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প (সকল জাতীয় খাতের উন্নয়ন উদ্যোগের বিবরণী TLD দ্বারা সম্পন্ন করা হবে)				
এমপি'র উন্নয়ন প্রকল্প				
স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন/বাস্তবায়িতব্য উন্নয়ন প্রকল্প (উন্নয়ন উদ্যোগের বিবরণী TLD দ্বারা সম্পন্ন করা হবে)				
NGO ও CSO এর প্রকল্প				
শিল্প / বাণিজ্য উদ্যোক্তা				
অন্যান্য প্রকল্প / উন্নয়ন কার্যক্রম				

ফরম্যাট ৪: পঞ্চবার্ষিক/বার্ষিক বাজেট

ফর্ম-ক

অর্থ-বছর.....

বিবরণ		পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত	চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট	পরবর্তী বছরের বাজেট
অংশ ১	রাজস্ব হিসাব প্রাপ্তি			
	রাজস্ব অনুদান			
	মোট প্রাপ্তি			
	বাদ রাজস্ব ব্যয়			
	রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি (ক)			
	উন্নয়ন হিসাব উন্নয়ন অনুদান			<u>পরিমাণ ঘ</u>
অংশ ২	অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা			
	মোট (খ)			
	মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক + খ)			
	বাদ উন্নয়ন ব্যয়			
	সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি			
	যোগ প্রারম্ভিক জের (১ জুলাই)			<u>পরিমাণ গ</u>
	সমাপ্তি জের			

ফরম্যাট ৫: পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচকসহ ফলাফল

নং	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক
১				
২				
৩				



ফরম্যাট ৭: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সামগ্রিক মূল্যায়নের সংক্ষিপ্তসার (অগ্রগতি, প্রভাব, ব্যয়, সমস্যা, সমাধান, শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত, শিখন ইত্যাদিসহ)					
১					
২					
৩					
নং	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীষ্ট	শুরুর তারিখ/ মেয়াদ	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য/ কার্যক্রম/ পরিমাপযোগ্য সূচক অধীষ্ট	এ পর্যন্ত অর্জন (অর্জিত অধীষ্টের %)	বাজেট/ এ পর্যন্ত ছাড়কৃত পরিমাণ (%)
১					
উক্ত সময়ে উল্লেখ করার মত কোন বিষয়:					
২					
উক্ত সময়ে উল্লেখ করার মত কোন বিষয়:					
৩					
উক্ত সময়ে উল্লেখ করার মত কোন বিষয়:					
৪					
উক্ত সময়ে উল্লেখ করার মত কোন বিষয়:					
৫					
উক্ত সময়ে উল্লেখ করার মত কোন বিষয়:					
৬					
উক্ত সময়ে উল্লেখ করার মত কোন বিষয়:					
৭					
উক্ত সময়ে উল্লেখ করার মত কোন বিষয়:					
৮					
উক্ত সময়ে উল্লেখ করার মত কোন বিষয়:					



ফরম্যাট ৯: পরিমাপযোগ্য সূচকসহ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং অভীষ্ট

নং	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	উদ্দেশ্য	বার্ষিক পরিমাপযোগ্য অভীষ্ট
১				
২				
৩				

ফরম্যাট ১০: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকল্প সারসংক্ষেপ

অর্থবছর: \_\_\_\_\_

প্রকল্পের বিবরণ						অবস্থান	বাস্তবায়নের সময়সূচি			বিনিয়োগ		পরিবীক্ষণ	
পরিচিতি ট্যাগ	প্রকল্পের শিরোনাম	বিবরণ	অভীষ্ট/ পরিমাণ	প্রত্যাশিত উপকারভোগী নারী/ পুরুষ/তৃতীয় লিঙ্গ/ শিশু/ প্রতিবন্ধী	খাত	অবস্থান	আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয়	তহবিলের উৎস	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/ বিভাগ	রেফারেন্স (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ক্রমিক নং)

ফরম্যাট ১১: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকল্প (স্কীম) প্রস্তাবনাঃ ফ্যাক্ট শীট

১ প্রকল্পের নাম			
২ বাস্তবায়নকারী সংস্থা		৩ প্রকল্পের অবস্থান	
৪ সম্ভাব্য শুরুর তারিখ		৫ প্রকল্পের মেয়াদকাল	
৬ প্রকল্পের বাজেট ও এর বিস্তারিত বিবরণ (Breakdown)		৭ অন্যান্য অংশীজনদের অবদান (অন্যান্য ইনপুট)	
৮ প্রকল্প ও স্কিমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা			
৯ উদ্দেশ্য			
১০ প্রত্যাশিত ফলাফল (পরিমাপযোগ্য আউটপুট)			
১১ বাস্তবায়ন ব্যবস্থা			

(সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

নামঃ

তারিখঃ

ফরম্যাট ১২: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন: \_\_\_\_\_  
 প্রতিবেদনের মেয়াদ: \_\_\_\_\_ থেকে \_\_\_\_\_

উপজেলা: \_\_\_\_\_

জেলা: \_\_\_\_\_

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:

- পঞ্চবার্ষিক/বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সামগ্রিক অগ্রগতি, মোকাবেলা করা সমস্যা/চ্যালেঞ্জ এবং তীর সমাধান, মোট বাজেটের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয়, ভালো অনুশীলন এবং শিখন চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি।
- ত্রৈমাসিক শেষে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য-১ এর আওতায় মূল কার্য সম্পাদনের সামগ্রিক পরিস্থিতি ও সংক্ষিপ্তসার
  - 
  -
- ত্রৈমাসিক শেষে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য-২ এর আওতায় মূল কার্য সম্পাদনের সামগ্রিক পরিস্থিতি ও সংক্ষিপ্তসার
  - 
  -

নং	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও কর্মকাণ্ড	অভীষ্টের (Target) সূচক	বাস্তব সম্পাদিত কাজ	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকল্প শিরোনাম	বর্তমান অবধি অর্জন [অভীষ্ট (Target) অর্জনের হার %]	বর্তমান অবধি বাজেট/মোট বিতরণ (%) (টাকায়)
১								

ফরম্যাট ১৩: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার কর্ম সম্পাদন প্রতিবেদন

কর্ম-সম্পাদন প্রতিবেদন: \_\_\_\_\_  
প্রতিবেদনের মেয়াদ: \_\_\_\_\_ থেকে \_\_\_\_\_

উপজেলা: \_\_\_\_\_

জেলা: \_\_\_\_\_

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:

- পঞ্চবার্ষিক/বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সামগ্রিক অগ্রগতি, মোকাবেলা করা সমস্যা/চ্যালেঞ্জ এবং তাঁর সমাধান, মোট বাজেটের তুলনায় ব্যয়িত প্রকৃত ব্যয়, ভালো অনুশীলন এবং শিখন চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি।
  - সামগ্রিক অর্জনঃ
  - মোকাবেলা করা সমস্যাসমূহঃ
  - সমস্যার সমাধানঃ
  - মোট বাজেটের বিপরীতে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মোট ব্যয়ঃ
  - ভাল অনুশীলনসমূহঃ
  - যে কোন শিখন যেটা পরবর্তী বছর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় কাজে লাগবেঃ
- বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য-১ এর আওতায় প্রকল্পগুলোর অর্জনের সংক্ষিপ্তসার:
  -
- বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য-২ এর আওতায় প্রকল্পগুলোর অর্জনের সংক্ষিপ্তসার:
  -

নং	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও কর্মকাণ্ড	অভীষ্টের (target) সূচক	বাস্তব সম্পাদিত কাজ	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকল্প শিরোনাম	বর্তমান অবধি অর্জন [অভীষ্ট (target) অর্জনের হার %]	বর্তমান অবধি বাজেট/ মোট বিতরণ (%) (টাকায়)
১								